তাওহীদের ডাক

৬৩তম সংখ্যা, মে-জুন ২০২৩
www.tawheederdak.com

- উত্তম মানুষ হওয়ার উপায়
- আমল বিনষ্টকারী পাপসমূহ
- শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
- সাক্ষাৎকার : শামসুল আলম (যশোর)
- আদর্শ দাম্পত্যজীবন : স্ত্রীর করণীয়
- মরিশাসে মুসলমানদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর প্রয়োজনীয় ৪টি প্রকাশনা

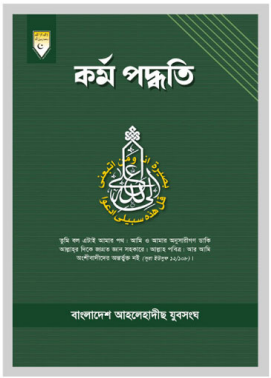

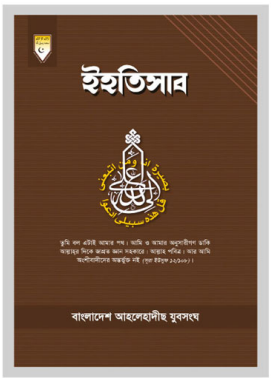

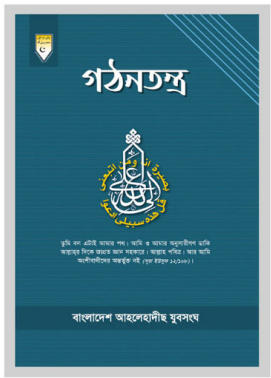

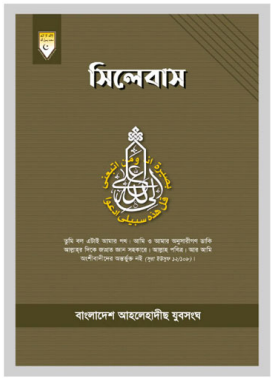

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২
মোবাইল : ০১৭২১-৯১১২২৩, ই-মেইল : ahlehadeethjuboshongho@gmail.com, ওয়েব : www.juboshongho.org

সদ্য প্রকাশিত

যুবসমাজের অধঃপতন কারণ ও প্রতিকার

লেখক : শায়খ সুলায়মান বিন সালীমুল্লাহ আর-রুহাইলী

কুরআন বর্জন, হাদীছ থেকে দূরে সরে যাওয়া, সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী কুরআন-সুন্নাহ না বুঝা, জামা'আতবদ্ধ জীবন-যাপনের ব্যাপারে ঔদাসীন্য, অসৎ সঙ্গ, সময়ের অপব্যবহার, ইন্টারনেট আসক্তি ইত্যাদি নানা কারণে বর্তমান মুসলিম যুবসমাজ ক্রমশঃ অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হচ্ছে। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে প্রশান্তিময় জীবন-যাপনের দিশা লাভের জন্য বইটি পাঠ করা প্রত্যেক মুসলিম যুবকের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

হজ্জ ও ওমরাহ

লেখক :
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০
www.hadeethfoundationbd.com

বইটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

- হজ্জ ও ওমরাহ্‌র পরিচয় ও গুরুত্ব।
- হজ্জ ও ওমরাহ্‌র বিস্তারিত বিবরণ।
- হজ্জ সংশ্লিষ্ট এবং হজ্জের প্রয়োজনীয় দো'আ সমূহ।
- হজ্জ পালনকালে কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতি।
- মক্কা-মদীনার প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের বিবরণ।
- ছালাতের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি।
- প্রত্যেক মুসলমানের জন্য যা জানা আবশ্যক।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী, মোবাইল : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ঢাকা অফিস : ২২০ বংশাল, মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১

তাওহীদের ডাক

The Call to Tawheed

৬৩ তম সংখ্যা
মে-জুন ২০২৩

উপদেষ্টা সম্পাদক
আব্দুর রশীদ আখতার
ড. নূরুল ইসলাম
ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
ড. মুখতারুল ইসলাম

সম্পাদক
মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী

নির্বাহী সম্পাদক
আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২, ০১৭২৩-৬৮৮৪৪৩
সার্কুলেশন বিভাগ
০১৭৬৬-২০১৩৫৩
ই-মেইল
tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট
www.tawheederdak.com

মূল্য : ৩০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ,
কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩
থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ২
  আত্মার শান্তি
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** ৩
  সাকীনা বা আত্মিক প্রশান্তি
- **তাবলীগ**
  জান্নাত লাভে ধন্য যারা (শেষ কিস্তি) ৫
  রবীউল ইসলাম
- **তারবিয়াত**
  আমল বিনষ্টকারী পাপসমূহ ১১
  আসাদ বিন আব্দুল আযীয
- **উত্তম মানুষ হওয়ার উপায়** ১৭
  মুহাম্মাদ আব্দুন নূর
- **চিন্তাধারা** ২০
  গুনাহে পতিত মুমিনের অবস্থা কেমন হওয়া উচিত (পূর্বে প্রকাশিতের পর) -আব্দুর রহীম
- **পূর্বসূরীদের লেখনী থেকে** ২৪
  শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছের রাজনৈতিক জীবনের একটি অধ্যায়
  মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী
- **সাক্ষাৎকার : শামসুল আলম (যশোর)** ২৭
- **ধর্ম ও সমাজ** ৩২
  মুসলিম সমাজে প্রচলিত হিন্দুয়ানী প্রবাদ-প্রবচন (শেষ কিস্তি)
  মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ
- **পারিবারিক জীবন** ৩৭
  আদর্শ দাম্পত্য জীবন : স্ত্রীর করণীয়
  লিলবর আল-বারাদী
- **শিক্ষাঙ্গন** ৪২
  শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
  নাজমুন নাঈম
- **দেশে দেশে ইসলাম** ৪৪
  মরিশাসে মুসলমানদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
  শাহীন রেযা
- **পরশ পাথর** ৪৭
  জোরাম ভ্যান ক্লাভেরেন-এর ইসলাম গ্রহণ
- **অনুবাদ গল্প** ৪৮
  গহীন অরণ্যে জান্নাতী খাবার
  মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে** ৫০
  ঈমানের জোর!
  প্রলয় হাসান
- **সংগঠন সংবাদ** ৫১
- **সাধারণ জ্ঞান** ৫৫

সম্পাদকীয়

আত্মার শান্তি

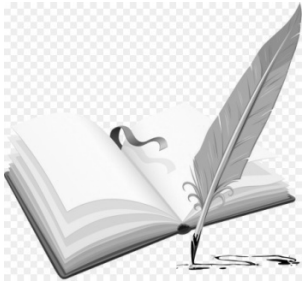

মেডিটেশন, ধ্যান, যোগব্যায়াম, কোয়ান্টাম মেথড, মনের শক্তি, অন্তর্দৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে আধুনিক সমাজের বিশেষত শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে আত্মার প্রশান্তি খোঁজার নতুন ট্রাডিশন বেশ চালু হয়ে গেছে। ফেইসবুক, ইউটিউব খুললেই নানা জাত ও বর্ণের মোটিভেশনাল স্পিকার, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম তথাকথিত জ্ঞানতাপসদের ভীষণ বিজ্ঞজনোচিত বক্তব্য, মন্তব্য, কোটেশন, কবিতাংশ আমাদের আলোড়িত করে। একজন মানুষ মারা গেলে সুশীল শ্রেণী, এমনকি যারা নাস্তিক তারাও বলে 'অমুকের আত্মা শান্তি পাক' (RIP)। মুসলিম-অমুসলিম, আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে সকলের জন্যই এই বাক্য বরাদ্দ। এই আত্মার শান্তি খুঁজে দেয়া এবং খুঁজে ফেরা মানুষগুলো প্রাচীনকালের মরমীবাদ, আধ্যাত্মিকতাবাদ, গুরুবাদ, ছূফীবাদের আধুনিকায়ন করে সর্বধর্ম সমন্বয়ী এক আপাত প্রলুব্ধকর ও দৃঢ় ভিত্তিও দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছেন। তাদের কথা, চিন্তাধারা, কর্মসূচি, কর্মপদ্ধতি অনেক সময় মানুষকে সত্যিই মানসিক শান্তির যোগান দেয় এবং তাদের জীবনে উৎসাহ ও কর্মস্পৃহা ফিরিয়ে আনে। এজন্য ভারতের সদগুরু কিংবা বাংলাদেশের মহাজাতকদের রমরমা আধ্যাত্মিক বাণিজ্যের প্রসার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রিয় পাঠক! আসলে এই আত্মার শান্তি কী ধরণের বস্তু? কেন আমরা এটা খুঁজি? মানুষ কি চাইলেই এসব গুরুদেব, অনুপ্রেরণাদায়ী বাকশিল্পীদের দেয়া পদ্ধতি অবলম্বন করে আত্মার শান্তি নামক সোনার হরিণের খোঁজ পেতে পারে? মুসলিম-অমুসলিম সবার জন্য কি এই আত্মার শান্তি প্রযোজ্য? কিয়ামতের দিন 'হে প্রশান্ত আত্মা!' বলে আল্লাহ কাদের সম্বোধন করবেন? এসবের উত্তর আমাদের জানা প্রয়োজন।

মূলতঃ আত্মার প্রশান্তি আল্লাহ্র দেয়া এক মহা নে'মত। মানুষ চেষ্টা করলে একসময় হয়ত তার দুনিয়াবী চাওয়া-পাওয়ার সবকিছুই পেতে পারে, কিন্তু আত্মার প্রশান্তি? সেটা কি চাইলেই পাওয়া সম্ভব? না, কখনই সম্ভব নয়, যদি না আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সেই নে'মত আসে। আর সেই নে'মত মহা অনুগ্রহশীল আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের মধ্যে শর্তসাপেক্ষে ভাগ করে দেন মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে। তবে চূড়ান্ত বিচারে প্রকৃত প্রশান্তি কেবল প্রকৃত মুমিন হৃদয়ের জন্যই প্রযোজ্য, যা কেবল দুনিয়াবী জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়, বরং চিরস্থায়ী পারলৌকিক জীবনও আলোকিত করে। পরকালে 'হে প্রশান্ত আত্মা!' সম্বোধন পাওয়ার যোগ্য কেবল তারাই। তবে অন্যদের পক্ষেও এই প্রশান্তির কিছু অংশ লাভ করা সম্ভব; কিন্তু তার সীমানা দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। পরলোকে তাদের জন্য কোন অংশ নেই। সুতরাং প্রকৃত ঈমানসমৃদ্ধ হৃদয় অর্জন করাই আত্মার চিরন্তন প্রশান্তি লাভের একমাত্র মাধ্যম। এটাই মৌলিক কথা। আর এই ঈমানসমৃদ্ধ হৃদয় অর্জন করা মোটেই সহজ কোন বিষয় নয়। বরং এর জন্য মৌলিক কিছু শর্ত পূরণ করা অপরিহার্য। যা নিম্নরূপ-

ক. আক্বীদা ও বিশ্বাসের শুদ্ধতা : একজন প্রকৃত ঈমানদারের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল, সে তাওহীদকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুধাবন করে এবং তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিজের জীবনের প্রতিটি কর্ম ও চিন্তাধারাকে সাজিয়ে নেয়। সেখানে কোন কুফর, শিরক ও নিফাকের দুর্গন্ধ প্রবেশ করতে দেয় না। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত প্রতিটি তথ্য ও নির্দেশনার প্রতি সেভাবেই বিশ্বাস স্থাপন করে, যেভাবে আল্লাহ বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছেন। কখনও নিজের বুঝ ও বিবেকের উপর যিদ, হঠকারিতা তাকে গ্রাস করতে পারে না। বরং আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণের প্রবৃত্তি তাকে বিনায়বনত রাখে। ছাহাবীদের অনুসৃত আদর্শ তাকে সত্যপথে দৃঢ়পদ সৈনিক বানায়। মানুষ যতই বিজ্ঞতা ও স্থিতধী প্রজ্ঞাই অর্জন করুক, মানবিক কর্মকাণ্ডে তাক লাগানো প্রশংসা কুড়াক না কেন, যদি সে সত্যাশ্রয়ী না হয়, মহান রবের দেখানো পথের অনুসারী না হয়, যদি সে তাওহীদবাদী মুসলিম না হয়, সে কখনই চূড়ান্ত বিচারে আত্মার প্রশান্তি পেতে পারে না।

কোন গুরুদেব তার ব্যক্তিগত আধ্যাত্মবোধ আর মরমী চেতনায় দুনিয়াবী জীবনের তুচ্ছতা, নিরেট বাস্তবতা অনুভব করে হয়ত কিছু মানসিক সমস্যার সমাধান দিতে পারে বটে, কিন্তু কখনই চূড়ান্ত সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। এ কেবল বরাদ্দ প্রকৃত ঈমানদার মুসলিমদের জন্যই। এজন্যই আল্লাহ বলেন, 'তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন। যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। বস্তুতঃ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়' *(ফাৎহ ৪৮/৪)*। ঈমানদার ব্যতীত এই প্রশান্তির স্বাদ কেউ কখনও খুঁজে পেতে পারে না। আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে আর আল্লাহ্র স্মরণে যাদের অন্তরে প্রশান্তি আসে। মনে রেখ, আল্লাহ্র স্মরণেই কেবল হৃদয় প্রশান্ত হয়' *(রা'দ ১৩/১৮)*। এমনকি যারা ঈমান আনার পর শিরক করে, তারাও কখনও এই প্রশান্তির পথ পাবে না। কেননা তারা মহান রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পরও তাঁর প্রকৃত মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে *(হজ্জ ৭৪; যুমার ৬৭)*। সুতরাং কাফির-মুশরিকদের জন্য প্রকৃত অর্থে আত্মার প্রশান্তি অর্জন কখনই সম্ভব নয়।

খ. ইবাদত ও মুআ'মালাতের শুদ্ধতা : বিশ্বাসের শুদ্ধতার পরই আসে বিশ্বাস বাস্তবায়নের পন্থা শুদ্ধ হওয়া। রাসূল (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পদ্ধতিতে ইবাদত এবং মু'আমালাতের ক্ষেত্রে তাঁর কর্তৃক নির্ধারিত হালাল ও হারামের সীমারেখা মেনে চলার মাধ্যমেই সেই বিশ্বাস বাস্তবে পূর্ণতা পায়।

[বাকী অংশ ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

সাকীনা বা আত্মিক প্রশান্তি

আল-কুরআনুল কারীম :

১- ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ-

(১) 'অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূল ও বিশ্বাসীগণের প্রতি তাঁর বিশেষ প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং এমন সেনাবাহিনী নাযিল করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখোনি আর অবিশ্বাসীদের শাস্তি দিলেন। আর এটাই হ'ল অবিশ্বাসীদের কর্মফল' *(তওবা ৯/২৬)*।

২- هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا-

(২) 'তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন। যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। বস্তুতঃ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়' *(ফাৎহ ৪৮/৪)*।

৩- لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا-

(৩) 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন মুমিনদের প্রতি, যখন তারা বৃক্ষের নীচে তোমার নিকট বায়'আত করেছে। এর মাধ্যমে তিনি তাদের অন্তরে যা ছিল তা জেনে নিলেন। ফলে তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়' *(ফাৎহ ৪৮/১৮)*।

৪- إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا-

(৪) 'যখন কাফেরদের অন্তরে ছিল জাহেলিয়াতের উত্তেজনা, তখন আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের জন্য তাক্বওয়ার কালেমা আবশ্যিক করে দিলেন। আর এজন্য তারাই ছিল অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। বস্তুতঃ আল্লাহ সকল বিষয়ে জ্ঞাত' *(ফাৎহ ৪৮/২৬)*।

৫- الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ-

(৫) 'যারা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহ্কে স্মরণ করলে যাদের অন্তরে প্রশান্তি আসে। মনে রেখ, আল্লাহ্র স্মরণেই কেবল হৃদয় প্রশান্ত হয়' *(রা'দ ১৩/১৮)*।

৬- يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ- ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً- فَادْخُلِي فِي عِبَادِي- وَادْخُلِي جَنَّتِي-

(৬) 'হে প্রশান্ত আত্মা! ফিরে চলো তোমার প্রভুর পানে, সন্তুষ্ট চিত্তে ও সন্তোষভাজন অবস্থায়। অতঃপর প্রবেশ কর আমার বান্দাদের মধ্যে। এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে' *(ফজর ৮৯/২৭-৩০)*।

৭- إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ-

(৭) 'যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখ আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন তাকে কাফেররা (মক্কা থেকে) বের করে দিয়েছিল এবং সে ছিল (ছওর) গিরিগুহার মধ্যে দু'জনের একজন। যখন সে তার সাথীকে বলল, চিন্তিত না। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন ও তাকে এমন সেনাদল দিয়ে সাহায্য করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখেনি। আর তিনি কাফেরদের (শিরকের) ঝাণ্ডা অবনত করে দিলেন ও আল্লাহ্র (তাওহীদের) ঝাণ্ডা উন্নীত রাখলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ মহা পরাক্রান্ত ও প্রজ্ঞাময়' *(তওবা ৯/৪০)*।

৮- عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ كَانَ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَعِنْدَهُ فَرَسٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ، فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدُورُ وَتَدْنُو، وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ-

(৮) বারা ইবনু আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'জনৈক ব্যক্তি সূরা কাহফ পড়ছিল। সে সময় তার কাছে মযবুত লম্বা দু'টি রশি দিয়ে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। এ সময়ে একখণ্ড মেঘ তার মাথার উপরে এসে হাযির হ'ল। মেঘ খণ্ডটি ঘুরছিল এবং নিকটবর্তী হচ্ছিল। এ দেখে তার ঘোড়াটি ছুটে পালাচ্ছিল। সকালে সে নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে ঐ বিষয়টি বর্ণনা করল। এসব কথা শুনে তিনি বললেন, এটি ছিল আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রশান্তি যা কুরআন পাঠের কারণে অবতীর্ণ হয়েছিল'।[১]

১. *বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১।*

٩- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِى الْفَدَّادِينَ مِنْ أَهْلِ الْوَبَرِ وَالسَّكِينَةُ فِى أَهْلِ الْغَنَمِ وَالإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ-

(৯) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কুফরীর মূল পূর্বদিকে, গর্ব এবং অহংকার ঘোড়া এবং উটের মালিকদের মধ্যে এবং বেদুইনদের মধ্যে যারা তাদের উটের পাল নিয়ে ব্যস্ত থাকে, আর প্রশান্তি বকরির পালের মালিকদের মধ্যে'। ঈমান আছে ইয়ামানীদের মধ্যে এবং প্রজ্ঞাও রয়েছে ইয়ামানীয়দের মধ্যে।[২]

١٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ-

(১০) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,...'যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহ্র ঘর সমূহের কোন একটিতে সমবেত হয়ে অল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পরে তার পর্যালোচনায় নিয়োজিত থাকে তখন তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে এবং ফেরেশতাগণ তাদের পরিবেষ্টন করে রাখেন। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নৈকট্যধারীদের (ফেরেশতাগণের) মাঝে তাদের স্মরণ (আলোচনা) করেন। আর যে ব্যক্তির আমল তাকে পিছিয়ে দেবে তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে পারবেনা'।[৩]

١١- عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا -

(১১) আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নম্র ব্যবহার কর এবং কঠোর ব্যবহার কর না। আর মানুষকে শান্তি দাও এবং মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি কর না'।[৪]

١٢- عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا وَابِصَةُ جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ، فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَقَالَ: (اسْتَفْتِ نَفْسَكَ، اسْتَفْتِ قَلْبَكَ) ثَلَاثًا. الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ-

(১২) ওয়াবেছা ইবনু মা'বাদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার উদ্দেশ্যে বললেন, হে ওয়াবেছা! তুমি তো আমাকে ভাল ও মন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে এসেছো? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তুমি তোমার অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর। এ কথাগুলো তিনি তিনবার বললেন। পুণ্য হ'ল তা, যার প্রতি তোমার মন প্রশান্ত হয় এবং অন্তর পরিতৃপ্ত হয়। আর পাপ হ'ল তা, যা মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং অন্তর সন্দিহান হয়; যদিও লোকেরা তোমাকে তা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ফাতাওয়া দিয়ে থাকে'।[৫]

١٣- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ-

(১৩) হাসান ইবনে আলী (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে এই শব্দগুলি স্মরণ রেখেছি যে, তুমি ঐ জিনিস পরিত্যাগ কর, যে জিনিস তোমাকে সন্দেহে ফেলে এবং তা গ্রহণ কর যাতে তোমার সন্দেহ নেই। কেননা সত্য প্রশান্তির কারণ এবং মিথ্যা সন্দেহের কারণ'।[৬]

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, 'দেহ ও মনের প্রশান্তির উপায় হচ্ছে দুনিয়াবিমুখ হয়ে সাধা-সিধে আখেরাতমুখী জীবন-যাপন করা'।[৭]

২. শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'ঈমানের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে স্বীকারোক্তি এবং আত্মার প্রশান্তি। আর সেটা অর্জিত হবে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ ও আমলের মাধ্যমে'।[৮]

৩. ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'আত্মিক প্রশান্তিই সবচেয়ে বড় প্রশান্তি এবং মানসিক শাস্তিই সবচেয়ে বড় শাস্তি'।[৯]

সারবস্তু :

১. আত্মিক প্রশান্তি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ যা তিনি মুমিন বান্দার অন্তরে ঢেলে দেন।

২. আত্মার প্রশান্তিতে মুমিনদের অন্তর দৃঢ় হয়। তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় ও অস্থিরতা, হতাশা-দুশ্চিন্তা, কষ্ট-ক্লেশ দূর হয়।

৩. আল্লাহ্র রহমত ছাড়া প্রশান্তি অর্জন সম্ভব নয়। সে কারণেই তাঁর নিকট প্রার্থনা করা, কুরআন তেলাওয়াত করা কিংবা তাঁর বিধানসমূহ মেনে চলা আবশ্যক।

---

২. বুখারী হা/৩৪৯৯; মুসলিম হা/৫২; মিশকাত হা/৭৬৩৯।
৩. মুসলিম হা/২৬৯৯; ইবনু মাজাহ হা/২২৫; মিশকাত হা/২০৪।
৪. বুখারী হা/৬১২৫; মুসলিম হা/১৭৩৪; মিশকাত হা/৩৭২৩।
৫. আহমাদ হা/১৮০৩৫; মিশকাত হা/২০৪; ছহীহুত তারগীব হা/১৭৩৪ সনদ হাসান।
৬. তিরমিযী হা/২৫১৮; নাসাঈ হা/৫৭১১; মিশকাত হা/২৭৭৩।
৭. ইবনুল মুবারক, আয-যুহদু ওয়ার রাক্বায়েক্ব, পৃ. ২১০; ইবনু আবীদ্দুনইয়া, আয-যুহদ, পৃ. ১০৭।
৮. আছ-ছারেম আল-মাসলূল, পৃ. ৫১৯।
৯. আল-জাওয়াবুল কাফী, পৃ. ১০৬।

জান্নাত লাভে ধন্য যারা

- রবীউল ইসলাম

(শেষ কিস্তি)

২১. সালাম বিনিময় করা : সালাম মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাষণ। সালামের দ্বারা মানুষের মধ্যে ভালবাসা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায় ফলে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। সালাম জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম। কেননা আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা সালামের ব্যাপক প্রচলন ঘটাও। ক্ষুধার্ত মানুষকে খাদ্য খাওয়াও। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর। রাতে ছালাত আদায় কর, মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তাহ'লে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَىْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ– 'তোমরা ততক্ষণ জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না ঈমান আনবে। আর তোমরা ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না পরস্পরকে ভালবাসবে। আমি কি তোমাদের খবর দিব না, কোন বস্তু তোমাদের মধ্যে ভালবাসাকে দৃঢ় করবে? তোমরা তোমাদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও'।[২] তবে সালাম প্রদানের উদ্দেশ্য হবে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। কাউকে খুশি করা বা কারও কাছে কোন কিছু পাওয়ার জন্য নয়। পরিচিত-অপরিচিত, ছোট-বড় সকলকে সালাম প্রদান করতে হবে। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ইসলামে উত্তম কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, 'তোমরা অন্যকে খাওয়াবে এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করবে'।[৩]

২২. কুরআন হিফযকারী ও সংরক্ষণকারী : কুরআনের হাফেয ও যথাযথভাবে সংরক্ষণকারী জান্নাতে যাবে। যারা কুরআন পড়ে আল্লাহ তা'আলা তাদের জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ اقْرَأْ وَاصْعَدْ فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ– 'কুরআন সংরক্ষণকারী যখন জান্নাতে যাবে তখন তাকে বলা হবে কুরআন পাঠ করতে থাক এবং এক এক স্তর করে আরোহণ করতে থাক। তখন সে প্রত্যেক আয়াত পাঠের মাধ্যমে একেক স্তর করে আরোহণ করবে। এমনকি তার সংরক্ষিত (মুখস্থকৃত) সর্বশেষ আয়াত পাঠ করে সে তার নির্দিষ্ট স্থানে আরোহণ করবে এবং সেটাই তার ঠিকানা হবে'।[৪]

২৩. দ্বীনী ইলম শিক্ষাকারী : আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য দ্বীনের জ্ঞান অন্বেষণকারীকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাত দান করবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ– 'যে ব্যক্তি দ্বীনী ইলম অর্জনের জন্য পথ চলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন'।[৫] দ্বীনী জ্ঞান বিতরণকারী একজন সত্যিকারের আল্লাহভীরু আলেমের জন্য আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, আসমান-যমীনের অধিবাসীরা, এমনকি গর্তের পিঁপড়া এবং পানির মাছ পর্যন্ত দো'আ করে।[৬]

ইলমে দ্বীন অর্জন যদি একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য হয়, তাহ'লে যেমন পরকালে মুক্তি রয়েছে তেমনি দুনিয়াতেও সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা ঠিক তেমন, যেমন তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার মর্যাদা'।[৭] তবে ইলম অর্জন যেন মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা বা মূর্খদের সাথে বিতর্ক করার উদ্দেশ্যে না হয়। যদি এমনটি হয় তাহ'লে বিনিময়ে ভয়াবহ শাস্তি রয়েছে। কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ– 'যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে তর্ক-বাহাছ করা অথবা মূর্খদের সাথে বাক-বিতণ্ডা করার জন্য এবং মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইলম অধ্যয়ন করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন'।[৮]

২৪. জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন ও আমীরের আনুগত্য : জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের বিনিময় জান্নাত লাভ করা যায়। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، وَمَنْ أَرَادَ

---

১. *তিরমিযী হা/২৪৮৫; ইবনু মাজাহ হা/১৩৩৪।*
২. *মুসলিম হা/৫৪; মিশকাত হা/৪৬৩১।*
৩. *বুখারী হা/২৮; মুসলিম হা/৩৯; মিশকাত হা/৪৬২৯।*
৪. *ইবনু মাজাহ হা/৩৭৮০।*
৫. *মুসলিম হা/২৬৯৯; ইবনু মাজাহ হা/২২৩;* মিশকাত হা/২০৪।
৬. *তিরমিযী হা/২৬৮৫; মিশকাত হা/২১৩।*
৭. *দারেমী হা/২৮৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/৮১।*
৮. *তিরমিযী হা/২৬৫৪; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০৬।*

بُحْبُوْحَةَ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةِ– 'অবশ্যই তোমরা জামা'আতবদ্ধ হয়ে বসবাস করবে এবং বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে সতর্ক থাকবে। কারণ শয়তান একজনের সাথে থাকে এবং দু'জন থেকে সে অনেক দূরে থাকে। যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন অবশ্যই জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করে'।[৯]

জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করতে হ'লে অবশ্যই একজন আমীরের প্রয়োজন আছে। যে ব্যক্তি আল্লাহভীরু ও ন্যায়পরায়ণ আমীরের আনুগত্য করবে তার বিনিময়েও জান্নাত রয়েছে। হযরত আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের ভাষণে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ– (১) তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহকে ভয় কর (২) পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর (৩) রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর (৪) তোমাদের সম্পদের যাকাত প্রদান কর এবং (৫) আমীরের আনুগত্য কর; তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ কর'।[১০]

২৫. ন্যায়পরায়ণ বিচারক ও শাসক : ন্যায়পরায়ণ বিচারক ও শাসক জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পৃথিবীতে তিন শ্রেণীর বিচারক রয়েছে। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর বিচারক জান্নাতে যাবেন যে হক বুঝে ও তদনুযায়ী ফায়ছালা করে'।[১১] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ন্যায়পরায়ণ শাসক জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১২]

২৬. আল্লাহভীরু এবং চরিত্রবান : অধিক আল্লাহভীরু ও সৎচরিত্রবান ব্যক্তিরা জান্নাতে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হ'ল কোন আমলের কারণে সর্বাধিক লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন, تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ 'আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র'।[১৩] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চে একটি ঘর নিয়ে দেওয়ার জন্য যিম্মাদার হব, لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ যে তার চরিত্রকে সুন্দর করবে'।[১৪]

২৭. সত্যবাদিতা অবলম্বনকারী : সর্বদা সত্য কথা বলা এবং সত্য পথ অবলম্বন করা জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম। আব্দুল্লাহ (রাঃ) নবী (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا 'সত্যবাদিতা ব্যক্তিকে নেকীর দিকে পরিচালিত করে আর নেকী তাকে জান্নাতের পথ দেখায়। আর মানুষ সত্য কথা বলতে বলতে অবশেষে সত্যবাদীর মর্যাদা লাভ করে'।[১৫] প্রত্যেক মুমিনের উচিত দুঃখে-সুখে সর্বদায় সত্যব্রতী হওয়া। কখনো মজা করেও মিথ্যা বলা বা ছলনা করা থেকে বিরত থাকা। কেননা এরূপ আচরণ থেকে বিরত থাকার ফল জান্নাত। আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মাঝামাঝি একটি ঘর নিয়ে দেওয়ার জন্য যামিনদার, যে মিথ্যা পরিহার করে ঠাট্টা করে হ'লেও'।[১৬]

২৮. লজ্জাশীলতা অবলম্বনকারী : লজ্জা মানুষের অমূল্য ভূষণ। কোন মানুষ যদি লজ্জাশীল হয় তাহ'লে আল্লাহ তাকে তার বিনিময়ে জান্নাত দান করবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ 'লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। আর ঈমানের বিনিময় হ'ল জান্নাত। পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা দুশ্চরিত্রের অঙ্গ। আর দুশ্চরিত্রতার স্থান জাহান্নাম'।[১৭]

২৯. জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করা : জিহ্বা ও লজ্জাস্থান মানুষের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এ দু'টি অঙ্গের মাধ্যমে মানুষ বিপথগামী হয়। তাই যে ব্যক্তি এ দু'টিকে সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করবে তার জন্য জান্নাত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ 'যে ব্যক্তি আমার কাছে তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তু (জিহ্বা) ও তার দু'পায়ের মধ্যস্থিত বস্তুর (লজ্জাস্থানের) যিম্মাদার হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হব'।[১৮] অন্যত্র তিনি বলেন, اِضْمَنُوْا لِيْ سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ، أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ، اُصْدُقُوْا إِذَا حَدَّثْتُمْ، وَأَوْفُوْا إِذَا وَعَدْتُمْ، وَأَدُّوْا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ، وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ، وَغُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفُّوْا أَيْدِيَكُمْ– 'তোমরা নিজেদের পক্ষ হ'তে আমার জন্য ছয়টি বিষয়ের যামিন হও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের যামিন হব। (১) যখন তোমরা কথা বলবে, তখন সত্য বলবে। (২) যখন ওয়াদা করবে, তা পূর্ণ করবে। (৩) তোমাদের কাছে আমানত রাখলে, তা আদায় করবে। (৪) নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করবে। (৫) স্বীয় দৃষ্টিকে অবনমিত রাখবে এবং (৬) স্বীয় হস্তকে (অন্যায় কাজ হ'তে) বিরত রাখবে'।[১৯]

---

৯. *তিরমিযী হা/২১৬৫; আহমাদ হা/২৩১৯৪।*
১০. *তিরমিযী হা/৬১৬; মিশকাত হা/৫৭১।*
১১. *আবুদাঊদ হা/৩৫৭৩; তিরমিযী হা/১৩২২; মিশকাত হা/৩৭৩৫।*
১২. *মুসলিম হা/২৮৬৫; মিশকাত হা/৪৯৬০।*
১৩. *তিরমিযী হা/২০০৪; মিশকাত হা/৪৮৩২।*
১৪. *আবুদাঊদ হা/৪৮০০;* সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৩।
১৫. *বুখারী হা/৬০৯৪; মুসলিম হা/২৬০৭।*
১৬. *আবুদাঊদ হা/৪৮০০; আত-তারগীব হা/৪১৭৯।*
১৭. *তিরমিযী হা/২০০৯; ইবনু মাজাহ হা/৪১৮৪; মিশকাত হা/৫০৭৭।*
১৮. *বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২।*
১৯. *আহমাদ হা/২২৮০৯; মিশকাত হা/৪৮৭০।*

www.tawheederdak.com

জিহ্বা মানব দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোর একটি। শরীরের অন্যান্য অঙ্গ জিহ্বার অনুগামী হয়। প্রতিদিন সকালে মানব দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিহ্বাকে সোজা পথে দৃঢ় থাকার ব্যাপারে অনুরোধ করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ সকালে ঘুম হ'তে উঠার সময় তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনীতভাবে জিহ্বাকে বলে, তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। আমরা তো তোমার সাথে সম্পৃক্ত। তুমি যদি সোজা পথে দৃঢ় থাক তাহ'লে আমরাও দৃঢ় থাকতে পারি। আর তুমি যদি বাঁকা পথে যাও তাহ'লে আমরাও বাঁকা পথে যেতে বাধ্য'।[২০]

৩০. রোগাক্রান্তকে দেখতে যাওয়া : একজন মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের হক্ব বা কর্তব্য হ'ল সে অসুস্থ হ'লে শারীরিক পরিচর্যা করা। কেননা ক্বিয়ামতের ময়দানে রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে মহান আল্লাহ নিজেই ফরিয়াদী হয়ে আদম সন্তানকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি রুগ্ন ছিলাম তুমি পরিচর্যা করনি'।[২১] রুগ্ন ব্যক্তির সেবার মাধ্যমেই মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

রোগীর পরিচর্যা করা এবং খোঁজ-খবর নেওয়া ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একজন ব্যক্তি যখন অসুস্থ হয় তখন সে কয়েকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১. সে শরীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২. আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ৩. সে যদি উপার্জনক্ষম একা হয় তাহ'লে পরিবার নিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রোগীর পরিচর্যা ও খোঁজ-খবর নেওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন এবং রোগীর পরিচর্যকারীকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِىَ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلاَّ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِى الْجَنَّةِ– 'যখন কোন মুসলমান সকাল বেলায় কোন মুসলমান রোগীকে দেখতে যায়, তখন তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ করে। আর সন্ধ্যা বেলায় কোন রোগী দেখতে গেলে সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা দো'আ করে। আর তার জন্য জান্নাতে একটি ফলের বাগান নির্ধারিত হয়ে যায়'।[২২] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি কোন ব্যক্তি কোন রোগীর পরিচর্যা করে, সে রহমতের মধ্যে ডুব দেয়, এমনকি সে যখন সেখানে বসে পড়ে, তখন তো রীতিমত রহমতের মধ্যেই অবস্থান করে'।[২৩] আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِى اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً– 'কোন ব্যক্তি কোন রুগ্ন ব্যক্তির পরিচর্যা করলে অথবা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তার কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে, একজন আহ্বানকারী তাকে ডেকে বলে, তুমি উত্তম কাজ করেছ, তোমার পদচারণা উত্তম হয়েছে এবং জান্নাতে তুমি একটি ঘর তৈরি করে নিয়েছ'।[২৪]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'মুসলমান যখন তার অসুস্থ মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত জান্নাতের 'খুরফার' মধ্যে অবস্থান করতে থাকে। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! জান্নাতের খুরফা কী? উত্তর দিলেন, তাঁর ফলমূল'।[২৫]

৩১. রোগের উপর ধৈর্যধারণ করা : আল্লাহ তা'আলা তাঁর মুমিন বান্দার ঈমান পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি দিয়ে থাকেন। রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি যখন রোগের উপর ধৈর্যধারণ করে, বিনিময়ে আল্লাহ তাকে জান্নাত উপহার দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অধৈর্য হয়, সে এমন ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। আত্বা ইবনু আবু রাবাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ) আমাকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখাব না? আমি বললাম, অবশ্যই। তখন তিনি বললেন, এই কালো রঙের মহিলাটি, সে নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসেছিল। তারপর সে বলল, আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং এ অবস্থায় আমার লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে যায়। সুতরাং আপনি আমার জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করুন। নবী (ছাঃ) বললেন, তুমি যদি চাও ধৈর্যধারণ করতে পার। তোমার জন্য জান্নাত আছে। আর তুমি যদি চাও, তাহ'লে আমি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করি, যেন তোমাকে আরোগ্য করেন। স্ত্রীলোকটি বলল, আমি ধৈর্যধারণ করব। কিন্তু সাথে এ আবেদনও করছি যে, এ রোগে আক্রান্ত হ'লে আমার সতর খুলে যায়। আপনি আমার জন্য দো'আ করুন যাতে আর সতর না খুলে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য এ দো'আ করলেন'।[২৬]

৩২. অন্ধত্বের উপর ধৈর্যধারণ করা : অন্ধত্ব আল্লাহ্র এক কঠিন পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করবে আল্লাহ তাকে তার অন্ধত্বের বিনিময়ে জান্নাত দান করবেন। আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ বলেন, إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَعَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ আমি যখন আমার কোন প্রিয় বান্দাকে তার দু'টি প্রিয় অঙ্গ (চোখ দ্বারা) পরীক্ষা করি, আর সে তাতে ধৈর্যধারণ করে তখন এর বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দান করি'।[২৭]

৩৩. কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে দূর করা : একজন মুমিনের উচিত অন্য ভাইয়ের কষ্টকে দূর করে দেওয়া। বিপদে-

২০. *তিরমিযী হা/২৪০৭; মিশকাত হা/৪৮৩৮।*
২১. *মুসলিম হা/২৫৬৯;* মিশকাত হা/১৫২৮।
২২. *তিরমিযী হা/৯৬৯; আবুদাঊদ হা/৩০৯৮; মিশকাত হা/১৫৫০।*
২৩. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫২২।*
২৪. *তিরমিযী হা/২০০৮; ছহীহুত তারগীব হা/২৫৭৮।*
২৫. *মুসলিম হা/২৫৬৮; ইবনু হিব্বান হা/২৯৫৭; আহমাদ হা/২২৪৯৮।*
২৬. *বুখারী হা/৫৬৫২; মুসলিম হা/২৫৭৬।*
২৭. *বুখারী হা/৫৬৫৩; মিশকাত হা/১৫৪৯।*

আপদে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ– ‘যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুনিয়াতে কোন কষ্টকে দূর করে দিবে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার কষ্টমূহের কোন একটি কষ্টকে দূর করে দিবেন’।[২৮]

একজন প্রকৃত মুসলিম কাউকে কষ্ট দিবে না এটা তার ঈমানী দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হ’ল তাওহীদের ঘোষণা *‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’* অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং সর্বনিম্ন হ’ল রাস্তা হ’তে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা’।[২৯]

এই ঈমানী দায়িত্ব নিয়ে কোন মুমিন যদি মানুষের কষ্টকর চলার পথকে সহজ করে দেয় তাহ’লে যে জান্নাত লাভ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الشَّجَرَةَ كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَطَعَهَا فَدَخَلَ الْجَنَّةَ– ‘একটি গাছ মুসলমানদেরকে কষ্ট দিচ্ছিল। তখন এক ব্যক্তি এসে তা কেটে দিল। এর বিনিময়ে সে জান্নাত লাভ করল’।[৩০]

৩৪. সৎকর্মে অবিচল ব্যক্তি : জান্নাতী ব্যক্তিদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ’ল তারা সর্বদা সৎকর্মের উপর দৃঢ় থাকবে। কখনো সৎআমলের সাথে শিরক ও বিদ‘আত মিশ্রিত করবে না। প্রকাশ্য ও গোপন শিরক হ’তে মুক্ত থেকে নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাস এবং শরী‘আত অনুমোদিত নেক আমল করবে। আল্লাহ বলেন, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا– ‘অতএব যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাৎ কামনা করে। সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে’ *(কাহফ ১৮/১১০)*।

৩৫. প্রার্থনায় ধৈর্যধারণকারী : যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতে হবে। সেই সাথে চাওয়া বিষয় পাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করা যাবে না; বরং ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে হবে। আল্লাহ বলেন, ‘আর যারা এই বলে প্রার্থনা করে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদের মাধ্যমে চক্ষুশীতলকারী বংশধারা দান কর এবং আমাদেরকে আল্লাহভীরুদের জন্য আদর্শ বানাও। তাদেরকে তাদের ধৈর্যের প্রতিদানস্বরূপ জান্নাতের কক্ষ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে সেখানে অভ্যর্থনা দেওয়া হবে অভিবাদন ও সালাম সহকারে’ *(ফুরক্বান ২৫/৭৫-৭৬)*।

৩৬. নবী, শহীদ, ছিদ্দীক (সত্যবাদী) ও নবজাত শিশু : নবী, শহীদ, ছিদ্দীক, মৃত্যুবরণকারী নবজাতক শিশু ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতকারী জান্নাতী হবে। কা‘ব বিন উজরা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমি কি জান্নাতী পুরুষদের কথা তোমাদেরকে বলব না? নবী, শহীদ, ছিদ্দীক, মৃত্যুবরণকারী নবজাতক শিশু, দূর থেকে স্বীয় মুসলিম ভাইকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দেখতে আসে এমন ব্যক্তি জান্নাতী’।[৩১]

৩৭. ৪টি গুণ বিশিষ্ট নারী : ৪টি গুণ বিশিষ্ট নারী জান্নাতে প্রবেশ করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ شَاءَتْ ‘যে মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করে, স্বীয় লজ্জাস্থানের হেফাযত করে, স্বামীর আনুগত্য করে সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশী প্রবেশ করবে’।[৩২]

৩৮. স্বামী ভক্ত ও অধিক সন্তান জন্মদানে কষ্ট সহ্যকারী নারী : কা‘ব বিন উজরা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِنِسَائِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ اَلْوَلُوْدُ الْوَدُوْدُ الَّتِيْ إِذَا ظَلَمَتْ هِيْ أَوْ ظُلِمَتْ قَالَتْ : هَذِهِ يَدِيْ فِيْ يَدِكَ، لَا أَذُوْقُ غَمَضًا حَتَّى تَرْضَى ‘আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী মহিলাদের ব্যাপারে অবগত করব না? স্বীয় স্বামী ভক্ত, অধিক সন্তান প্রসবে ধৈর্যধারণকারিণী, ঐ পবিত্রা নারী যে তার স্বামীর অত্যাচারে ধৈর্যধারণ করে বলে যে, আমার হাত তোমার হাতে; আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষান্ত হব না, যতক্ষণ না তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হও’।[৩৩]

৩৯. অনিচ্ছাকৃত গর্ভপাত হওয়াতে ধৈর্যধারণকারিণী মহিলা : যে নারী অনিচ্ছাকৃত ও অকালে গর্ভপাত হওয়াতে ধৈর্যধারণ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ক্বিয়ামতের দিন বাচ্চাটি তার মাকে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে। মু‘আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ ‘ঐ সত্ত্বার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। অনিচ্ছাকৃত গর্ভপাতের মাধ্যমে ভূমিষ্ঠ বাচ্চা, তার মায়ের নাভিরজ্জু ধরে টেনে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তবে এ শর্তে যে, ঐ মহিলা ছওয়াবের আশায় তাতে ধৈর্যধারণ করেছিল’।[৩৪]

৪০. শিশু সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারিণী : বিপদে ধৈর্যধারণ করার কোন বিকল্প নাই। তবে কিছু কিছু বিপদ এমন আছে, যেগুলোর উপর ধৈর্যধারণ করা খুবই কষ্টকর ও কঠিন। যেমন সন্তানের মৃত্যুবরণ। তারপরও যে ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চার মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করবে, তার জন্য জান্নাত

---

২৮. আবুদাঊদ হা/৪৯৪৬; তিরমিযী হা/১৯৩০; ইবনু মাজাহ হা/২২৫।
২৯. বুখারী হা/৯; মুসলিম হা/৩৫; মিশকাত হা/৫।
৩০. বুখারী হা/৬৫২; মুসলিম হা/১৯১৪।
৩১. সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮৭।
৩২. ইবনু হিব্বান হা/৪১৬৩।
৩৩. ছহীহুল জামে‘ হা/২৬০৪; সিলসিলা ছহীহহা হা/৩৩৮০।
৩৪. ইবনু মাজাহ হা/১৬০৯; ছহীহুত তারগীব হা/২০০৮।

রয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদল আনছারী মহিলাকে লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إِلَّا دَخَلَتْ الْجَنَّةَ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَوْ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَوْ اثْنَيْنِ- 'তোমাদের মধ্যে যার তিনটি সন্তান মৃত্যুবরণ করে, আর সে তাতে ছওয়াবের আশা নিয়ে ধৈর্যধারণ করে সে জান্নাতী হবে। তাদের মধ্যে এক মহিলা জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি দু'জন মৃত্যুবরণ করে? তিনি বললেন, দু'জন মৃত্যুবরণ করলেও'।[৩৫]

৪১. কন্যা সন্তান লালন-পালনকারী : দুই বা দুইয়ের অধিক কন্যাকে লালন-পালন করে সুশিক্ষা দানকারী এবং বালেগা হওয়ার পর তাদেরকে সু-পাত্রে পাত্রস্থকারী ব্যক্তি জান্নাতী হবে। আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ 'যে ব্যক্তি দুইজন কন্যাকে তাদের প্রাপ্তবয়স্কা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করল, ক্বিয়ামতের দিন আমি ও ঐ ব্যক্তি এভাবে একত্রে উপস্থিত হব। একথা বলে তিনি তাঁর দুই আঙ্গুলকে একত্রিত করে দেখালেন'।[৩৬]

৪২. ইয়াতীম লালন-পালনকারী : ইয়াতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে যাবে। শুধু তাই না ইয়াতীমের লালন-পালনকারী জান্নাতে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইয়াতীমের লালন-পালনকারী তার আত্মীয় হোক আর অনাত্মীয় হোক আমি জান্নাতে এ দুই আঙ্গুলের ন্যায় এ বলে তিনি তাঁর দুই আঙ্গুলকে একত্রিত করে দেখালেন যে এভাবে এক সাথে থাকব'।[৩৭] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِى الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا 'আমি এবং ইয়াতীমকে লালন-পালনকারী ব্যক্তি জান্নাতে কাছাকাছি থাকব এবং তার শাহাদাত অঙ্গুল এবং মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয় একত্রিত করে ইঙ্গিত করলেন এবং দুইয়ের মাঝে একটু ফাঁক করলেন'।[৩৮]

৪৩. অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তি : অন্যায়ভাবে বা নির্যাতিত হয়ে যদি কোন ব্যক্তি নিহত হয়, তাকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাত দান করবেন। যেমন- কোন ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে অন্যায়ভাবে নিহত হ'ল, তাকেও জান্নাত দান করা হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ مَظْلُومًا فَلَهُ الْجَنَّةُ 'যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে অন্যায়ভাবে নিহত হ'ল সে জান্নাতী'।[৩৯]

৪৪. কর্য প্রদানকারী : কর্য বা ঋণ প্রদানের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। এজন্য সম্পদশালী ব্যক্তিদের উচিত বেশী বেশী ঋণ প্রদান করা। অসহায় মানুষের পাশে থেকে দয়ার হাতকে বাড়িয়ে দেয়া। যাতে করে গরীব মানুষেরা সূদমুক্ত জীবন যাপন করতে পারে।

ঋণ প্রদানকারীর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখল জান্নাতের দরজায় লেখা আছে দানের নেকী দশ গুণ, আর কর্য প্রদানের নেকী আঠারো গুণ'।[৪০] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা ঋণ ক্ষমা করে দিবে আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হ'তে মুক্তি দিবেন'।[৪১] আবু ইয়াসার (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللهُ فِى ظِلِّهِ 'যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা ঋণ মাফ করে দিবে আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন রহমতের এক বিশেষ ছায়া দান করবেন'।[৪২] তবে ঋণ গ্রহীতার উচিত, ঋণ পরিশোধ করতে সমর্থ হ'লেই তা পরিশোধ করা। কোন ভাবে ঋণ পরিশোধে বাহানা করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَطْلُ الْغَنِىِّ ظُلْمٌ 'ঋণ পরিশোধে বাহানাকারী যালেমের অন্তর্ভুক্ত'।[৪৩]

---

৩৫. মুসলিম হা/২৬৩২; মিশকাত হা/১৭৩০।
৩৬. মুসলিম হা/২৬৩১; মিশকাত হা/৪৯৫০।
৩৭. মুসলিম হা/২৯৮৩।
৩৮. বুখারী হা/৫৩০৪; ছহীহুত তারগীব হা/২৫৪১।
৩৯. নাসাঈ হা/৪০৮৬; আহমাদ হা/৭০৮৪।
৪০. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৮১।
৪১. মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৩।
৪২. মুসলিম হা/৩০০৬; মিশকাত হা/২৯০৪।
৪৩. বুখারী হা/২৪০০; মুসলিম হা/৫১৬৪।

৪৫. মসজিদ নির্মাণ করা : পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থান হ'ল মসজিদ। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ঘর মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ বানাবে আল্লাহ তার জন্য অনুরূপ একটি ঘর জান্নাতে নির্মাণ করবেন'।[৪৪]

৪৬. আযানের উত্তর প্রদানকারী : মুওয়ায্যিন যখন আযান দেন তখন তার উত্তর প্রদান করা অত্যন্ত নেকীর কাজ। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাভীতির সাথে আযানের উত্তর দেয় তাহ'লে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন মুওয়ায্যিন বলে, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' যদি তোমাদের কেউ বলে, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' অতঃপর যখন মুওয়ায্যিন বলে, 'আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সেও বলে, 'আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', মুওয়ায্যিন বলে, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' সেও বলে, 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ', এরপর মুওয়ায্যিন বলে, 'হাইয়া আলাছ ছালাহ' সেও বলে, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ', পুনরায় যখন মুওয়ায্যিন বলে, 'হাইয়া আলাল ফালাহ' সে বলে, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ', পরে যখন মুওয়ায্যিন বলে, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' সেও বলে, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'। অতঃপর যখন মুওয়ায্যিন বলে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', সেও বলে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আর এই বাক্যগুলো মনে প্রাণে ভয়-ভীতি নিয়ে বলে, তাহ'লে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৪৫]

৪৭. সকাল-সন্ধ্যায় সাইয়িদুল ইস্তেগফার পাঠ করা : যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় সাইয়িদুল ইস্তেগফার পাঠ করবে এবং সেদিন বা রাতে মৃত্যুবরণ করবে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। সাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই দো'আ পাঠ করবে, اللهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ 'হে আল্লাহ! তুমি আমার পালনকর্তা। তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার দাস। আমি আমার সাধ্যমত তোমার নিকটে দেওয়া অঙ্গীকারে ও প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ'তে তোমার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি আমার উপরে তোমার দেওয়া অনুগ্রহকে স্বীকার করছি এবং আমি আমার গোনাহের স্বীকৃতি দিচ্ছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কেউ নেই'। সে যদি দিনে পাঠ করে রাতে মারা যায় কিংবা রাতে পাঠ করে দিনে মারা যায়, তাহ'লে সে জান্নাতী হবে'।[৪৬]

৪৮. সূরা ইখলাছের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনকারী : সূরা ইখলাছের মাঝে তাওহীদের মর্মবাণী লুকিয়ে আছে। এজন্য সূরা ইখলাছের প্রতি ভালবাসার গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এই সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ বললেন, إِنَّ حُبَّكَ إِيَّاهَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ 'উহার প্রতি তোমার ভালোবাসা তোমাকে জান্নাতে পৌঁছে দেবে'।[৪৭]

৪৯. সূরা মুলক পাঠ করা : সূরা মুলক তেলাওয়াতকারী কবরের আযাব থেকে মুক্তি লাভ করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রতি রাতে তাবারাকাল্লাযী অর্থাৎ সূরা মুলক পড়বে, এর জন্য আল্লাহ তাকে কবরের আযাব থেকে মুক্ত রাখবেন।[৪৮]

৫০. তাসবীহ পাঠ করা : তাসবীহ মুমিনের হৃদয় জগৎকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে। তাসবীহ পাঠের মাধ্যমে একজন মুমিন গুনাহ মুক্ত হয়ে যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার বলবে, سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াবিহামদিহী (অর্থাৎ আল্লাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে) তার গুনাহসমূহ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্র ফেনার ন্যায় অধিক হয়।[৪৯] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমার নিকট সমস্ত পৃথিবী অপেক্ষাও প্রিয়তর হচ্ছে, سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ 'সুবহানাল্লাহ, আলহাম দু লিল্লা-হ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ও আল্লাহু আকবার' বলা।[৫০] উপর্যুক্ত তাসবীহগুলো ছাড়াও আরও অনেক তাসবীহ রয়েছে যা নিয়মিত আমল করলে গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়া যায়। যা জান্নাতের পথকে সুগম করে।

উপসংহার : একজন মানুষের জীবন তখনই স্বার্থক হবে যখন সে জান্নাতুল ফেরদাউস লাভে ধন্য হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উপর্যুক্ত বিষয়গুলো যথাযথ পালনের মাধ্যমে জান্নাতের উচ্চ মাকাম লাভের তাওফীক দান করুন।- আমীন!

[লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি]

---

৪৪. বুখারী হা/৪৫০; মুসলিম হা/৫৩৩।
৪৫. মুসলিম হা/৩৮৫; মিশকাত/৬৫৮।
৪৬. বুখারী হা/৬৩০৬; আবুদাঊদ হা/৫০৭০; মিশকাত হা/২৩৩৫।
৪৭. তিরমিযী হা/২৯০১; মিশকাত হা/২১৩০।
৪৮. হাকেম, ছহীহুত তারগীব হা/১৫৮৯, সনদ হাসান।
৪৯. বুখারী হা/৬৪০৫; মুসলিম হা/২৬৯১; মিশকাত হা/২২৯৬।
৫০. মুসলিম ২৬৯৫; তিরমিযী ৩৫৯৭; মিশকাত হা/২২৯৫।

আমল বিনষ্টকারী পাপসমূহ

-আসাদ বিন আব্দুল আযীয

উপস্থাপনা : মহান আল্লাহ মানবজাতিকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন *(যারিয়াত-৫৬)*। আর ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাতে যাওয়ার চেষ্টা করাই প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য। তথাপি এমন কিছু পাপ কর্ম রয়েছে যা একজন ব্যক্তির সৎআমলগুলোকে বিনষ্ট করে দেয়। সুতরাং প্রত্যেকেরই আমল বিনষ্টকারী পাপসমূহ জানা ও সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যক। আলোচ্য প্রবন্ধে সে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হ'ল।

১. কুফরী : 'কুফর' অর্থ ঢেকে দেওয়া। পারিভাষিক অর্থ- আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত ইসলামী শরী'আতকে অস্বীকার করা। যার বিপরীত হ'ল ঈমান। সুতরাং কুফরী একটি মারাত্মক পাপ। আর সেটা হ'তে পারে ব্যক্তির কথা বা আমলের মাধ্যমে। জেনে রাখা আবশ্যক যে, কুফরী দুই প্রকার।

ক. কুফরে আকবার : যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'কুফরে আকবার হ'ল আল্লাহ ও রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করা অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা বা সংশয় রাখা অথবা আল্লাহ কিংবা রাসূল (ছাঃ)-কে অস্বীকার করা'।[১]

খ. কুফরে আছগার : যা দ্বীন ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ– 'মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী ও পরস্পরে যুদ্ধ করা কুফরী'।[২] এই কুফরী অর্থ মহাপাপ। যা তওবা ব্যতীত মাফ হয় না।

কুফরীকর্ম মরীচিকা তুল্য : আল্লাহ সুবাহানাহু তা'আলা কুফরী কর্মকে মরীচিকার সাথে তুলনা করে বলেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ– 'পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাসী, তাদের কর্মসমূহ মরুভূমির বুকে মরীচিকা সদৃশ। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যাকে পানি মনে করে। অবশেষে যখন সে তার নিকটে আসে, তখন সেখানে কিছুই পায় না। কিন্তু আল্লাহকে পায়। অতঃপর আল্লাহ তার পূর্ণ কর্মফল দিয়ে দেন। অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষেপ করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী' *(নূর ২৪/৩৯)*।

কুফরীকর্ম ছাই তুল্য : আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কাফেরদের কর্ম ছাইয়ের সাথে তুলনা করেছেন। প্রচণ্ড বাতাস হ'লে ছাইয়ের অস্তিত্ব যেমন খুঁজে পাওয়া যায় না। তদ্রুপ কুফরী করলে সৎআমল খুঁজে পাওয়া যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ– 'যারা তাদের পালনকর্তাকে অস্বীকার করে, তাদের সৎকর্ম সমূহ হ'ল ছাইয়ের মত, ঝড়ের দিনের প্রচণ্ড বায়ু যাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তারা যা উপার্জন করে তার কিছুই তাদের কাজে লাগাতে পারে না। আর এটাই হ'ল তাদের সুদূর ভ্রষ্টতা' *(ইব্রাহীম ১৪/১৮)*।

কুফরী আমল বিনষ্ট করে : ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'কুফরী ছাড়া আমল বিনষ্ট হয় না। যে ব্যক্তি ঈমান নিয়ে মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যদিও সে নেকীর অধিক পাপ হওয়ার কারণে জাহান্নামে যায়। আর যদি তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। তাহ'লে সে কখনই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না'।[৩] নিম্নে কয়েকটি কুফরী তুলে ধরা হ'ল যা পূর্ববর্তী আমলকে বিনষ্ট করে দেয়।

(ক) ঈমানকে অস্বীকার করা : ঈমানকে অস্বীকার করা 'কুফর আকবার' যার মাধ্যমে আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ– 'আর যে ব্যক্তি ঈমানকে অস্বীকার করে, তার আমল নিষ্ফল হবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(মায়েদাহ ৫/৫)*।

(খ) আল্লাহ্র আয়াত সমূহ ও তাঁর সাক্ষাৎকে অস্বীকার করা : যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাঁর প্রেরিত রাসূল ও তাঁদের উপর আনীত কিতাবকে অস্বীকার করে এবং পরকালীন জীবনে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে তারা কুফরী করে। তাদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا– 'ওরা হ'ল তারাই, যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করে। ফলে তাদের সকল কর্ম নিস্ফল হয়ে যায়। ক্বিয়ামতের দিন আমরা তাদের জন্য দাঁড়িপাল্লা খাঁড়া করব না' *(কাহাফ ১৮/১০৫)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللهَ

---

১. *মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৩৩৫ পৃ.।*
২. *বুখারী হা/৪৮; মুসলিম হা/৬৪; মিশকাত হা/৪৮১৪।*
৩. *আছ-ছারেমুল মাসলূল, ৫৫ পৃ.।*

شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ– ‘নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে ও মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিরত রাখে এবং তাদের নিকট হেদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরেও রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা কখনোই আল্লাহ্র কোনরূপ ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সত্বর তাদের সকল কর্ম বিনষ্ট করবেন’ *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩২)*।

২. শিরক : شرك অর্থ শরীক করা। পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ্র সত্তা অথবা গুণাবলীর সাথে অন্যকে শরীক করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিরকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهْوَ خَلَقَكَ ‘আল্লাহ্র জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করা, অথচ তিনি (আল্লাহ) তোমাকে সৃষ্টি করেছেন’।[৪] শিরকের সংজ্ঞায় আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, ‘শিরক হ’ল আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ গ্রহণ করা এবং তাকে আল্লাহ্র মত ভালবাসা’।[৫]

শিরক সর্বাধিক ভয়ানক পাপ : মহান আল্লাহ বলেন, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ‘আর আমরা সেদিন তাদের কৃতকর্মসমূহের দিকে মনোনিবেশ করব। অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব’ *(ফুরক্বান ২৫/২৩)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘একদিন আমরা মাসীহ-দাজ্জাল সম্পর্কে একে অপরের মাঝে আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের কাছে এসে বললেন, সাবধান! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যাপারে অবগত করব না যা আমার নিকট তোমাদের জন্য মাসীহ-দাজ্জাল হ’তেও অধিক ভয়ানক? আমরা বললাম, হ্যা, বলুন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, তা হ’ল গোপনীয় শিরক অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ছালাতে দাঁড়িয়ে এজন্য ছালাতকে দীর্ঘায়িত করে যে, তার ছালাত কোন ব্যক্তি দর্শন করছে’।[৬]

মাকিল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, ‘আমি আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর সাথে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনি বলেন, হে আবু বকর! নিশ্চয় শিরক পিপীলিকার পদচারণা থেকেও সন্তর্পণে তোমাদের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। আবু বকর (রাঃ) বলেন, কারও আল্লাহ্র সাথে অপর কিছুকে ইলাহরূপে গণ্য করা ছাড়াও কি শিরক আছে? নবী করীম (ছাঃ) বলেন, সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! শিরক পিপীলিকার পদধ্বনির চেয়েও সূক্ষ্ম। আমি কি তোমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দেব না, তুমি যা বললে শিরকের অল্প ও বেশী সবই দূর হয়ে যাবে? তিনি বলেন, তুমি বল, اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا أَعْلَمُ– ‘হে আল্লাহ! আমি সজ্ঞানে তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই এবং যা আমার অজ্ঞাত তা থেকেও তোমার কাছে ক্ষমা চাই’।[৭]

শিরক আমল বিনষ্ট করে : কোন ব্যক্তি শিরকে আকবারে লিপ্ত হ’লে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে এবং তার সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ– ‘তবে যদি তারা শিরক করত, তাহ’লে তাদের সব কাজকর্ম নিস্ফল হয়ে যেত’ *(আন‘আম ৬/৮৮)*।

মহান আল্লাহ বলেন, مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ– ‘মুশরিকরা আল্লাহ্র মসজিদসমূহ আবাদ করার অধিকার রাখে না, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে। ওদের সকল আমল বরবাদ হয়েছে এবং ওরা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে’ *(তওবাহ ৯/১৭)*।

মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ– ‘অথচ নিশ্চিতভাবে তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের (নবীদের) প্রতি (তাওহীদের) প্রত্যাদেশ করা হয়েছে। অতএব যদি তুমি শিরক কর, তাহ’লে তোমার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ *(যুমার ৩৯/৬৫)*।

৪. বুখারী হা/৪৪৪৭।
৫. মাদারেজুস সালেকীন ১/৩৩৯; মাসিক আল-বায়ান, সংখ্যা ৬৯, নভেম্বর ১৯৯৭।
৬. ইবনু মাজাহ হা/৪২০৪; মিশকাত হা/৫৩৩৩; ছহীহুত তারগীব হা/৩০।
৭. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭১৬; আহমাদ হা/১৯৬২২; ছহীহুত তারগীব হা/৩৬।

৩. নিফাক্ব : নিফাক্ব কুফরীর মত। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, নিফাক্ব কুফরীর মতই। বড় নিফাক্ব ও ছোট নিফাক্ব। এ কারণেই অধিকাংশ সময়ে বলা হয়ে থাকে, কোন কুফরী আছে যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় আবার কোনটা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে না। অনুরূপভাবে নিফাক্বও দু ধরনের, যথা- নিফাক্বে আকবর বা বড় নিফাক, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। নিফাক্বে আছগর বা ছোট নিফাক যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে না'।[৮]

নিফাক্বের পরিণতি : নিফাক্বী কর্মের পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ– 'যেসব লোকেরা তাদের কৃতকর্মে খুশী হয় এবং তারা যা করেনি এমন কাজে প্রশংসা পেতে চায়, তুমি ভেব না যে, তারা শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক আযাব' *(আলে ইমরান ৩/১৮৮)*।

নিফাক্বী আমল বিনষ্ট করে : মহান আল্লাহ বলেন, أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا– 'তারা তোমাদের ব্যাপারে ঈর্ষাবোধ করে। অতঃপর যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন তুমি দেখবে যে, মৃত্যুভয়ে হুঁশহারা ব্যক্তির মত এদিক-ওদিক চোখ ঘুরিয়ে তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে। অতঃপর যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যায় তখন তারা গণীমতের লোভে তোমাদেরকে তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। ওরা ঈমান আনেনি। তাই আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিস্ফল করে দিয়েছেন। আর এটা আল্লাহ্র জন্য খুবই সহজ' *(আহযাব ৩৩/১৯)*।

মহান আল্লাহ বলেন, وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ– 'আর মুসলমানেরা বলবে, আরে এরাই তো তারা যারা আল্লাহ্র নামে দৃঢ় শপথ করত যে তারা তোমাদের সাথেই আছে। বস্তুতঃ তাদের সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হ'ল। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল' *(মায়েদাহ ৫/৫৩)*।

৪. আল্লাহ্র অবতীর্ণ বিষয়কে অপসন্দ করা : আমল বিনষ্টকারী অন্যতম একটি নিকৃষ্ট কর্ম হ'ল আল্লাহ্র অবতীর্ণ বিষয়কে অপসন্দ করা। মহান আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ– 'এটা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তারা তা পসন্দ করে না। ফলে তিনি তাদের সকল কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৯)*।

৫. আল্লাহ্ যা পছন্দ করেন তা অপসন্দ না করা : আমল বিনষ্টকারী অপর নিকৃষ্টকর্ম হ'ল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির বিষয়কে অপসন্দ করা। মহান আল্লাহ বলেন, ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ 'এটা এজন্য যে, যে কাজ আল্লাহকে ক্রুদ্ধ করে, তারা সেই কাজের অনুসরণ করে। আর তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। ফলে তিনি তাদের সকল কর্ম নিস্ফল করে দেন' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৮)*।

৬. আহলে কিতাবদের মত পথভ্রষ্ট হওয়া : কোন ব্যক্তি যদি আহলে কিতাবদের মত পথভ্রষ্ট হয় তাহ'লে তার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ– 'তোমাদের অবস্থা তোমাদের পূর্বেকার লোকদের ন্যায়। তারা তোমাদের চাইতে অধিক শক্তিশালী ছিল এবং অধিক ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির মালিক ছিল। তারা তাদের অংশ মত ভোগ করেছে। অতঃপর তোমরাও তোমাদের অংশ মত ভোগ করছ, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা তোমাদের পূর্বে ভোগ করেছে। আর তোমরাও খেল-তামাশায় মত্ত রয়েছ যেমন তারাও খেল-তামাশায় মত্ত থাকত। দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট হয়েছে। আর তারাই হ'ল ক্ষতিগ্রস্ত' *(তাওবাহ ৯/৬৯)*।

উম্মতে মুহাম্মাদী যে পূর্ববর্তী উম্মতের হুবহু পদাঙ্ক অনুসরণ করবে সে বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ آلْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: فَمَنْ– 'অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির পথ অনুসরণ করবে বিঘত-বিঘত এবং হাত-হাত (সম) পরিমাণ। এমনকি তারা যদি সাপের গর্তে প্রবেশ করে, তাহ'লে তোমরাও তাদের পিছনে পিছনে যাবে। ছাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি ইহুদী ও নাছারাদের অনুকরণের কথা বলছেন'? তিনি বললেন, তবে আবার কার?[৯]

অপর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আবু ওয়াক্বেদ আল-লাইছী বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে আমরা হুনাইনের পথে বের

৮. *মাজমু'উল ফাতাওয়া ৭/৫২৪ পৃ.।*

৯. *বুখারী হা/৩৪৫৬; মুসলিম হা/২৬৬৯; মিশকাত হা/৫৩৬১।*

হ'লাম। তখন আমরা কুফরের নিকটবর্তী (সদ্য নও-মুসলিম) ছিলাম। মক্কা বিজয়ের দিন মুসলিম হয়েছিলাম। (পথে) মুশরিকদের একটি কুল গাছ ছিল; যার নিকটে ওরা ধ্যানমগ্ন হ'ত এবং (বরকতের আশায়) তাদের অস্ত্র-শস্ত্রকে তাতে ঝুলিয়ে রাখত; যাকে 'যা-তে আনওয়াত্ব' বলা হ'ত। সুতরাং একদা আমরা সে কুল গাছের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। (তা দেখে) আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের জন্য একটি 'যা-তে আনওয়াত্ব' করে দিন যেমন ওদের রয়েছে। (তা শুনে) তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! তোমরা সেই কথাই বললে, যে কথা বনু ইস্রাঈল মূসাকে বলেছিল, اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ 'আমাদের জন্য একটা দেবতা গড়ে দিন, যেমন ওদের অনেক দেবতা রয়েছে' *('আরাফ ৬/১৩৮)*! তোমরাও তো সেরূপ কথা বললে, সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় তোমরা ঐ সকল লোকদের পথ অনুকরণ করে চলবে, যারা তোমাদের আগে অতীত হয়ে গেছে'।[১০]

৭. রাসূলের বিরোধিতা করা : রাসূলের প্রতিটি নির্দেশনা মুমিন ব্যক্তির জন্য শিরোধার্য। এতে কারও ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই। আল্লাহ বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ- 'আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে তাদের নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই' *(আহযাব ৩৩/৩৬)*।

সুতরাং কোনভাবে যদি রাসূলের বিরোধিতা করা হয় তাহ'লে তার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا- 'আর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করে সুপথ স্পষ্ট হওয়ার পর এবং মুমিনদের বিপরীত পথে চলে, আমরা তাকে ঐদিকেই ফিরিয়ে দেই যেদিকে সে যেতে চায় এবং তাকে আমরা জাহান্নামে প্রবেশ করাবো। আর সেটা অতীব নিকৃষ্ট ঠিকানা' *(নিসা ৪/১১৫)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ- 'নিশ্চয়ই যারা কুফরী করে ও মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিরত রাখে এবং তাদের নিকট হেদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাবার পরেও রাসূলের বিরোধিতা করে, তারা কখনোই আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সত্বর তাদের সকল কর্ম বিনষ্ট করে দিবেন' *(মুহাম্মাদ ৪৭/৩২)*।

রাসূল (ছাঃ) হ'লেন সর্বাবস্থায় অনুকরণীয় ব্যক্তি। তিনি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে যা প্রাপ্ত হয়েছেন তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। কুরআনের ভাষায়, وَمَاآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، 'আর রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও' *(হাশর ৫৯/৭)*।

সুতরাং কথা বা কাজ কোনভাবেই রাসূলের সাথে বেআদবী করা যাবেনা; অন্যথায় সকল আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ- 'হে মুমিনগণ! তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু কর না এবং তোমরা পরস্পরে যেভাবে উঁচুস্বরে কথা বল, তার সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল না। এতে তোমাদের কর্মফলসমূহ বিনষ্ট হবে। অথচ তোমরা বুঝতে পারবে না' *(হুজুরাত ৪৯/২)*।

৮. আল্লাহ্র উপর ও তাঁর আয়াতসমূহের উপর মিথ্যারোপ করা : আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করা হ'ল বড় যুলুম। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় কিংবা তাঁর আয়াতসমূহে মিথ্যারোপ করে, তার চেয়ে বড় যালেম আর কে আছে? নিশ্চয়ই যালেমরা কখনো সফলকাম হয় না' *(আন'আম ৬/২১)*।

আল্লাহ্র উপর ও তাঁর আয়াত বা নিদর্শনসমূহে মিথ্যারোপের নানাবিধ পরিণতি রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল আমল বিনষ্ট হয়ে যাওয়া। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ- 'যারা আমাদের আয়াত সমূহে এবং আখেরাতে (আমার সাথে) সাক্ষাৎ লাভে মিথ্যারোপ করে, তাদের সকল আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। তারা তো কেবল তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ীই বদলা পাবে' *(আ'রাফ ৭/১৪৭)*।

৯. দ্বীন ত্যাগ : দ্বীন ত্যাগ দ্বারা ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে যায়। ফলে তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। এসম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ- 'আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বধর্ম ত্যাগ করবে, অতঃপর কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে। তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে এবং সেখানেই চিরকাল থাকবে' *(বাক্বারাহ ২/২১৭)*।

১০. তিরমিযী হা/২৩৮০; ইবনু হিব্বান হা/৬৭০২; মিশকাত হা/৫৪০৮।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ– ‘বলে দাও, তবে কি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর আয়াতসমূহকে নিয়ে এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে উপহাস করছিলে’? ‘তোমরা কোন ওযর পেশ কর না। তোমরা অবশ্যই কুফরী করেছ ঈমান আনার পরে’ *(তাওবাহ ৯/৬৫-৬৬)*।

১০. ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে হত্যাকারী : মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পর সমাজ সংস্কারের জন্য আর কোন নবী আসবেন না। তবে সমাজ সংস্কারের জন্য ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির আগমন ঘটবে। সুতরাং এই ব্যক্তিকে যদি হত্যা করা হয় তাহ’লে হত্যাকারীর আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ– أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ– ‘নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে ও অন্যায়ভাবে নবীগণকে হত্যা করে এবং লোকদের মধ্যে যারা ন্যায়ের আদেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে, তুমি তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও’। ‘এরাই হ’ল সেই সব লোক, দুনিয়া ও আখেরাতে যাদের সকল আমল বরবাদ হয়ে গেছে। আর তাদের কোন সাহায্যকারী নেই’ *(আলে ইমরান ৩/২১-২২)*।

১১. পার্থিব জীবনে জাঁকজমক কামনাকারী : দুনিয়ায় মুমিন ব্যক্তির জীবন কণ্টকাকীর্ণ। যদি কোন ব্যক্তি দুনিয়ার মোহে পড়ে যায় তাহ’লে তার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ– أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ– ‘যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার জাঁকজমক কামনা করে, আমরা তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফল দুনিয়াতেই পূর্ণভাবে দিয়ে দেব। সেখানে তাদের কোনই কমতি করা হবে না’। ‘এরা হ’ল সেইসব লোক যাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া কিছুই নেই। দুনিয়াতে তারা যা কিছু (সৎকর্ম) করেছিল আখেরাতে তা সবটাই বরবাদ হবে এবং যা কিছু উপার্জন তারা করেছিল সবটুকুই বিনষ্ট হবে’ *(হূদ ১১/১৫-১৬)*।

আমর ইবনু আওফ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُلْهِيَكُمْ كَمَا أَلْهَتْهُمْ– ‘আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের সম্পর্কে দারিদ্রতার ভয় করি না; কিন্তু আমি ভয় করি যে, তোমাদের ওপর দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেয়া হবে যেমনি প্রশস্ত করে দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। আর তোমরা তা লাভ করার জন্য ঐরূপ প্রতিযোগিতা করবে যেরূপ তারা এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করেছিল। ফলে এটা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে যেরূপ তাদেরকে ধ্বংস করেছিল’।[১১]

তবে যদি কোন ব্যক্তি অঢেল সম্পদ অর্জন করার পরেও সেখান থেকে আল্লাহর পথে ব্যয়, ইয়াতীম-মিসকীনদের সাহায্য সহযোগিতা করে তাহ’লে সে ব্যক্তি সফলকাম হবে। হাদীছে এসেছে, আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত যে, ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বারে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি আমার পর তোমাদের জন্য ভয় করি এ ব্যাপারে যে, তোমাদের জন্য দুনিয়ার কল্যাণের (মঙ্গলের) দরজা খুলে দেয়া হবে। তারপর তিনি দুনিয়ার নে‘মতের উল্লেখ করেন। এতে তিনি প্রথমে একটির কথা বলেন, পরে দ্বিতীয়টির বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! কল্যাণও কি অকল্যাণ বয়ে আনবে? তিনি নীরব রইলেন। আমরা বললাম, তাঁর উপর অহী নাযিল হচ্ছে। সমস্ত লোকও এমনভাবে নীরবতা অবলম্বন করল, যেন তাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুখের ঘাম মুছে বললেন, এখনকার সেই প্রশ্নকারী কোথায়? তা কী কল্যাণকর? তিনি তিনবার এ কথাটি বললেন। কল্যাণ কল্যাণই বয়ে আনে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বসন্তকালীন উদ্ভিদ (পশুকে) ধ্বংস অথবা ধ্বংসোন্মুখ করে ফেলে। কিন্তু যে পশু সেই ঘাস এই পরিমাণ খায় যাতে তাঁর ক্ষুধা মিটে, তারপর রোদ পোহায় এবং মলমূত্র ত্যাগ করে, এরপর আবার ঘাস খায়। নিশ্চয়ই এ মাল সবুজ শ্যামল সুস্বাদু। সেই মুসলিমের সম্পদই উত্তম যে ন্যায় সঙ্গতভাবে তা উপার্জন করেছে এবং আল্লাহর পথে, ইয়াতীম ও মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য খরচ করেছে। আর যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অর্জন করে তার দৃষ্টান্ত এমন ভক্ষণকারীর ন্যায় যার ক্ষুধা মিটে না এবং তা ক্বিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে’।[১২]

এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ، لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا– ‘একটি নেকীর ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা‘আলা কোন মুমিন বান্দার প্রতি যুলুম করবেন না। বরং তিনি এর বিনিময় দুনিয়াতে প্রদান করবেন এবং আখিরাতেও প্রদান করবেন। আর কাফির ব্যক্তি পার্থিব জগতে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে নেক আমল করে এর

---

১১. *বুখারী হা/৩১৫৮; মুসলিম হা/২৯৬১; মিশকাত হা/৫১৬৩।*
১২. *বুখারী হা/২৮৪২; মুসলিম হা/১০৫২; মিশকাত হা/৫১৬২।*

বিনিময়ে তিনি তাকে জীবনোপকরণ প্রদান করেন। অবশেষে আখিরাতে প্রতিদান দেয়ার মত তার নিকট কোন নেকীই থাকবে না'।[১৩]

১২. মুজাহিদের পরিবারের সাথে খেয়ানতকারী : বুরায়দা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ঘরে অবস্থানকারী পুরুষগণের নিকট মুজাহিদের সহধর্মিণীদের সম্মান ও মর্যাদা তাদের মাতৃসম। যদি ঘরে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তি কোন মুজাহিদের পরিবারের তত্ত্বাবধানে থেকে তাদের ব্যাপারে খিয়ানাত করে, তবে খিয়ানাতকারীকে ক্বিয়ামতের দিন আটকিয়ে মুজাহিদকে বলা হবে তুমি তার নেক আমল যত পরিমাণ ইচ্ছা আদায় করে নাও। তিনি বললেন, এবার তোমাদের কি ধারণা? অর্থাৎ সে কি আর কম নেবে? সমুদয় ছওয়াবই সে কেড়ে নিয়ে যাবে'।[১৪]

১৩. দুর্নীতি ও অন্যায়-অত্যাচারকারী : পার্থিব জীবনে কোন ব্যক্তি দুর্নীতি, অন্যায়-অত্যাচার করে তার শাস্তি দুনিয়াতে না হ'লে ক্বিয়ামতের দিন সে বিচারের সম্মুখীন হবে। সেদিন দুর্নীতিবাজ, অন্যায়-অত্যাচারকারী ব্যক্তির সৎআমলগুলো অত্যাচারিত ব্যক্তিকে দেওয়ার ফলে তার সৎআমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে? তাঁরা বললেন, আমাদের মধ্যে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি, যার কাছে কোন দিরহাম এবং কোন আসবাবপত্র নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব তো সেই ব্যক্তি, যে ক্বিয়ামতের দিন ছালাত, ছিয়াম ও যাকাতের নেকী নিয়ে উপস্থিত হবে। কিন্তু এর সাথে সাথে সে এ অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কারও প্রতি মিথ্যারোপ করেছে, কারও (অবৈধরূপে) মাল ভক্ষণ করেছে, কারও রক্তপাত করেছে এবং কাউকে মেরেছে। অতঃপর অত্যাচারিতকে তার নেকী দেওয়া হবে। পরিশেষে যদি তার নেকী অন্যান্যদের দাবী পূরণ করার পূর্বেই শেষ হয়ে যায়, তাহ'লে তাদের পাপরাশি নিয়ে তার উপর নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[১৫]

১৪. আছরের ছালাত পরিত্যাগকারী : ফরয ছালাতের প্রত্যেকটি ওয়াক্তই গুরুত্বপূর্ণ। তন্মধ্যে আছরের ছালাতের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ– 'তোমরা ছালাত সমূহের ব্যাপারে ও বিশেষ করে মধ্যবর্তী (আছরের) ছালাতের ব্যাপারে যত্নবান হও এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও' *(বাক্বারাহ ২/২৩৮)*।

হাদীছে এসেছে, আবু মালীহ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক মেঘলা দিনে আমরা বুরায়দা (রাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন, শীঘ্র ছালাত আদায় করে নাও। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ 'যে ব্যক্তি আছরের ছালাত ছেড়ে দেয় তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যায়'।[১৬]

(ক্রমশঃ)

[লেখক : পিয়ারপুর, ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী]

---

১৩. *মুসলিম হা/২৮০৮; মিশকাত হা/৫১৫৯।*
১৪. *মুসলিম হা/১৮৯৭; মিশকাত হা/৩৭৯৮।*
১৫. *মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭।*
১৬. *বুখারী হা/৫৯৪; নাসাঈ হা/৪৭৪; মিশকাত হা/৫৯৫।*

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' পবিত্র কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক সুশৃংখল ও পরিকল্পিত শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী ও সমন্বয়কারী শিক্ষা বোর্ড। এর মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীছ হাদীছের আলোকে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত মেধাবী ও ইখলাছপূর্ণ যোগ্য আলেম ও দাঈ ইলাল্লাহ তৈরী করা এবং যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা।
(২) শিরক-বিদ'আত ও বাতিল আক্বীদা ও আমল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ময়দানে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।
(৩) শিক্ষার সকল স্তরে শুদ্ধভাবে কুরআন পঠন ও অনুধাবনের ব্যবস্থা করা এবং এর সাথে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ভাষাসহ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো।
(৪) উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

আপনার প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন!

বোর্ড-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ব্রাউজ করুন- www.hfeb.net

সার্বিক যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩০-৭৫২০৫০, ০১৭২৬ ৩১৫৯৭০, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭, ই-মেইল : hf.eduboard@gmail.com, Fb page : /hf.education.board

www.tawheederdak.com

উত্তম মানুষ হওয়ার উপায়

-মুহাম্মাদ আব্দুন নূর

উপস্থাপনা : সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভের চেয়ে বড় সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হ'তে পারে? সেজন্য এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ প্রজন্ম ছাহাবায়ে কেরাম। তাঁদের পর তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ'ল, সর্বোত্তম লোক কে? তিনি বললেন, قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ 'আমার যুগের মানুষ সর্বোত্তম। তারপর তাদের পরবর্তী যুগের লোকেরা এবং এরপর তাদের পরবর্তী যুগের লোকেরা'।[১]

বর্তমান সময়েও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত হিসাবে কিছু আমলী গুণের মধ্য দিয়ে উত্তম মানুষ হওয়ার সুযোগ আছে। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ও হাদীছে মুহাম্মাদ (ছাঃ) বিভিন্ন প্রসঙ্গে কিছু বিশেষ গুণের অধিকারী মানুষকে উত্তম ব্যক্তি আখ্যা দিয়েছেন। নিম্নে উত্তম মানুষ হওয়ার উপায়গুলো উল্লেখিত হ'ল।

১. দ্বীনী জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি : জ্ঞান হ'ল মানুষের জীবন চলার পথের আলো। প্রদীপের আলো ছাড়া যেমন কেউ পথ চলতে পারে না, তেমনি জ্ঞানের আলো ছাড়া মানুষের কোন মূল্য থাকে না। সেজন্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ 'তুমি বল, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বস্তুতঃ জ্ঞানীরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে' *(যুমার ৩৯/০৯)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, লোকদের মধ্যে অধিক সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে অধিক আল্লাহভীরু। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র নবী! আমরা আপনাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, তা'হলে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হ'লেন আল্লাহ্র নবী ইউসুফ বিন ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন ইব্রাহীম (আঃ)। তারা বললেন, আমরা এ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করিনি। তিনি বললেন, তবে কি তোমরা আমাকে আরবদের উচ্চ বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, فَخِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا 'যারা জাহেলিয়াতের যুগে তোমাদের মাঝে উত্তম ছিল, ইসলামেও তারা উত্তম যদি তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী হয়'।[২]

অপর হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরআন শিক্ষাকারী ও কুরআন শিক্ষা প্রদানকারীকে উত্তম ব্যক্তি বলেছেন। তিনি বলেন, خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়'।[৩] সুতরাং দ্বীনী জ্ঞানার্জনের পর তদানুযায়ী আমলের মাধ্যমে উত্তম মানুষে পরিণত হওয়া সম্ভব।

২. আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দানকারী : আল্লাহ্র পথে দাওয়াত প্রদানকারী ব্যক্তি সর্বোত্তম। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ- وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ- 'ঐ ব্যক্তির চাইতে কথায় উত্তম আর কে আছে, যে (মানুষকে) আল্লাহ্র দিকে ডাকে ও নিজে সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত'। অপর এক আয়াতে এসেছে, 'ভাল ও মন্দ কখনো সমান হ'তে পারে না। তুমি উত্তম দ্বারা (অনুত্তমকে) প্রতিহত কর। ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে যেন (তোমার) অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৩-৩৪)*।

৩. ফিৎনার যুগে উপবিষ্ট ব্যক্তি : ওছমান (রাঃ)-এর আমলের ফিৎনাকালীন সময়ে একদা সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) বলেছিলেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي- অচিরেই এমন ফিৎনা আসবে যে সে সময় উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে। দাঁড়ানো ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে, চলমান ব্যক্তি ফিৎনা প্রয়াসী ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে'।[৪]

এসব ফিৎনা বিভিন্ন ধরনের হ'তে পারে। পার্থিব আকাঙ্খা, ধন-সম্পদ, পরিবার, ভোগ-বিলাস, সমাজ, পরিবেশ-পরিস্থিতি, যুগ, সময় ইত্যাদি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ধন-সম্পদকে উম্মাহ্র জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর ফিতনা বলেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে, কা'ব ইবনু ইয়ায (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে

১. *বুখারী হা/৬৬৫৮; মুসলিম হা/২৫৩৩; ইবনু মাজাহ হা/২৩৬২।*

২. *বুখারী হা/৩৩৭৪; মুসলিম হা/২৩৭৮; মিশকাত হা/৪৮৯৩।*

৩. *বুখারী হা/৫০২৭; আবুদাঊদ হা/১৪৫২; মিশকাত হা/২১০৯।*

৪. *তিরমিযী হা/২১৯৭; দারাকুৎণী হা/৩২৫১; হাকেম হা/৮৩৬১।*

শুনেছি, إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ– ‘প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোন না কোন ফিৎনা রয়েছে। আর আমার উম্মতের ফিতনা হ’ল ধন-সম্পদ’।[৫] সুতরাং উত্তম মানুষ হওয়ার জন্য যাবতীয় দুনিয়াবী ফিৎনা থেকে দূরে থাকতে হবে।

৪. নেতৃত্ব ও শাসনের ব্যাপারে অনাসক্ত ব্যক্তি : নেতৃত্বের প্রতি আসক্তি এক ধরনের মানসিক ব্যাধি। নেতৃত্বের মোহ অন্তরঙ্গ সম্পর্কের মধ্যেও ফাটল সৃষ্টি করে। নেতৃত্বের প্রতি আসক্ত ব্যক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, স্বার্থ হাছিলের জন্য খুন-খারাবি, হিংসা, বিশৃঙ্খলা, এমনকি মরণাস্ত্রের ব্যবহার করতেও দ্বিধাবোধ করেনা। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ– ‘নিশ্চয়ই তোমরা শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য খুব আগ্রহী হবে। কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন তা লজ্জা (ও আফসোসের) কারণ হবে’।[৬]

পক্ষান্তরে নেতৃত্বের প্রতি নির্লোভ ব্যক্তি সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ، خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا، وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ فِى هَذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَةً– ‘তোমরা মানুষকে খনির মত পাবে। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের উত্তম ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণের পরও তারা উত্তম যখন তারা দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করে। আর তোমরা শাসন ও নেতৃত্বের ব্যাপারে লোকদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তিকে পাবে যে এই ব্যাপারে তাদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক অনাসক্ত’।[৭] সুতরাং উত্তম মানুষ হওয়ার জন্য নেতৃত্বের প্রতি কোন প্রকার আসক্তি ত্যাগ করা অপরিহার্য।

৫. দীর্ঘ জীবন ও সুন্দর আমলের অধিকারী ব্যক্তি : জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন কিংবা বার্ধক্যে ধাপে ধাপে আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে জীবনের স্বাদ আস্বাদন করান। তবে সবার জীবন এমন স্বাভাবিক নিয়মে কাটে না। অনেকেই জীবনের সর্বশেষ স্তরে পৌঁছার আগেই পৃথিবী ছেড়ে চিরস্থায়ী ঠিকানায় চলে যান। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ– ‘আল্লাহ তোমাদের দুর্বলরূপে সৃষ্টি করেন, অতঃপর দুর্বলতার পর তিনি শক্তি দান করেন, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান’ *(রূম ৩০/৫৪)*।

পৃথিবীতে দীর্ঘ অথবা স্বল্প আয়ু যা-ই হোক, সৎকর্মের মাধ্যমে ব্যক্তির উভয় জগতের কল্যাণ হয়। আবু বকর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘কোন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ ‘যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং তার আমল সুন্দর হয়েছে’। সে আবার প্রশ্ন করল, মানুষের মধ্যে কে নিকৃষ্ট? তিনি বললেন, مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ ‘যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং তার আমল খারাপ হয়েছে’।[৮]

৬. স্ত্রী ও পরিবারের নিকটে উত্তম ব্যক্তি : পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ‘আর তোমরা (স্ত্রীদের) সঙ্গে উত্তম ব্যবহার কর। *(আন-নিসা ৪/১৯)*। স্ত্রীর কাছে উত্তম ব্যক্তিকে ইসলাম উত্তম ব্যক্তি হিসাবে ঘোষণা করেছে। হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ– ‘তোমাদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলিম হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। যেসব ব্যক্তি নিজেদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম তারাই তোমাদের মধ্যে অতি উত্তম’।[৯]

ঠিক তেমনি পরিবারের নিকটে ভাল ব্যক্তি উত্তম। আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ‘তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবারের নিকট উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের নিকট উত্তম’।[১০]

৭. জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী : জীবন ও সম্পদ দু’টিই মানুষের নিকটে প্রিয়। এই জীবন ও সম্পদ আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গ করতে পারাটাই ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির অন্যতম মাধ্যম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ– تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ– ‘হে বিশ্বাসীগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসার সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে?’ ‘সেটা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহ্র রাস্তায়

---

৫. তিরমিযী হা/২৩৩৬; মিশকাত হা/৫১৯৪।
৬. বুখারী হা/৭১৪৮; আহমাদ হা/৯৭৯০; মিশকাত হা/৩৬৮১।
৭. বুখারী হা/৩৪৯৩; মুসলিম হা/২৫২৬; আহমাদ হা/১০৮০১।
৮. তিরমিযী হা/২৩৩০; মিশকাত হা/৫২৮৫; আহমাদ হা/২০৪৩১।
৯. তিরমিযী হা/১১৬২; মিশকাত হা/৩২৬৪।
১০. তিরমিযী হা/৩৮৯৫; ইবনু মাজাহ হা/১৯৭৭; মিশকাত হা/৩২৫২।

জিহাদ করবে তোমাদের মাল ও জান দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝ। (বিনিময়ে) তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন এমন এক উদ্যানে, যার পাদদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয় এবং (প্রবেশ করাবেন 'আদন' নামক) স্থায়ী জান্নাতের উত্তম বাসগৃহসমূহে। আর এটাই হ'ল মহা সাফল্য' *(ছফ ৬১/১০-১২)*।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হ'ল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! মানুষের মধ্যে কে উত্তম? আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِى سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ 'সেই মুমিন যে নিজ জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে (সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকে) জিহাদ করে'।[১১]

৮. মুসলিম ভাইকে আগে সালাম দেওয়া ব্যক্তি : সালাম পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ– 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না ঈমানদার হবে। আর তোমরা ঈমানদার হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না পরস্পর ভালবাসা স্থাপন করবে। আমি কি এমন একটি কাজের কথা তোমাদেরকে বলে দিব না, যখন তোমরা তা করবে, পরস্পর ভালবাসা স্থাপিত হবে? তোমরা একে অপরের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও'।[১২]

সালামের বিনিময়ে যেমন ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, তেমনি আগে সালামের বদৌলতে উত্তম মানুষ হওয়া যায়। হাদীছে এসেছে, আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ– 'কোন লোকের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক এমনভাবে সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে যে, দু'জনে দেখা হলেও একজন এদিকে, আরেকজন ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখবে। তাদের মধ্যে যে আগে সালাম দিবে, সে-ই উত্তম লোক'।[১৩]

৯. পাওনাদারের পাওনা পরিশোধকারী ব্যক্তি : ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে সব মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বরং একে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমেই এগিয়ে চলে মানুষের সামাজিক জীবন। প্রয়োজনের সময় ঋণ আদান-প্রদান করাও সমাজ জীবনের অনিবার্য এক অনুষঙ্গ। ইসলামেও ঋণের লেনদেন বৈধ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا– 'হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ কর। তোমাদের মধ্যেকার কোন লেখক যেন তা ন্যায়সঙ্গতভাবে লিপিবদ্ধ করে। আর লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে। কেননা আল্লাহ তাকে লেখা শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব সে যেন লিখে দেয়। আর যার উপর দায়িত্ব (অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা) যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। এ সময় যেন সে তার পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং বলার মধ্যে কোন বেশ-কম না করে' *(বাক্বারাহ ২/২৮২)*।

প্রয়োজনের সময় আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) নিজেও ঋণ নিয়েছেন এবং উত্তমরূপে তা পরিশোধ করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি উট ঋণ করে আনেন। অতঃপর এর থেকে বড় একটি উট তাকে দিয়ে বলেন, خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যে উত্তমভাবে ঋণ শোধ করে'।[১৪]

১০. পরোপকারী ব্যক্তি : পরোপকার মানবীয় মহৎ গুণ। সমাজ জীবনে একজন মানুষ অপর মানুষের সাথে চাল-চলনে, কথা-বার্তায়, লেন-দেনে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত থাকে। মানুষ সমাজ জীবনে পরস্পরের সুখে-দুঃখে পরস্পর সহযোগী। বিপদে একজন অপরজনকে উদ্ধারে এগিয়ে আসে। মানুষের সাথে মানুষের এ সহযোগিতামূলক কাজকে পরোপকার বলা হয়। আর যিনি মানুষের সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন তিনিই হ'লেন পরোপকারী ব্যক্তি। সামাজিক হ'তে হ'লে পরোপকারী হ'তে হবে। পরোপকারী ব্যক্তির মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ 'বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্য করে, আল্লাহও ততক্ষণ তাঁর বান্দার সাহায্য করে'।[১৫] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ 'যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ (ক্বিয়ামতের দিন) তার অভাব পূরণ করবেন'।[১৬]

কে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি? এমন এক প্রশ্নের উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ 'আল্লাহ্র নিকট সেই ব্যক্তি সবচেয়ে প্রিয় যে মানুষের সবচেয়ে বেশী উপকার করে'।[১৭] *(ক্রমশঃ)*

[লেখক : কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।]

---

১১. *বুখারী হা/২৭৮৬; আহমাদ হা/১১৫৫২।*
১২. *বুখারী হা/২৭৮৬; আহমাদ হা/১১৫৫২।*
১৩. *বুখারী হা/৬০৭৭; মুসলিম হা/২৫৬০; আবু দাঊদ হা/৪৯১১।*
১৪. *মুসলিম হা/১৬০১।*
১৫. *আবু দাঊদ হা/৪৯৪৬।*
১৬. *বুখারী হা/২৪৪২।*
১৭. *ত্বাবারাণী আওসাত্ব হা/৬০২৬; ছহীহাহ হা/৯০৬।*

গুনাহে পতিত মুমিনের অবস্থা কেমন হওয়া উচিৎ

-আব্দুর রহীম

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

ঞ. মু'আবিয়া ইবনে হাকামের অনুশোচনা : মু'আবিয়া ইবনে হাকাম তার দাসীকে একটি থাপ্পড় মেরেছিল। তাতেই অনুতপ্ত হয়ে তিনি দাসীকে মুক্ত করে দেন। যেমন হাদীছে এসেছে, মু'আবিয়া ইবনে হাকাম হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنْ صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: ائْتِنِي بِهَا؟ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ اللهُ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ-

'আমার এক দাসী উহুদ পাহাড় ও জাওওয়ানিয়্যাহ-এর অঞ্চলে মেষ পাল চরাত। একদিন আমি তার কাছে গিয়ে দেখলাম যে, আমাদের একটি মেষ নেকড়ে বাঘ নিয়ে চলে গেছে। আমি অতি সাধারণ মানুষ বিধায় তাদের মত আমিও ক্রোধ সংবরণ করতে ব্যর্থ হয়ে তাকে চপেটাঘাত করে ফেলি। অতঃপর আমি (ভারাক্রান্ত হৃদয়ে) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে এতদসম্পর্কে বর্ণনা করলাম। তিনি আমার এ কাজকে গুরুতর অন্যায় বলে মনে করলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল! আমি কি তাকে মুক্ত করতে পারব? তিনি বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে আসো। আমি তাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, বল তো আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আকাশমণ্ডলীতে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বল তো আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তিনি আমাকে বললেন, হ্যাঁ, একে মুক্ত করতে পার। কারণ সে মুমিনা'।[১]

২. মুমিন পরকালেও নিজ গুনাহ স্বীকার করে সফল হবে : নিজ গুনাহ স্বীকার করে অনুতপ্ত হওয়া একটি ইবাদত। এর সুফল বান্দা পরকালেও পাবে। যেমন হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ اللهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ أي ستره وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ، فَيَقُولُ الأَشْهَادُ: هَؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ- 'আল্লাহ তা'আলা মুমিন ব্যক্তিকে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন এবং তার উপর স্বীয় আবরণ দ্বারা তাকে ঢেকে নিবেন। তারপর বলবেন, অমুক পাপের কথা কি তুমি জান? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! এভাবে তিনি তার কাছ হ'তে তার পাপগুলো স্বীকার করিয়ে নিবেন। আর সে মনে করবে যে, তার ধ্বংস অনিবার্য। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি পৃথিবীতে তোমার পাপ গোপন করে রেখেছিলাম। আর আজ আমি তা মাফ করে দিব। তারপর তার নেক আমলনামা তাকে দেয়া হবে। কিন্তু কাফির ও মুনাফিকদের সম্পর্কে সাক্ষীরা বলবে, এরাই তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে মিথ্যা বলেছিল। সাবধান, যালিমদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত'।[২]

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা মুমিন ব্যক্তিকে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন এবং তার উপর স্বীয় আবরণ দ্বারা তাকে ঢেকে নিবেন। সকল সৃষ্টজীব থেকে আড়াল করে নিবেন। এরপর তাকে ঐ আড়ালের মধ্যেই বলবেন, তোমার আমলনামা পড়, সে ছওয়াবের অংশ পাঠ করা শুরু করবে এবং তাতে তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং তার হৃদয় উদ্বেলিত হবে। আল্লাহ বলবেন, হে আমার বান্দা! তুমি কি এগুলো চেন? সে বলবে, হ্যাঁ। আল্লাহ বলবেন, এগুলো আমি কবুল করেছি। তখন সে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। তিনি বলবেন, মাথা উঠাও এবং আমলনামা পাঠ করতে থাক। এবার সে গুনাহের অংশ পাঠ করতে থাকবে। এতে তার চেহারা কালো হয়ে যাবে, অন্তর প্রকম্পিত হবে এবং তার শিরাগুলো কাঁপতে থাকবে। আর এতে সে চরম লজ্জায় পতিত হবে যা তার রব ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারবে না। তিনি বলবেন, হে আমার বান্দা! অমুক পাপের কথা কি তুমি জান? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আজ আমি তোমার গুনাহসমূহ মাফ করে দিলাম। এতে সে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। আর লোকেরা কেবল তাকে সিজদায় দেখতে পাবে এবং পরস্পর বলাবলি করবে, এই বান্দার জন্য কতই না আনন্দ সে কখনো তার

১. *মুসলিম হা/৫৩৭; মিশকাত হা/৩৩০৯।*

২. *বুখারী হা/২৪৪১; ছহীহুল জামে' হা/১৮৯৪।*

রবের অবাধ্য হয়নি। অথচ তার এবং রবের মধ্যে সাক্ষাতে কত কী হয়ে গেল তারা তার কিছুই জানবে না'।[৩]

৩. নিজ গুনাহকে ভুলে না যাওয়া : কোন কারণে গুনাহ হয়ে গেলে মুমিন সেটা ভুলে যাবে না বা অস্বীকার করবে না বা হঠকারিতা করবে না। বরং বার বার স্মরণ করবে এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ 'যারা কখনো কোন অশ্লীল কাজ করলে কিংবা নিজের উপর কোন যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে। অতঃপর স্বীয় পাপসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত পাপসমূহ ক্ষমা করার কে আছে? আর যারা জেনে শুনে স্বীয় কৃতকর্মের উপর হঠকারিতা করেনা' *(আলে ইমরান ৩/১৩৫)*। যারা নিজের পাপের কথা ভুলে যায় তাদের ধমক দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا 'তার চাইতে অধিক যালেম আর কে আছে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ দেওয়া হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সে তার (মন্দ) কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়। আমরা তাদের হৃদয়সমূহের উপর আবরণ টেনে দিয়েছি, যেন তারা তা (কুরআন) বুঝতে না পারে এবং তাদের কানগুলোতে বধিরতা এনে দিয়েছি। যদি তুমি তাদেরকে সুপথের দিকে আহ্বান কর, তারা কখনই সুপথ পাবে না' *(কাহাফ ১৮/৫৭)*।

মনে রাখা আবশ্যক যে, গুনাহের কথা ভুলে যাওয়া ক্ষমাপ্রাপ্ত না হওয়ার কারণ। আমরা নিজেরা নিজেদের গুনাহের কথা ভুলে গেলেও আল্লাহ তা'আলা রেকর্ড করে রাখেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 'যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে পুনরুত্থিত করবেন। অতঃপর তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। আল্লাহ তাদের কর্মের হিসাব রেখেছেন। অথচ তারা তা ভুলে গেছে। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছুর উপরে সাক্ষী থাকেন' *(মুজাদালা ৫৮/০৬)*। তিনি আরো বলেন, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 'আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। ওরাই হ'ল অবাধ্য' *(হাশর ৫৯/১৯)*। অন্যত্র এসেছে, وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ 'আর সেদিন তাদের বলা হবে, আজ আমরা তোমাদের ভুলে গেলাম যেমন তোমরা এদিনের সাক্ষাৎকে ভুলে গিয়েছিলে। আর তোমাদের ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(জাছিয়া ৪৫/৩৪)*।

৪. পরকালীন শাস্তির ভয় থাকা : গুনাহের কারণে জাহান্নামের ভয় থাকা গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার মাধ্যম। কারো মধ্যে যদি পরকাল, কবর বা জাহান্নামের ভয় থাকে তাহ'লে সে গুনাহে লিপ্তই হবে না। যেমন কাফেররা তাদের দাবী মানতে নবী বা রাসূলগণকে অনুরোধ জানালে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে শিখিয়ে দেন- قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 'বলে দাও, আমি মহাদিবসের শাস্তিকে ভয় পাই, যদি আমি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই' *(আন'আম ৬/১৫)*। আদম (আঃ)-এর বড় ছেলে কাবীল ছোট ছেলেকে হত্যা করতে চাইলে তিনি বলেন, لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ 'যদি তুমি আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াও, তবুও আমি তোমাকে হত্যার জন্য হাত বাড়াবো না। আমি বিশ্বপ্রভু আল্লাহকে ভয় করি' *(মায়েদাহ ৫/২৮)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ؛ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا 'মুমিন নিজের গুনাহকে (এত বড়) মনে করে যেন সে কোন পাহাড়ের নীচে বসে আছে, যা তার উপর ভেঙ্গে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। অপরদিকে গুনাহ্গার ব্যক্তি নিজের গুনাহকে দেখে একটি মাছির মত, যা তার নাকের উপর বসল, আর তা সে হাত নাড়িয়ে তাড়িয়ে দিল'।[৪] হাদীছে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَعِزَّتِي لاَ أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِيْ خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ إِذَا خَافَنِيْ فِيْ الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا أَمِنَنِيْ فِيْ الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ فِيْ الْآخِرَةِ 'আমার মর্যাদার কসম! আমি আমার বান্দার মাঝে দু'টি ভয় ও দু'টি নিরাপত্তা এক সাথে জমা করি না। যদি দুনিয়াতে আমাকে ভয় করে, আমি তাকে ক্বিয়ামতের দিন নিরাপত্তা দিব। আর যদি দুনিয়াতে আমার ব্যাপারে নিরাপদ থাকে, তাহ'লে আমি তাকে পরকালে ভীত-সন্ত্রস্ত করব'।[৫]

৩. আবুল কাসেম খাতলী, আদ-দীবাজ হা/০৯; ইমাম আহমাদ, আয-যুহদ হা/৯৬৬, সনদ হাসান।

৪. বুখারী হা/৬৩০৮; মিশকাত হা/২৩৫৮।

৫. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৪০; ছহীহুত তারগীব হা/৩৩৭৬; ছহীহাহ হা/২৬৬৬।

৫. গুনাহ মিটানোর জন্য অধিক পরিমাণে সৎকর্ম করা : কোন মুমিনের দ্বারা গুনাহ সংঘটিত হলে সে সঙ্গে সঙ্গে নেকির কাজ করবে। যেমন হাদীছে এসেছে, عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعْمَلُ السَّيِّئَاتِ، ثُمَّ يَعْمَلُ الْحَسَنَاتِ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ دِرْعٌ ضَيِّقَةٌ قَدْ خَنَقَتْهُ ثُمَّ عَمِلَ حَسَنَةً فَانْفَكَّتْ حَلَقَةٌ ثُمَّ عَمِلَ أُخْرَى فَانْفَكَّتْ حَلَقَةٌ أُخْرَى حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الأَرْضِ– ‘উক্ববাহ বিন আমের (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোন পাপ করার পরপরই পুণ্যকর্ম করে, সেই ব্যক্তির উপমা এমন একজনের মত যার দেহে ছিল সংকীর্ণ বর্ম; যা তার শ্বাস রোধ করে ফেলেছিল। অতঃপর সে যখন একটি পুণ্যকর্ম করে, তখন বর্মের একটি আংটা খুলে যায়। তারপর আর একটি পুণ্য করলে আরও একটি আংটা খুলে যায়। ফলে সে সংকীর্ণতার কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে’।[৬] আল্লাহ তা‘আলা আল কুরআনে বলেন, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ‘আর তুমি ছালাত কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে। নিশ্চয়ই সৎকর্মসমূহ মন্দ কর্মসমূহকে বিদূরিত করে। আর এটি (অর্থাৎ কুরআন) হ’ল উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য (সর্বোত্তম) উপদেশ’ *(হূদ ১১/১১৪)*।

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِي هَذَا؟ قَالَ: لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ–

ইবনে মাসঊদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, ‘এক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুমা দিয়ে ফেলে। পরে সে নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বিষয়টি জানায়। তখন আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন, দিনের দু’প্রান্ত সকাল ও সন্ধ্যায় এবং রাতের প্রথম ভাগে নামায কায়েম কর। নিশ্চয়ই পুণ্যরাশি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়। লোকটি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ কি শুধু আমার জন্য? তিনি বললেন, না, এটা আমার সকল উম্মতের জন্য’।[৭]

আল্লাহ বলেন, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ‘তবে তারা ব্যতীত, যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে। আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু’ *(ফুরক্বান ২৫/৭০)*। হাদীছে এসেছে- আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেন, اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ– ‘তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ্কে ভয় কর, পাপ করলে সাথে সাথে পুণ্যও কর; যাতে পাপ মোচন হয়ে যায় এবং মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার কর’।[৮] আর সৎকর্মগুলোর মধ্যে যেগুলো প্রথমেই রয়েছে সেগুলো হ’ল :

(ক) ছালাত হেফাযত করা : মুমিনের গুনাহ হয়ে গেলে অধিক পরিমাণে ভাল কাজ করবে। আর ভালো কাজগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হ’ল ছালাত আদায় করা। আল্লাহ বলেন, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ‘নিশ্চয়ই ছালাত যাবতীয় অশ্লীলতা ও গর্হিত কর্ম হ’তে বিরত রাখে। আর আল্লাহ্র স্মরণই হ’ল সবচেয়ে বড় বস্তু। আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমরা করে থাক’ *(আনকাবূত ২৯/৪৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ‘যে মুসলিম ফরয ছালাতের সময় হলে উত্তমভাবে ওযূ করে, বিনয় ও ভয় সহকারে রুকূ করে ছালাত আদায় করে, সেটা তার ছালাতের পূর্বের গুনাহের কাফ্ফারাহ (প্রায়শ্চিত্ত) হয়ে যায়, যতক্ষণ না সে কবীরা গুনাহ করে থাকে। আর এভাবে সর্বদাই চলতে থাকবে’।[৯]

অন্য হাদীছে এসেছে, তিনি বলেন, أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا ‘আচ্ছা তোমরা বল তো, যদি কারোর বাড়ির দরজার সামনে একটি নদী থাকে, যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহ’লে তার শরীরে কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে কি? ছাহাবীরা বললেন, (না) কোন ময়লা অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের উদাহরণও সেইরূপ। এর দ্বারা আল্লাহ পাপরাশি নিশ্চিহ্ন করে দেন’।[১০]

(খ) অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার পাঠ করা : মুমিন পাপে জড়িয়ে পড়লে অনুতপ্ত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ইস্তিগফার শুরু করে দিবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ‘যে কেউ

৬. *আহমাদ হা/১৭৩৪৫; ছহীহাহ হা/২৮৫৪।*
৭. *বুখারী হা/৫২৬; মিশকাত হা/৫৬৬।*
৮. *তিরমিযী হা/১৯৮৭; মিশকাত হা/৫০৮৩।*
৯. *মুসলিম হা/২২৮; মিশকাত হা/২৮৬।*
১০. *মুসলিম হা/৬৬৭; মিশকাত হা/৫৬৫।*

মন্দকর্ম করে অথবা স্বীয় জীবনের প্রতি অবিচার করে, অতঃপর আল্লাহ্র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়, সে আল্লাহ্কে ক্ষমাশীল ও দয়ালু হিসাবে পাবে' *(নিসা ৪/১১০)*। হাদীছে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা রাত ও দিনে ভুল কর, আমি তোমাদের সকল পাপ মোচন করি, অতএব আমার নিকট ক্ষমা চাও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করব'।[১১]

হাদীছে কুদসীতে আরও এসেছে, يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ، وَلَا أُبَالِي، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً 'হে আদম সন্তান! তুমি যতক্ষণ আমাকে ডাকবে এবং ক্ষমার আশা রাখবে, আমি ততক্ষণ তোমাকে ক্ষমা করব। তোমার অবস্থা যা-ই হোক না কেন, আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তোমার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে অতঃপর তুমি আমার নিকট ক্ষমা চাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব, আমি কোন পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হও এবং আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাক, তাহ'লে আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব'।[১২]

(গ) হজ্জের সাথে ওমরা পালন করা : হজ্জের সাথে ওমরা পালন করলে গুনাহসমূহ দূর হয়ে যায়। যেমন হাদীছে এসেছে, تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ، وَالذَّهَبِ، وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الجَنَّةُ 'তোমরা ধারাবাহিক হজ্জ ও উমরা আদায় করতে থাক। এ দু'টি আমল দারিদ্র ও গুনাহ বিদূরিত করে দেয়। যেমন ভাটার আগুনে লোহা ও সোনা-রূপার ময়লা-জং দূরীভূত হয়ে থাকে। একটি কবুল হজ্জের প্রতিদান তো জান্নাত ছাড়া আর কিছুই নয়'।[১৩]

(ঘ) মাঝে মধ্যে ওমরা পালন করা : এক ওমরা হ'তে আরেক ওমরার মধ্যবর্তী গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। এজন্য অর্থ থাকলে এবং সুযোগ হ'লে ওমরা পালনে ব্রতী হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ 'এক ওমরাহ্র পর আর এক ওমরাহ, উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ের (গুনাহের) জন্য কাফফারা। আর জান্নাতই হ'ল হজ্জে মাবরূরের প্রতিদান'।[১৪]

(ঙ) ছাদাকা করা : মুমিনের গুনাহ হয়ে গেলে ক্ষমা পাওয়ার আশায় সে অধিক পরিমাণে ছাদাকা করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، 'আমি কি তোমাকে কল্যাণের দ্বারসমূহ বলে দেব না? ছাওম ঢালস্বরূপ, ছাদাক্বাহ গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে; যেমন পানি আগুনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়'।[১৫]

উপসংহার : আল্লাহ তা'আলা নিজ নামের সাথে গাফ্ফার তথা অধিক ক্ষমাশীল গুণবাচক নামটি চয়ন করেছেন। যার মাধ্যমে মানুষকে তার ক্ষমাশীলতার বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। মুমিন গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যেমন সালাফে ছালেহীন তথা আমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মশীলগণের অবস্থা ছিল। কারো ব্যক্তিগত জীবনে কোন পাপ সংঘটিত হয়ে গেলে তা বন্ধু-বান্ধবের সামনে প্রকাশ না করে কেবল আল্লাহ্র সামনে প্রকাশ করে ক্ষমা চাইবে। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাকে ক্ষমা করার আশ্বাস দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের যাবতীয় পাপ কর্ম থেকে হেফাযতে থাকার তাওফীক দান করুন এবং পাপ সংঘটিত হয়ে গেলে সালাফদের অনুসরণ করে তওবা করে দুনিয়ায় গুনাহ মুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিন।-আমীন!

[লেখক : গবেষণা সহকারী, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।]

---

১১. *মুসলিম হা/২৫৭৭; মিশকাত হা/২৩২৬।*
১২. *তিরমিযী হা/৩৫৪০; মিশকাত হা/২৩৩৬; ছহীহাহ হা/১২৭।*
১৩. *তিরমিযী হা/৮১০; মিশকাত হা/২৫২৪; ছহীহাহ হা/১১৮৫।*

১৪. *বুখারী হা/১৭৭৩; মিশকাত হা/২৫০৮।*
১৫. *তিরমিযী হা/৬১৪; মিশকাত হা/২৯; ছহীহুল জামে' হা/৫১৩৬।*

At-Tahreek TV
অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য
অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। আমাদের নিয়মিত আয়োজন দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নবীদের কাহিনী, হাদীছের গল্প, ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথে সহ অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন।
Youtube লিংক :
www.youtube.com/attahreektv
Facebook লিংক :
www.facebook.com/attahreektv
সার্বিক যোগাযোগ :
আত-তাহরীক টিভি, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪।
ইমেইল : attahreektv@gmail.com

শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছের রাজনৈতিক জীবনের একটি অধ্যায়

-মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী

সাধারণতঃ মনে করা হয়, ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল সর্বপ্রথম ভারত-উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের কথা কল্পনা করিয়াছিলেন আর তাঁহার কল্পলোকের চিত্রকে বাস্তব মানচিত্রে পরিণত করিয়াছেন কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ। পাক-ভারত উপমহাদেশের বিংশ শতকের ইতিহাস আমাদিগকে উপরিউক্ত সন্ধানই দিয়া থাকে। কিন্তু এই উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস মাত্র পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় আর অর্ধশতাব্দীকালের পূর্ববর্তী যুগগুলিতে মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক জীবন কোন সময়েই আড়ষ্ট ও নিস্পন্দ হইয়া যায় নাই।

পাকভারতের মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল পলাশীযুদ্ধের অব্যবহিতকাল পর হইতেই। ভারতের ইতিহাস বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভংগী লইয়া রচিত হইয়াছে, কিন্তু জানিনা একথা কয়জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে যে, পলাশীর পর ক্লাইভের মুষ্টিমেয় সেনাবাহিনী যখন মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে বালাজীরাও এর জ্ঞাতিভ্রাতা সদাশিব রাও ভাও ১৩ লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে দিল্লী অধিকার করিয়া লইয়াছিল। আজ চেয়ারে ঠেশ দিয়া বসিয়া এরূপ নিষ্ঠুর অবাস্তব উক্তি উচ্চারণ করা অত্যন্ত সহজ যে, মুসলমানরা অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত রাজনৈতিক মুক্তি আন্দোলনে কোন সক্রিয় অংশগ্রহণ করে নাই। আমাদের জাতীয় জীবনের দেড়শত বৎসরের ইতিহাস দূর্ভাগ্যবশতঃ আজ পর্যন্ত স্বাধীন দৃষ্টিভংগী সহকারে আর নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক পদ্ধতির অনুসরণে লিখিত হয় নাই বলিয়াই এক শ্রেণীর উচ্ছিষ্ট ভোজী ও গতানুগতিকতার অনুসারী ব্যক্তিরা এরূপ দায়িত্বহীন অভিমত প্রকাশ করার সুযোগ লাভ করিয়াছে। ১৭৫৭-৫৮ সনে সমগ্র পাক ভারত উপমহাদেশের মুসলিমগণ যে প্রলয়কাণ্ডের সম্মুখীন হইয়াছিল আর তাহাদের নেতৃবর্গ জাতির অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখার জন্য তখন যেসকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, পাকিস্তানের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করার পক্ষে তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক।

১৭৩৯ সনে নাদির শাহের আক্রমণের ফলে মুগল সাম্রাজ্যের দেহ প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল। বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণররা কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অযোধ্যায় সাআদত আলী খান, বাঙলায় আলীওয়ার্দী খান, দাক্ষিণাত্যে নিযাম স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। পাঞ্জাবে শিখদের প্রতিপত্তি দিনদিন বাড়িয়া চলিয়াছিল। পশ্চিম দক্ষিণ অঞ্চলসমূহে মারহাট্টারা শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙলা বিহার ও উড়িষ্যার এই মারহাট্টা বর্গীদুস্যদের উপদ্রবের কাহিনী শিশুদের ঘুমপাড়ানো ছড়াতেও স্থান লাভ করিয়াছে :

"ছেলে ঘুমোলো, পাড়া জুড়ালো, বর্গী এল দেশে,
টুনটুনিতে ধান খেয়েছে খাজ্না দেব কিসে?"

দিল্লীতে ইরানী, তুরানী জাতীয়তার কলহ চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। হতভাগ্য উমারার দল পরস্পরকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে মারহাট্টাদের শরণাপন্ন হইত। ক্রমে ক্রমে মারহাট্টাদের প্রভাব দিল্লীর উপকণ্ঠ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সপ্তদশ শতকের শেষভাগ হইতে মারহাট্টাদের উত্থান আরম্ভ হয়। পুনা, সাট্টারা, কোলহাপুর, গোয়ালিয়র, নাগপুর, গুজরাট ও ইন্দোরে তাহারা স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী রাজত্ব স্থাপন করে। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে শাহজীর পুত্র শিবাজী মুগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া প্রকাশ্যে লুটতারাজ আরম্ভ করিয়া দেয় আর ১৬৫৯ সনে বিশ্বাসঘাতকতার সহিত মুগল সেনাপতি আফযল খানকে হত্যা করে। শিবাজী মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৬৮০ খৃঃ) মুঘল ও বিজাপুর রাজ্যের অনেকগুলি দুর্গ জয় করিয়া লয় আর মারহাট্টাদের এক বিশাল রাজত্ব গঠন করে।

শিবাজীর পৌত্র শাহুজীকে সম্রাট আলমগীর নযরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ওফাতের সঙ্গে সঙ্গেই (১৭০৭ খৃঃ) তদীয় পুত্র বাহাদুর শাহ শাহুকে মুক্ত করিয়া দেন। বালাজী বিশ্বনাথের সাহায্যে শাহু শিবাজীর উত্তরাধিকারী হয়।

তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-সন্তান বালাজী 'পেশওয়া' রাজবংশের স্রষ্টা। তদীয় পুত্র বাজীরাও ১৭৩১ সনে গুজরাটে 'গায়কোয়ার' রাজবংশ স্থাপিত করে। তাহার সেনাপতিগণের মধ্যে হোলকার, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহারা কর্ণাটক ও ত্রিচিনাপল্লী হস্তগত করে আর ১৭১১ খৃষ্টাব্দে মুগল-সাম্রাজ্যের উত্তরাংশ দখল করিয়া লয়। ১৭৩৭ সনে তাহারা গয়া, মথুরা, কাশী ও এলাহাবাদ অধিকার করে।

১৭৪০ সনে শাহু নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে বাজীরাও-এর পুত্র বালাজীরাও শাহুর স্থানে উপবেশন করে। তাহার ভ্রাতা রঘুনাথ বা রাঘবারাও ও রাওহোলকার উত্তরাঞ্চলে মারহাট্টা রাজ্য প্রসারিত করার জন্য ব্রতী হয় এবং জাঠদের[১] সাহায্য গ্রহণ করিয়া ১৭৫৮ সনে দিল্লি আক্রমণ

---

১. *Tod তাঁর "রাজস্থানের ইতিহাসে" জাঠদিগকে ডেনমার্কের পুরাতন অধিবাসী Getoe দের বংশধর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। ভারতবর্ষে আসিয়া ইহারা প্রথমে যমুনার তীরে বসবাস করিত এবং কৃষিকার্য করিয়া জীবিকার্জন করিত। যদুনাথ সরকার আওরাংযীবের ইতিহাসে লিখিয়াছেন, উত্তর ভারত হইতে সম্রাটের অনুপস্থিতির সর্বপ্রথম সুযোগ জাঠরাই গ্রহণ-করিয়াছিল। তাহারা সেনাবাহিনী গঠন করিয়া মুগল ফওজের মুকাবিলা*

করিয়া বসে। নজীবুদ্‌দওয়ালা[২] নিরুপায় অবস্থা মারহাট্টাদের সহিত তখনকার মত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হয়। এই সনে তাহারা লাহোর দখল করিয়া লয়। দাতাজী সিন্ধীয়া পাঞ্জাব অধিকার করিয়া সতাজী সিন্ধীয়াকে গভর্ণর নিযুক্ত করে অতঃপর মারহাট্টারা রোহিলখণ্ড আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। বালাজীর জ্ঞাতিভ্রাতা সদাশিব রাও ভাও ৩ লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাবহারে দিল্লী অধিকার করে। এই সদাশিবের দিল্লী লুণ্ঠনের যে বিবরণ ইতিহাসে স্থানলাভ করিয়াছে শুজাউদ্‌দওলার মুখ হইতে তাহা শ্রবণ করা উচিত।

مردم از دست شان بجان آمده برای پاس ناموس وآبری خود...

‘জনসাধারন মারহাট্টাদের পাশবিক অত্যাচারে ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া পড়িয়াছিল’।[৩] সিয়ারুল মুতাআখ্‌খেরীনে কথিত হইয়াছে,

دناءت وتنگ چشمی به اوباین مرتبه بود که سقف دیوان خاص را که از نقره میناکار بود کنده مسکوک ساخت وآلات طلا و نقره مزار اقدام نبوی ومقبره نظام الدین اولیاء و مرقد محمد شاه مثل عودسوز وشمعدان وقنادیل وغیره طلبیده مسکوک نمود-

“বাহাও এরূপ পিশাচ ও অর্থগৃধ্নু ছিল যে, দিল্লীর “দিওয়ানে খাসের” ছাতে স্বর্ণ ও রৌপ্য মণ্ডিত যে সকল কারুকার্য ছিল সেগুলি উপড়াইয়া আর “কদমে রসূল” নিজামুদ্দীন আওলিয়া ও মুহাম্মদ শাহ প্রভৃতি রাজপুরুষ ও সাধুসজ্জনদের সমাধিতে যেসকল স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈজসপত্র শামাদান, ঝাড়, ফানুস আর সুগন্ধি জ্বালাইবার পাত্র ছিল, সমস্তই গলাইয়া লইয়াছিল”

শুরু করিয়া দেয়। প্রত্যেকজন জাঠ বাধ্যতামুলকভাবে অসিচালনা শিক্ষা করে ও তাহাদের মধ্যে বন্দুক বিতরণ করা হয়। আক্রমণ আর লুটের মাল সুরক্ষিত করার জন্য নিবিড় জঙ্গলে তাহারা মাটির বহু দুর্গ নির্মাণ করে। এই মাটির দুর্গগুলি গড় নামে কথিত হইত আর সেগুলি তোপের প্রতিরোধ করিতে পারিত। মুগল সম্রাট মুহাম্মদ শাহের সময়ে জাঠদের নেতা চুড়ামন অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। তাহার পৌত্র সুরজমল দীগ ও কুন্তেরের দুর্গ নির্মাণ করে এবং ভরতপুর রাজধানী রূপে নির্বাচিত হয়। এই পুরলমলই ৩০ হাজার জাঠ সৈন্য লইয়া আহমদ শাহ আব্দালীর বিরুদ্ধে মারহাট্টাদের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল। (History of Indie H. Beveridge III P. P. 784 & Histroy of Aurangzib V.P.P. ২৯৬-৯৭).

২. পেশোয়ারের ২৫ ক্রোশ দূরে মন্‌রী গ্রামে ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে নজীবুদ্‌দওলা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবিকার সন্ধানে ১৭৪৩ সনে আওলায় আসিয়া আলী মুহাম্মদ খানের অধীনে দ্বাদশ অশ্বারোহীর কাপ্তেন নিযুক্ত হন এবং দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়া কয়েকশত অশ্বারোহীর নায়ক পদ লাভ করেন। সম্রাট কর্তৃক আলী মুহাম্মদ খান সরহিন্দের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলে নজীবুদ্‌দওলা তাঁহার অনুসরণ করেন। এই সময়ে তাঁহার কর্মকুশলতা ও যোগ্যতা সর্বজনবিদিত হইয়া পড়ে। প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁহার শ্বশুর ছন্দেখান জামাতাকে চাঁদপুর, নগীনা ও বিজনোর প্রভৃতি অঞ্চল সমর্পণ করেন। সফ্‌দরজং আর মারহাট্টারা মিলিতভাবে আফগানদের উপর চড়াও করিলে নজীব অশেষ বীরত্বের পরিচয় দেন এবং হাফিয রহমতুল্লাহ তাঁহাকে সহস্র অশ্বারোহীর অধিনায়কত্ব সমর্পণ করেন। ১৭৫৩ সনে সফদর জঙ্গের বিরুদ্ধে তিনি ১ হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে বাদশাহর সমর্থনে দিল্লী যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে প্রায় ১০ হাজার রোহিলা সৈন্য তাঁহার অনুগামী হয়। দিল্লীর সম্রাট তাঁহাকে “নজীবুদ্‌দওলা” খেতাব দেন আর পাঁচহাজারী মনসবদারের পদ অর্পণ করেন। সফদর জঙ্গের সহিত যুদ্ধে তিনি যে বিক্রম ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার বিনিময়ে সম্রাট নজীবের বাহিনীর বেতন বাবত তাঁহাকে নদীর মধ্যবর্তী ইলাকা দান করেন। চারমাস পর নজীবুদ্‌দওলা দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার অবস্থা সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়। মুগল দরবারের সহিত তাঁহার সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। দেখিতে দেখিতে রাজধানীর সকল প্রকার রাজনীতির তিনি কর্ণধারে পরিণত হন। ১৭৬১ হইতে ১৭৭০ পর্যন্ত তিনি দিল্লীর বিশিষ্টতম পুরুষ ছিলেন।

প্রচলিত শিক্ষার দিক দিয়া নজীব উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু কঠোর অধ্যবসায়, বিশ্বস্ততা আর অভিজ্ঞতা দ্বারা মানুষ যে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে, সেদিক দিয়া তাঁহার কেহ জুড়ি ছিল না। ইহার পর ১৭৫৩ সন হইতে হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর সাহচর্য সোনায় সোহাগার মত তাঁহার মধ্যে স্বজাতিবাৎসল্য ও ধর্মপরায়ণতার অপূর্ব সমাবেশ ঘটাইয়া দেয়। সলজোকীরা আব্বাসী খিলাফত রক্ষা করার জন্য যাহা করিয়াছিল, তাঁহার নেতৃত্বে রোহিলারাও মুগল সাম্রাজ্যের রক্ষাকল্পে ঠিক তাহাই করিয়াছিল।

নজীবুদ্‌দওলা কর্তৃক ৯শত বিদ্বান প্রতিপালিত হইতেন সর্বনিম্ন হইতে সর্বোচ্চশ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেকেই ৫ টাকা হইতে ৫ শত টাকা মাসিক বৃত্তি পাইতেন। হযরত শাহ সাহেবের রহীমিয়া মাদরাসার নিয়মানুসারে তিনি নজীবাবাদেও একটি বিরাট শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রহীমিয়া মাদরাসার মত এই মাদরাসাটিও শাহ সাহেবের রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল, নজীবুদ্‌দওলা প্রত্যেক দুরূহ সমস্যায় শাহ সাহেবের শরণাপন্ন হইতেন এবং তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্য চাহিতেন। মারহাট্টা, শিখ আর জাঠদের মিলিত শক্তি যখন দিল্লী চড়াও করে, তখন তাঁহারই পরামর্শক্রমে নজীবুদ্‌দওলা এই ত্রিশক্তির এককভাবে সম্মুখীন হইয়াছিলেন। আহমদ শাহ আব্দালীকে ভারতাগমনের জন্য শাহ সাহেব যে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন, নজীবুদ্‌দওলা উক্ত ব্যাপারে শাহ সাহেবের সহচর ছিলেন এবং পানিপথের সমরক্ষেত্রে এ্যাডভান্স গার্ডের তিনিই প্রধান পরিচালক ছিলেন। আব্দালীর ভারতাগমন, নজীবুদ্‌দওলার সহিত তাঁহার যোগাযোগ, পানিপথের সংগ্রাম, মারহাট্টাশক্তির পতন, নজীবের আমীরুল উমারা পদে নিয়োগ সমস্তই শাহ ওলীউল্লাহর চেষ্টাতেই হইয়া ছিল। যদুনাথ সরকার লিখিয়াছেন, নজীবুদ্‌দওলার কোন গুণের যে সবচাইতে অধিক প্রশংসা করা যায়, একজন ঐতিহাসিকের পক্ষে তাহা নির্ণয় করা বাস্তবিক দুঃসাধ্য। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার বিস্ময়কর নেতৃত্বের, না বিপদে তাঁহার দূরদর্শিতা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার, না তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সদগুণাবলীর, যাহার ফলে সম্পূর্ণ প্রতিকুল অবস্থাও তাঁহার অনুকূল ধারণ করিত? Fall of the Mughal Empire P. P. 416

১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর নজীবুদ্‌দওলা পরলোকবাসী হন-ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

৩. বাঙলার কবি গঙ্গারাম এই মারহাট্টা কুক্কুরদের পাশবিক অত্যাচারের যে ভয়াবহ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, ড. যদুনাথ সরকার তাঁহার Fall of the Mughal Empire গ্রন্থে তাহা উধৃত করিয়াছেন। কবি লিখিয়াছেন, বর্গীরা গ্রামাঞ্চলে লুটতারাজ শুরু করিরা দেয়। তাহারা লোকদের নাসিকা ও কর্ণ আর হস্ত ছেদন করিতে থাকে। সুন্দরী রমণীদের তাহারা দড়িতে বাঁধিয়া লইয়া যায়। এক বর্গী এক রমণীর সহিত বলাৎকার করার পর অপরাপর বর্গীরা তাহার সহিত পর্যায়ক্রমে বলাৎকার করিতে থাকে আর অসহায়া নারীর হৃদয়বিদারক চীৎকারে আকাশ কম্পিত হয়। তাহারা গৃহস্থদের বাড়ীঘর জ্বালাইয়া দেয় আর এইভাবে বাংলাদেশের সর্বত্র লুঠমার করিয়া বেড়াইতে থাকে। V. I. P. P. 89

(১১২ পৃ.)। শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস বলিয়াছেন, প্রথমে নাদির শাহ পরে মারহাট্টা ও জাঠদের বিরামহীন লুণ্ঠন, শোষণ আর অত্যাচার ও পীড়নের ফলে শেষ পর্যন্ত দিল্লীর নাগরিকরা স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদের লইয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাপাইয়া পড়িয়া ভস্মীভূত হইবার সংকল্প করিয়াছিল।[৪]

ভারতের রাষ্ট্রীয় পতনযুগের এই নিদারুণ সন্ধিক্ষণে দিল্লীর মুগলসাম্রাজ্য যখন বালকদের হস্তের ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছিল, ঘরে-বাহিরে সর্বত্র স্বার্থলোলুপতার ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার হইয়া পড়িয়াছিল, জনগণের মধ্যে নৈরাশ্য ও মানসিক দীনতা গোটা সমাজকে স্থবির ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়া ফেলিয়াছিল, শাসকগোষ্ঠী বিলাসব্যসনে ও আমোদ-প্রমোদে আকণ্ঠ ডুবিয়া কাপুরুষতার চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিল, আমীর-উমারা ও সেনানায়করা দলাদলির বিষ ছড়াইয়া রাজ প্রসাদ হইতে রাস্তাঘাট পর্যন্ত কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল, সামরিক বাহিনী বিশৃংখল ও বিশ্বাসঘাতক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অপদার্থ বাদশাহরা শত্রুদের প্রতিরোধ করিতে অক্ষম হইয়া টাকার বিনিময়ে তাহাদের নিকট হইতে সন্ধি ক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে দিল্লীর এক মহাপ্রজ্ঞাবান আলিম, যিনি সচরাচর একজন মুহাদ্দিস, সুফী ও সমাজ সংস্কারকরূপে আখ্যাত হইয়া থাকেন, জাতির রক্ষাকল্পে আর মুসলমানদের রাজ্যকে মারাঠা, জাঠ ও শিখ আততায়ী দস্যুদের কবল হইতে পুনরুদ্ধার করার উদ্দেশ্যে আগাইয়া আসিয়াছিলেন।

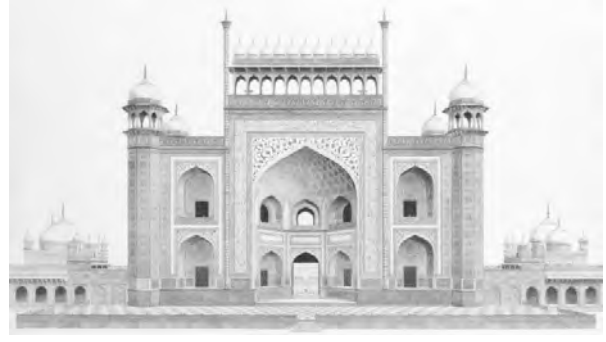

তিনি সেই সংকট মুহূর্তে যে অতুলনীয় ও কুশাগ্র রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, আযাদ পাকিস্তানের নাগরিকদের পক্ষে তাহার কথা বিস্মৃত হওয়া অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। পাকিস্তানের যে প্রথম মহান নেতার কথা আমরা বলিতে চাই, তিনি হইলেন ভুবনবিখ্যাত বিদ্বান, মহাযশস্বী দার্শনিক, মুহাদ্দিস ও অর্থনীতিবিশারদ শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ)। আমরা তৎকালীন ধর্মীয় ও নৈতিক পতনের কাহিনী এবং এ বিষয়ে হযরত শাহ সাহেবের সংস্কার আন্দোলনের বিবরণ এই নিবন্ধে আলোচনা করিব না। শুধু তাঁহার রাজনৈতিক তৎপরতার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

মুগলগৌরব সম্রাট আলমগীর ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার ওফাতের ৫ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে (১১১৩ হিঃ) শাহ ওলীউল্লাহ জন্মগ্রহণ করিয়া শাহ আলম বাদশাহর রাজত্বের ৭ম বর্ষে আর পলাশীযুদ্ধের ৮ বৎসর পর ১৭৬৫ সনে জান্নাতবাসী হন। শাহ সাহেব তাঁহার জীবদ্দশায় দিল্লীর সিংহাসনে বার জন বাদশাহকে উপবেশন করিতে দেখিয়াছিলেন। যথা- আলমগীর, বাহাদুর শাহ, জাঁহাদার শাহ, ফররুখসিয়র, নেকোসিয়র, রফীউদ্‌দরজাত, মুহাম্মদ শাহ, মুহাম্মদ ইব্‌রাহীম, আহমদ শাহ, দ্বিতীয় আলমগীর ও শাহ আলম। মোটের উপর শাহ সাহেব মুগল সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত ও সর্বাপেক্ষা অধঃপতিত যুগদ্বয়ের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। মুগল সাম্রাজ্যের পতন ও সামাজিক দুরাবস্থার তিনি ভিন্ন ভিন্ন কারণ নিরূপিত করিয়াছেন। ধর্মীয় মতবাদ ও আচারব্যবহারে মুসলমানদের অবহেলা আর ধর্মীয় শিক্ষার অভাবকে তিনি সামাজিক দুরাবস্তার মূল কারণ আর অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে মুগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য তিনি দায়ী স্থির করিয়াছিলেন। এসকল বিষয়ে তিনি তাহার জগতবরেণ্য "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা" "তাফহীমাতে ইলাহিয়া" প্রভৃতি গ্রন্থে পুংখানুপুংখ আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি "হুজ্জাতুল্লাহ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "দেশের বর্তমান দুর্গতি ও অধঃপতনের প্রধান কারণ দুইটি : প্রথমতঃ রাষ্ট্রের কোষাগারে অর্থের অভাব। লোকদের বিনা পরিশ্রমে সৈন্য বা বিদ্বান হইবার দাবীতে সরকারী কোষাগার হইতে অর্থসংগ্রহ করার অভ্যাস। বাদশাহদের অনর্থক পুরস্কার ও বৃত্তি দেওয়ার রীতি; সুফী, দরবেশ ও কবিদের ওযীফা। রাষ্ট্রের কোন সেবা না করিয়াই ইহারা সরকারী কোষাগার হইতে জীবিকা সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীটি নিজেদের আর অন্যদের উপার্জনের পথ সংকুচিত করিয়া ফেলিয়াছে। আর দেশবাসীর ঘাড়ে বোঝা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"দ্বিতীয় কারণ, কৃষিজীবী, শিল্পী আর ব্যবসায়ীদের উপর গুরুভার ট্যাক্স আরোপ আর কঠোর উপায়ে সেই ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা। ইহার ফলে যাহারা রাষ্ট্রের অনুগত প্রজা, তাহারা সরকারী নির্দেশ পালন করিতে গিয়া সর্বস্বান্ত হইতেছে আর অবাধ্য বাকীদাররা অধিকতর অবাধ্য হইয়া পড়িতেছে আর বাকীর পরিমাণও বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দেশের সুখশান্তি আর রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধি নির্ভর করে হালকা ট্যাক্স-ব্যবস্থার উপর, আর যে পরিমাণ সৈন্য ও সরকারী কর্মচারী না রাখিলে নয়, কেবল সেই পরিমাণ সৈন্য ও সরকারী কর্মচারী নিয়োগ-ব্যবস্থার উপর। রাজনৈতিক নেতাদের এই বিষয়গুলি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।" (৪৪ পৃষ্ঠা)।

শাহ সাহেব মুগল সাম্রাজ্যের পতনের ৫টি কারণ নির্ণয় করিয়াছিলেন। ১. সরকারি ভূমির অপর্যাপ্ততা; ২. রাজস্বের

৪. মালফযতে শাহ আব্দুল আযীয।

স্বল্পতা; ৩. জায়গীরদারদের প্রাচুর্য; ৪. ইজারাদারির কুফল; ৫. সৈন্যদের প্রাপ্য নিয়মিতভাবে পরিশোধ না করা। মুগল রাজত্বের পতনের যেসব কারণ দিল্লীর রহীমিয়া মাদরাসার উস্তায নির্ণয় করিয়াছিলেন, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের অর্থবিশারদরা আজ দুইশত বৎসর পরও সেগুলির কোন একটি দফারও সংশোধন করিতে পারেন নাই। জাতীয় উত্থান ও পতনের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করিতে গিয়া শাহ সাহেব তাঁহার অমর গ্রন্থে যে বিস্তারিত ও বিস্ময়কর মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার এই যে, "কোন জাতির তমুদ্দনিক প্রগতি অবিচলিত থাকিলে তাহাদের শিল্প আর কারিগরীও উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে বাধ্য। কিন্তু শাসকগোষ্ঠি সুখ সম্ভোগ, বিলাসপরায়ণতা আর বাহ্বড়ম্বরে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে তাহাদের সমস্ত বোঝা শিল্পী, কৃষক আর কারিগরদের স্কন্ধেই পতিত হয়। ইহার ফলে সমাজের বৃহত্তর দল পশুর মত জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। জনগণকে অর্থনৈতিক সংকটে যবরদস্তভাবে নিক্ষেপ করিলে তাহারা গরু-গাধার মত কেবল রুটি উপার্জনের জন্যই পরিশ্রম করিতে থাকিবে। দেশবাসী এরূপ দুরবস্থার সম্মুখীন হইলে তাহাদের উদ্ধারকল্পে আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান সমাজের স্কন্ধ হইতে এই অবৈধ শাসনের বোঝা অপসারিত করার জন্য বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়" *(হুজ্জাতুল্লাহ ২০৮ ও ২৯২ পৃ:)*।

শাহ ওলীউল্লাহর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতবাদে এক বিরাট বাহিনী তাঁহার জীবদ্দশাতেই দীক্ষিত হইয়াছিল। শাহ আলম বাদশাহকে তিনি যে সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও তাহার গঠনমূলক পরিকল্পনাগুলির সুসম্পন্ন ইংগিত রহিয়াছে। শাহ সাহেব মুগল শাসকগোষ্ঠির প্রতি কোনদিন শ্রদ্ধাশীল ছিলেননা। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, অনতিকাল মধ্যেই মুগল সাম্রাজ্য উপমহাদেশ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু মুগলদের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে মুসলমানদের অস্তিত্বও চিরতরে নির্মূল হইয়া যাউক আর ভারত উপমহাদেশে হিন্দু, জাঠ, মারাঠা আর শিখদের রাজত্ব স্থাপিত হউক, ইসলামি তমদ্দুন, মতবাদ আর ধর্ম ভারতের বুক হইতে নির্বাসিত হইয়া পড়ুক, জাতির এই মহান নেতা তাহা বরদাশত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মুগল বাদশাহ শাহ আলমকে তিনি পুনঃপুনঃ হুঁশিয়ার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে তিনি উত্থান করেন নাই। কারণ তাহাতে বিভ্রাটের মাত্রাই শুধু বর্ধিত হইতনা, ইহার ফলে শত্রুপক্ষরাও সুবিধা ও প্রশ্রয় লাভ করিত। তাহারা শুধু মুগলদের বিরুদ্ধেই সমরসজ্জা করিয়া ক্ষান্ত থাকে নাই, পাঞ্জাবের শিখরা সমুদয় মুসলমানের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। আততায়ীদের অত্যাচারে নিষ্পেষিত দিল্লীর নিরপরাধ আবালবৃদ্ধবনিতার করুণ ক্রন্দনে শাহ সাহেব অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন বটে, কিন্তু দিশাহারা হন নাই। তাই সকল কাজ পরিহার করিয়া তিনি সর্বাগ্রে দৃঢ়হস্তে মারহাট্টা আততায়ীদের দমন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, শাহ সাহেব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মারহাট্টাদিগকে বিতাড়িত আর দেশকে তাহাদের প্রভাব হইতে মুক্ত করা মুগল বাদশাহদের সাধ্যায়ত নয়। দেশের ভিতরেও এই দুঃসাধ্য কার্য সমাধা করার যোগ্য কোন শক্তিমান পুরুষ ছিলনা। মুগল উমারা আর সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করারও কোন উপায় ছিলনা। এইরূপ সংগীন পরিস্থিতিতেও শাহ ওলীউল্লাহ দমিয়া না গিয়া মারহাট্টা ও জাঠদের বিরুদ্ধে জনমত কেন্দ্রীভূত করার জন্য তাঁহার ছাত্র ও ভক্ত-অনুরক্তগণের শক্তিশালী একটি জোট গঠন করিয়া ফেলিলেন। ইহাদের মধ্যে নওয়াব নজীবুদ্‌দওলা, সাআদুল্লাহ খান, হাফেয রহমতুল্লাহ, আহমদ খান বঙ্গশ, নওয়াব মজদুদ্‌দওলা, মওলানা সৈয়দ আহমদ, ছন্দী খান, নজীব খান, সৈয়দ মা'সূম, আবদুস্‌সত্তার খান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে নওয়াব নজীবুদ্‌দওলা সম্বন্ধে ডক্টর যদুনাথ সরকার মন্তব্য করিয়াছেন, স্বয়ং আহমদ শাহ আব্দালী ছাড়া সে যুগে নজীবুদ্‌দওলার সমকক্ষ কেহই ছিলনা। He had no equal in that age except Ahmad Shah Abdali *(Fall of the Mughal Emp Vol, ii P.P 4/5)*। শাহ সাহেবের নির্দেশ ও উৎসাহ ক্রমেই এই নজীবুদ্‌দওলা দিল্লীতে সর্বপ্রথম রঘুনাথরাও এর প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। শাহ সাহেবের সহচরবৃন্দের বিস্তৃত পরিচয়ের জন্য একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলিত হওয়া আবশ্যক। *-(ক্রমশঃ)*

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

সুখবর! সুখবর! সুখবর!

এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার মেডিসিন ও শিশু বিষয়ে নিয়মিত রোগী দেখছেন ও পরামর্শ দিচ্ছেন

ডাঃ এনামুল হাসান

ডি এম এফ (ঢাকা)
এম সি এইচ (ঢাকা শিশু হাসপাতাল)
মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট
মেডিসিন ও শিশু বিষয়ে অভিজ্ঞ

রোগী দেখার সময়: প্রতি সপ্তাহে রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার সকাল ৯.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৭.০০ পর্যন্ত।

যে যে বিষয়ে রোগী দেখবেন ও পরামর্শ দেবেন:

- উচ্চ রক্তচাপ (হাই প্রেশার) ও লো-প্রেশার।
- বুকে ব্যথা ও বুক ধরফর করা।
- মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা ও শারীরিক দূর্বলতা
- গলা বুক জ্বালা ও গ্যাসের সমস্যা।
- হাঁপানী অ্যাজমা, শ্বাসকষ্ট, কাশি, নিউমোনিয়া।
- ঘন ঘন প্রস্রাব ও প্রস্রাবে জ্বালা পোড়া।
- ডায়াবেটিস ও থাইরয়েড হরমনের সমস্যা।
- এলার্জি ও চুলকানি।
- কোমর ব্যথা ও বাত ব্যথা।
- শিরার সমস্যা সহ যে কোন ধরনের ব্যথা।
- শিশুদের সকল ধরণের সমস্যা।

চেম্বার: "মা চিকিৎসালয়"
বাঁশদহা বাজার, আহলেহাদীছ মসজিদের পশ্চিম পার্শে, সাতক্ষীরা।

মোবাঃ ০১৭৫৩-০২৭২৫৪, ০১৫১৭-০৬৬০৪৩

শামসুল আলম (যশোর)

*[জনাব শামসুল আলম (যশোর) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর সিনিয়র সহকারী (বাংলা) শিক্ষক। এছাড়াও তিনি 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর সম্মানিত সচিব। দ্বীনের পথে নিজেকে ধরে রাখতে আইনপেশার চাকচিক্যময় রঙিন জগৎ ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছেন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ছায়াতলে। ছাত্রজীবনে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে আধুনিকতার জোয়ারে গা না ভাসিয়ে এদেশের অনন্য দ্বীনী যুবসংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ব্যানারে ছাত্রদের মধ্যে অহি-র দাওয়াত প্রচার করেছেন নির্ভীকচিত্তে, সকল প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে। তার দীর্ঘ সাংগঠনিক জীবনের নানা স্মৃতি সম্পর্কে জানার জন্য অত্র সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন তাওহীদের ডাক-এর নির্বাহী সম্পাদক **আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। সাক্ষাৎকারটি পাঠকদের খেদমতে পেশ করা হ'ল]*

তাওহীদের ডাক : আপনি কেমন আছেন?

শামসুল আলম : আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ্র অশেষ রহমতে আমি ভাল আছি।

তাওহীদের ডাক : আপনার জন্ম ও পরিবার সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন।

শামসুল আলম : সঠিক জন্মসন বা তারিখ জানা নেই। তবে স্কুলের সার্টিফিকেট অনুযায়ী ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৯ খ্রি. আমার জন্মতারিখ। তবে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের কিছু স্মৃতি আমার মনে পড়ে। সে হিসাবে আমার বয়স আরও দুই তিন বছর বেশী হওয়ার কথা। যশোরের চৌগাছা উপযেলার ফুলসারা গ্রামে আমার জন্ম।

আমার দাদার নাম রইচউদ্দীন দফাদার। তিনি এলাকার সম্ভ্রান্ত ও সবচেয়ে ধনাঢ্য মুসলিম পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি ১৯৬৯ সালে অত্র এলাকার প্রথম হজ্জ পালনকারী। আমার পিতার নাম আব্দুল মান্নান, যিনি প্রায় ১০০ বছর বয়সে ২০১৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মাতা চিয়ারবানু প্রায় ৮৫ বছর বয়সে ১৪ই ডিসেম্বর ২০১১-এ মৃত্যুবরণ করেন। আমার বাবা-চাচারা ৩ ভাই ও ১ বোন ছিলেন। আমরা ৯ ভাই ও ২ বোন। বর্তমানে আমরা ৫ ভাই ও ২ বোন বেঁচে আছি। আমি তিন সন্তানের জনক। একমাত্র বড় মেয়ে জারিন তাসনীম (২৩) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর বালিকা শাখার ১ম ব্যাচের ১ম ছাত্রী। সে ২০১৪ সালে দাখিল পরীক্ষার পর ৯ মাসে সম্পূর্ণ কুরআন হিফয করে। অতঃপর বগুড়ার চক লোকমান ফাতিমা (রাঃ) মহিলা মাদ্রাসা থেকে ২০১৭ সালে দাওরায়ে হাদীছ ফারেগ হয়। বর্তমানে সে সিলেট সরকারী কামিল মাদ্রাসায় অনার্স ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী। সে বিবাহিতা এবং আতিফা (৫) ও নুসাইবা (২) নামক দুই কন্যার জননী। জামাতা আব্দুল আলিম ৩৩তম বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডার। বর্তমানে সে সিলেট সরকারী কামিল মাদ্রাসায় কর্মরত। বড় ছেলে খালিদ (২১) বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত। ছোট ছেলে সা'দ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ১০ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত।

তাওহীদের ডাক : আপনার শিক্ষাজীবন সম্পর্কে জানতে চাই।

শামসুল আলম : আমি আমার নিজ গ্রাম ফুলসারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, চৌগাছা থেকে ১৯৮৩ সালে ১ম স্থান অধিকার করে ৫ম শ্রেণী পাশ করি। অতঃপর আমার বড় ভাই প্রায় ৫ কি.মি. দূরে চৌগাছা শাহাদত বহুমুখী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। ফুলসারা গ্রাম থেকে মাঝে মধ্যে পায়ে হেঁটে স্কুলে যেতাম। বড় ভাই প্রধান শিক্ষক শফিউদ্দীন স্যারের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। সেদিন থেকে হেড স্যার আমার দিকে খুব খেয়াল রাখতেন। ৬/৭শ জন ছাত্র-ছাত্রীর সমন্বিত এই প্রতিষ্ঠানটিকে আমি খুব কাছ থেকে স্যারকে পরিচালনা করতে দেখেছি।। শুনতাম স্যারের প্রায় সকল ছাত্র-ছাত্রীর নাম মনে থাকত। তিনি আর পৃথিবীতে নেই।

১৯৮৫ সালে আমি যশোর ক্যান্টনমেন্ট কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হই। অতঃপর সেখান থেকে ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৮৯-৯০ সেশনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে অনার্স ১ম বর্ষে ভর্তি হই। ১৯৯২ সালে এল. এল. বি পরীক্ষায় ২য় স্থান এবং ১৯৯৩ সালে (পরীক্ষা হয় ১৯৯৫ সালে) এল. এল. এম (মাস্টার্স)-এ ২য় স্থান অধিকার করি। আমাদের সময় কেউ ১ম শ্রেণী পেত না বললেই চলে। পরীক্ষা শেষেই আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী মাদ্রাসায় শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হই। ১৯৯৯ রাজশাহী কলেজে বাংলা সার্টিফিকেট কোর্স করি। অতঃপর একই কলেজে ২০০৪ সালে ইসলামের ইতিহাসে মাস্টার্স পূর্বভাগ ও ২০০৬ সালে শেষভাগ সম্পন্ন করি।

তাওহীদের ডাক : বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আপনি কেন আইন বিষয় বেছে নিয়েছিলেন?

শামসুল আমল : আমার বাপ-দাদারা এক সময় অনেক সম্পদের মালিক ছিলেন। প্রায় শত বিঘার মত জমি ছিল। যে

কারণে আশেপাশের কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি অন্যায়ভাবে অনেক সম্পদ দখল করার চেষ্টা করত। এ নিয়ে মামলা-মোকদ্দমাও হ'ত। বাপ-চাচারা বেশী লেখাপড়া জানতেন না। সঙ্গত কারণেই বড় ভাইদের কথা হ'ল আমাকে ভাল উকিল হ'তে হবে। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পূর্বে সিনিয়র ভাইরা এবং হিতাকাঙ্খীদের নিকট শুনতাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ সময় সবচেয়ে কাংখিত বিষয় ছিল 'আইন'। এই বিষয় পড়ে ওকালতি ছাড়াও বিসিএস জুডিশিয়াল তথা বিচারক হওয়া যাবে। ব্যারিস্টারি করে হাইকোর্টে ১০/১৫ বছর পর প্র্যাক্টিস করলে বিচারক হওয়া যাবে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও চাকুরী করা যাবে। সুতরাং 'আইন' বিষয়টি পড়লে বহুমুখী ভাল ক্যারিয়ারের সম্ভাবনা রয়েছে। এগুলো বিবেচনা করেই বিষয়টি বেছে নিয়েছিলাম।

তাওহীদের ডাক : আপনি 'আইন' বিষয়ে পড়াশুনা করেও কর্মজীবনে কেন আইন পেশায় যান নি?

শামসুল আমল : আসলে শৈশবে বা প্রাথমিক ছাত্রজীবনে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা আমরা কখনও পাইনি। কিংবা সে সুযোগ আমার হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে প্রার্থিত সাবজেক্ট আইন। জুডিশিয়াল ক্যাডার, আইন পেশায় সুবর্ণ সুযোগ ছিল। 'যুবসংঘ' করতে এসে জানতে পারলাম আইন পেশা একটি অন্যায়ের সহযোগী পেশা। কেননা বর্তমানে দেশের আইন চলে বৃটিশ আইন মোতাবেক তথা মানব রচিত। অথচ কুরআনে রয়েছে, 'যারা আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করেনা তারা কাফির, যালিম ও ফাসিক *(সূরা মায়েদাহ ৪৪, ৪৫, ৪৭)*। এছাড়া এদেশের জজ, উকিল, আদালত, সাক্ষী অর্থাৎ পুরা বিচার পদ্ধতিটাই ইসলামের সাথে প্রায়ই সাংঘর্ষিক। আবার আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় উকিলদেরকে দেখলে অধিকাংশ মানুষই নাক শিটকায়। কারণ ব্যাপক দূর্নীতি ঢুকে যাওয়ায় মক্কেল-উকিলদের মধ্যে অনাকাংখিত বাক-বিতণ্ডার শেষ নেই।

তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় অবধারিতভাবে কিছু না কিছু মিথ্যা বলতে হয়। মক্কেলদের পক্ষে আইনী লড়াইয়ে জিততে হ'লে নির্দিষ্ট অপরাধের বাইরেও ধারা পরিবর্তন করতে হয়। যেমন কেউ অন্য পক্ষ দ্বারা ইটে মাথা ফাটিয়ে আসলে সেটা বলা হয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে বা রড দিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে জখম করা হয়েছে। যা সম্পূর্ণ মিথ্যার শামিল। ফৌজদারী আইনে মিথ্যার কিছু আশ্রয় না নিলে মামলায় শক্ত গ্রাউণ্ড পাওয়া যায় না। মক্কেলরা ন্যায়-অন্যায় বুঝতে চায় না। তারা চায় মামলায় জিততে। অপরপক্ষে দেওয়ানী মামলায় তুলনামূলক কম মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু আইনের ফাঁকে অনেক অসহায় মানুষ তার সর্বস্ব হারিয়ে ফেলে এবং এখনও ফেলছে।

যুগ যুগ ধরে মামলা চালিয়ে ভিটেমাটি বিক্রি করছে। এছাড়া এমনও কিছু আইন আছে যেমন- একজন পিতা তার মেয়েকে কিংবা কোন ছেলেকে ফাঁকি দিয়ে অন্য ছেলের নামে সম্পত্তি লিখে দিচ্ছে। যা ইসলামী আইনের বিরোধী। অথচ বৃটিশ আইনে তা বৈধ। এমনিভাবে নারী বিষয়ক, বিবাহ বণ্টননামা, ওয়ারিশদের ফাঁকি দেওয়ার রাস্তা রাষ্ট্র তথা সব আদালতের মাধ্যমে বৈধ করা হয়েছে। এরকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে। এসবই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। সেজন্য যেদিন থেকে 'যুবসংঘ'-এর দাওয়াত গ্রহণ করেছি, সেদিন থেকে এই পেশাকে আমি মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারিনি। একমাত্র আল্লাহ্‌র রাযী খুশীর জন্য এবং হালাল রূযী উপার্জনের কারণেই এ পেশাকে অপসন্দ করেছি।

তাওহীদের ডাক : আপনি কি জন্মগতভাবে আহলেহাদীছ? এমন কী বিষয় ছিল, যা আপনাকে আহলেহাদীছ হওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছিল?

শামসুল আলম : না, আমি জন্মগতভাবে আহলেহাদীছ নই। আমার পরিবার মূলত মাযহাবপন্থী। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পূর্বে আহলেহাদীছ কী তা জানতাম না। আমি যখন ১ম বর্ষের শেষ দিকের (১৯৯০) ছাত্র তখন বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন রেল স্টেশনের পার্শ্ববর্তী স্মৃতি ছাত্রাবাসে থাকতাম। আমার এক নিকটাত্মীয় ও পরম শ্রদ্ধাভাজন শফিক ভাই মাস্টার্স (বাংলা)-এর পরীক্ষার্থী ছিল। সে সূত্রে আমরা একত্রে ছিলাম। তিনি একদিন সম্ভবত আছর ছালাত শেষে বললেন, দেখ আলম! তোমরা যেভাবে ছালাত আদায় কর, তা সঠিক নয়। কেননা এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত নয়। আমি বললাম, তাহ'লে কোন ছালাত? উনি খুব সুন্দর করে বললেন, ওটাকে মাযহাবী ছালাত বলে। সত্যের প্রতি আমার খুব দুর্বলতা ছিল। তাকে বললাম, এ আপনি কী বললেন? বড় ভাই আপনি কি শী'আ না কাদিয়ানীদের কথা বলছেন? উনি বললেন, না ভাই ঠিকই বলেছি। তিনি কয়েকটি ছোট ছোট বই দিয়ে পড়তে বললেন।

বইগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। কিন্তু তাকে বললাম, ঐসব চটি বইয়ের কথা বিশ্বাস করি না। তিনি একদিন বিকালে আমাকে রাণীবাজার মাদ্রাসার ২য় তলায় নিয়ে যান। সেখানে দেখি একজন শ্যামলা মধ্যম দেহাবয়বের ভদ্রলোক বসে আছেন। শফিক ভাই পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, উনি ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যার। তৎকালীন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। ভাবলাম, তিনি তো অনেক বড় মাপের মানুষ। স্যারের সাথে অনেক কথা হ'ল। তিনি আমাকে কিছু বই দিলেন। পাশে বসা ছিল শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) ও আমীনুল ইসলাম (রাজশাহী) ভাই। আমীনুল ইসলাম ভাই আর বেঁচে নেই। আমি বইগুলো পড়লাম। বইয়ে দেয়া টীকার সাথে বাংলা বুখারী-মুসলিমের হাদীছ মিলে গেল। তখন তাদের কথা আমার ঠিক মনে হ'তে লাগল। আমার এলাকার আলেমদের সাথেও কথা বললাম। কিন্তু সঠিক উত্তর পেলাম না। সবকিছু বুঝে আমি একদিন কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল শুরু করি অর্থাৎ আহলেহাদীছ হয়ে যাই। আলহামদুলিল্লাহ! আমি আহলেহাদীছ হওয়ার পর এলাকার মানুষ ও আত্মীয়-স্বজনরা আমার বিরোধিতা করত।

আমার বাবাকে বলত তোমার সন্তান শী'আ হয়ে গেছে, কাদিয়ানী হয়ে গেছে ইত্যাদি। আল্লাহ্র ইচ্ছায় আমার পিতা-মাতা, এক ভাইঝি, পরে তার ছেলে, এক ভাইপো ভাগ্নেসহ ধীরে ধীরে অনেকে এ পথে ফিরে আসে। যারা এক সময় আমার দাওয়াতের বিরোধিতা করত, তারা অনেকেই এখন আহলেহাদীছ।

তাওহীদের ডাক : সাংগঠনিক জীবনের পূর্বে আমীরে জামা'আতের ব্যাপারে আপনার ধারণা কেমন ছিল?

শামসুল আলম : সাংগঠনিক জীবন বা আহলেহাদীছ হওয়ার পূর্বে আমীরে জামা'আতের ব্যাপারে শুনেছি তিনি বিরাট জ্ঞানী মানুষ। তবে এর বেশী কিছু জানতাম না।

তাওহীদের ডাক : আপনার পিতার সাথে আমীরে জামা'আতের কখনও সাক্ষাৎ হয়েছে কি?

শামসুল আলম : আমার পিতা ১৯৯৬ প্রথম সালে রাজশাহীতে আসেন। তখন আমি শিক্ষক হিসাবে মারকাযে থাকতাম। তার ইচ্ছা ছিল আমাদের এলাকায় যে মানুষটার নাম এত গুঞ্জরিত হয় সেই বিজ্ঞ শিক্ষক প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারকে দেখবেন। আমি স্যারের সাথে সাক্ষাৎ করানোর পর বাবার মন্তব্য হ'ল, 'সাতক্ষীরা মানে আমার এলাকার (যশোর) সন্তান হয়ে তিনি এত উঁচু মানের মানুষ যে রাজশাহী থেকে সারা দেশে সঠিক দ্বীনের প্রচার করে যাচ্ছেন! আমি অত্যন্ত খুশী। আল্লাহ যেন তাঁকে আরও বেশী বেশী সমাজের জন্য কাজ করার তাওফীক দান করেন'। এরপর তিনি কয়েকবার তাবলীগী ইজতেমায় এসেছেন এবং আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

তাওহীদের ডাক : আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় আহলেহাদীছ সংগঠনের পরিস্থিতি কেমন ছিল?

শামসুল আলম : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির হিংস্র ছোবলে যখন মতিহারের সবুজ চত্বর রক্তাক্ত, গণতন্ত্রের নামে হিংসা-বিদ্বেষের ছড়াছড়ি এবং মাযহাবী সংকীর্ণতা নিয়ে দ্বীন প্রচারে সমাজ সয়লাব। ঠিক তখনই আমি একটা সুন্দর পথের সন্ধান পেলাম। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার সুযোগ পেলাম। আমি ভেবেছিলাম আহলেহাদীছদের ভিন্ন কোন সংগঠন নেই। কিন্তু পরে আমার ভুল ভাঙলো। জমঈয়তে আহলেহাদীছ নামক সংগঠনের প্রধান নেতা প্রফেসর ড. আব্দুল বারী এবং এর অঙ্গ সংগঠন শুব্বানে আহলেহাদীছ, যার নেতা আরবী বিভাগের শিক্ষক এ কে এম শামসুল আলম। অপরদিকে অত্র বিভাগেরই শিক্ষক ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব 'যুবসংঘ'-এর প্রধান ব্যক্তিত্ব।

আমি প্রথমে 'যুবসংঘ'-এর দাওয়াত পাই। তবুও এত সুন্দর একটা আদর্শের মধ্যে এমন বিভক্তি মন থেকে মেনে নিতে পারছিলাম না। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে আমি আমার সাথী ভাইদের বললাম, দু'দলকে এক করা যায় কিনা? সকলে সমস্বরে হ্যাঁ প্রস্তাব দেন। দায়িত্ব পড়ল আমার ও আব্দুর রব (মেহেরপুর)-এর উপর। পরে যুক্ত হ'ল শিমুল (কলারোয়া)। আমাকেই মূলত এ বিষয়ে বেশী কাজ করতে হয়েছে। যেহেতু আহলেহাদীছদের দু'জন প্রধান নেতা একই বিভাগের এবং আমরাও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এতে আহলেহাদীছদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব বলে মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে। এসব বিষয় নিয়ে প্রথমে আমীরে জামা'আতের সাথে কথা বলি। তিনি আমাদেরকে সুন্দরভাবে কাগজপত্রসহ মৌলিক বিষয়গুলো অবগত করালেন। ফলে যুবসংঘকে জমঈয়ত থেকে পৃথক করে দেয়ার বিস্তারিত ইতিহাস জানতে পারলাম।

এরপর প্রফেসর শামসুল আলম স্যারের বিনোদপুর বাসায় যাই। এরপর খুলনায় প্রফেসর এইচ এম শামসুর রহমান (বিএল কলেজ, খুলনা)-এর নিকটে যাই। এরপর তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ডীন এবং ড. বারী ছাহেবের জামাতা প্রফেসর ড. এরশাদুল বারী স্যারের নিকটে যাই। তিনি এ উদ্যোগকে স্বাগত জানালেন। উনার কাছ থেকেও অনেক তথ্য পেলাম। তিনিও আমাদেরকে এগিয়ে যেতে বললেন।

এ বিষয় নিয়ে নবাবপুর, ঢাকার জমঈয়তের কেন্দ্রীয় অফিসে কয়েকবার গিয়েছি। সেখানে জমঈয়তের কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক রফীকুল ইসলাম, মাওলানা রফীকুল ইসলাম মাদানী (সাতক্ষীরা) সহ দেশের বিভিন্ন বিশিষ্টজনের সাথে কথা বলি। ভাবি ড. আব্দুল বারী ছাহেবের সাথে কথা বলার আগে তাঁর অধস্তন দায়িত্বশীলদের কথা ও মতামত নেয়া দরকার। এভাবে দীর্ঘ এক থেকে দেড় বছর কেটে গেল। সবার মনেই ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বাসনা দেখা গেল। সর্বশেষ ধাপ হিসাবে সম্ভবত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর শামসুল আলম স্যারের দফতরে ড. গালিব স্যারসহ বসার সময়ক্ষণ নির্ধারণ হ'ল। উভয় পক্ষ বসার জন্য সব ঠিকঠাক। সকাল ১১টা বাজে। তারিখ ঠিক মনে নেই। তবে ১৯৯১ সাল হ'তে পারে। আমরা অনেক আশা ও ভরসা নিয়ে অপেক্ষায় রয়েছি। কিন্তু হঠাৎ কোন একজন নেতা বললেন, 'বসে লাভ হবে না। এর আগেও অনেক বসা হয়েছে।' আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

এরপর বেশ কিছু দিন কেটে গেল। আমরা হতোদ্যম না হয়ে দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখলাম। ৩৫-৪০ জন ছাত্র নিয়ে রাবিতে দ্বীনের কাজ চলতে থাকে। এর মধ্যে আমি মনে মনে ঠিক করলাম কোন দিকে যাওয়া যায়। পরীক্ষা করলাম, অন্যান্য ছাত্রদের মনোভাব কী? সকলকে বললাম, এভাবে একটা নেতৃত্বের অধীনে না থেকে লক্ষ্যহীনভাবে আর কতদিন চলবে? সকলে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। এ বিষয়ে আপনি যেটা করবেন সেটাই আমরা মেনে নিব। এর মধ্যে আমরা উভয় দলের নেতৃবৃন্দকে কাছ থেকে আমল-আখলাক, নেতৃত্বের যোগ্যতা, গতিশীলতা, ইসলামী লেবাস, তাক্বওয়া, জ্ঞানের গভীরতা, সংগঠনের কর্মীদের কর্মতৎপরতা ও আমাদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় হলে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ

রক্ষা সবকিছু পরখ করলাম। আমরা দেখলাম এগুলোর প্রায় সবটাই 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মধ্যে রয়েছে। তাই আমরা আর দেরি না করে ড. গালিব স্যারের নেতৃত্বের অধীনে এসে সংগঠনে যুক্ত হয়ে গেলাম। আলহামদুলিল্লাহ! শুরু হ'ল বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আর এক অধ্যায়। আর এক সংগ্রামী জীবন।

তাওহীদের ডাক : অন্যান্য ইসলামী সংগঠন ছেড়ে আপনি কেন 'যুবসংঘে'র সাথে যুক্ত হলেন?

শামসুল আলম : আমাদের দেশ ও দেশের মানুষ গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, কমিউনিজমের মত বস্তুবাদী সংগঠনে বিশ্বাসী। তাদের সকলের মূল টার্গেট রাষ্ট্র ক্ষমতা। শুধুমাত্র নির্বাচন না, যে কোন প্রক্রিয়ায় ক্ষমতাসীন হয়ে তারা সমাজ শাসনের নামে শোষণ করতে চায়। তারা সংবিধানের দোহাই দিয়ে বলেন, জনগণই সর্বময় ক্ষমতার মালিক। ১৯৭২ সালের মানবরচিত সংবিধানের বাইরে কারও কোন কথা বলার সুযোগ নেই। যদি ইসলামের বিরুদ্ধে কোন বিষয় থেকেও থাকে যেমন- সুদ, ঘুষ, পতিতাবৃত্তি, মাদকতা, নেতা নির্বাচন পদ্ধতি, আইনের শাসন, বিচারহীনতা, শিক্ষা-সংস্কৃতি, মূর্তি-ভাস্কর্য নির্মাণ, দিবস পালন প্রভৃতি যা ইসলাম সমর্থন করে না। একইভাবে ইসলামী দলগুলোও নেতৃত্ব নির্বাচনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিটাই গ্রহণ করেছে। সে হিসাবে তারাও সত্যপথের অনুসারী নয়।

তাছাড়া সকল ইসলামী রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক দল এদেশে মাযহাবী সংকীর্ণতায় আবদ্ধ। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কথা বললেই তারা মুরুব্বী, বুযুর্গ ও ইমামদের দোহাই দেয়। এসব কথা বলা মানেই রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছকে অমান্য করা। রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ-নিষেধের বাইরে ইহকাল ও পরকালে কিভাবে মুক্তি সম্ভব? কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা অবলম্বন করলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হ'ল আল্লাহ্‌র কিতাব এবং আমার সুন্নাহ' *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৮৬)*।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বিভিন্ন অঙ্গনে যেমন সাংবাদিক হিসাবে, ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে, ছাত্রদের আবাসিক হলে, বিভাগের ভিতর কিংবা বাইরে সম্মানিত শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতির নোংরা ও হিংস্রতাপূর্ণ ভয়াবহ অবস্থা আমাকে ভীষণ পীড়া দিত। এছাড়াও তৎকালীন সময়ে ক্যাম্পাসে ব্যাপক সাড়া জাগানো একটি ইসলামী ছাত্র সংগঠনের ক্ষমতা বিস্তার কেন্দ্রিক হিংসাত্মক মনোভাব দেখে তাদেরকে মোটেও আদর্শিক মনে হয় নি। অন্যান্য ইসলামী সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে শিরক-বিদ'আতের সাথে আপোষকামীতা ছিল। পক্ষান্তরে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-কে একমাত্র আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য ও অনুসরণ এবং সালাফে ছালেহীনদের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জীবন-যাপনের প্রেরণাদানকারী সংগঠন বলে মনে হয়েছে। তাই বিভিন্ন আদর্শিক পার্থক্যের কারণেই এই জান্নাত পিয়াসী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হই। ***(ক্রমশঃ)***

দারুস সুন্নাহ বুক শপ

স্বত্বাধিকারী : মুহাম্মদ রেযাউল করীম

এখানে তাফসীর ও হাদীছ সহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে লিখিত সকল প্রকার ইসলামী বই-পুস্তক পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, মুছাল্লা (জায়নামায), খেজুর, মিসওয়াক এবং মহিলাদের হাত মোযা, পা মোযা ও হিজাবসহ অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাওয়া যায়।

Darussunnahlibraryrangpur
rejaul09islam@gmail.com
০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪০-৮১১৩৪৪

বিঃদ্রঃ কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে যত্ন সহকারে বই ও অন্যান্য পণ্য-সামগ্রী পাঠানো হয়।

আল-মানার ভবন (নীচতলা), সেন্ট্রাল রোড কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন, রংপুর

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু'আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী', নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ'তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।
বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

মুসলিম সমাজে প্রচলিত হিন্দুয়ানী প্রবাদ-প্রবচন

-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

(শেষ কিস্তি)

(৮৫) চ্যালা-চামুণ্ডা : 'চ্যালা-চামুণ্ডা' কোন প্রবাদ কিংবা প্রবচন নয় বরং বাংলায় বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ। চ্যালা হিন্দি শব্দ আর চামুণ্ডা সংস্কৃত ভাষার ধর্ম সম্পর্কিত শব্দ। উভয় শব্দের অর্থ নেতার সহচর, অনুগামী, সহযোগী ইত্যাদি। আমরা নেতার সহযোগীকে এক প্রকার ব্যাঙ্গার্থে 'চ্যালা-চামুণ্ডা' বলে থাকি। চ্যালা শব্দের সাথে আপত্তিকর কোন বিষয় না থাকলেও চামুণ্ডা শব্দের সাথে পৌরাণিক ঘটনা সংযুক্ত রয়েছে। 'রক্তবীজের ঝাড়' প্রবাদে আলোচনা করা হয়েছে যে, একবার শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক অসুর স্বর্গ দখল করে নেয়। তাদের সাথে দেবতাদের ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে দেবতাদের পক্ষে দেবী দুর্গা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে শুম্ভ ও নিশুম্ভের সেনাপতি দৈত্য চণ্ড ও মুণ্ডকে হত্যা করার জন্য দুর্গার কপাল থেকে এক দেবীর জন্ম হয়। সে দৈত্য চণ্ড ও মুণ্ডকে হত্যা করে তাদের মস্তক দুর্গার কাছে অর্পণ করে। সেই থেকে এই দেবীর নাম হয় চামুণ্ডা।[১]

যেহেতু এই দেবী দুর্গার সহযোগী হিসাবে কাজ করে সেকারণে সহচর বোঝানোর জন্য হিন্দু সমাজে 'চ্যালা-চামুণ্ডা' শব্দ ব্যবহৃত হয়। সেখান থেকে মুসলিম সমাজেও 'চ্যালা-চামুণ্ডা' শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এই শব্দ ব্যবহার করার অর্থ দাঁড়ায় দুর্গার সহযোগীর ন্যায় অনুচর। যা মুসলমানদের আক্বীদা পরিপন্থী ঘোর আপত্তিকর বিষয়। সুতরাং এ শব্দদ্বয় ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

(৮৬) মন্বন্তর : বাংলার ইতিহাসে ১১৭৬ বঙ্গাব্দের (ইংরেজি ১৭৭০ সাল) সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সাথে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' শব্দটি জড়িত।[২] ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এবং এর নামকরণ সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না। বাংলা অভিধান অনুযায়ী মন্বন্তর অর্থ আকাল, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি।[৩] অপরদিকে মন্বন্তর শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ হয় মনু + অন্তর। এখানে অন্তর অর্থ ব্যবধান। কিন্তু মনু অর্থ ব্রহ্মার মানসপুত্র, যা হিন্দু পুরাণের সাথে সম্পৃক্ত। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী পৃথিবীর স্রষ্টা ব্রহ্মার মন থেকে জন্ম নেওয়া সন্তানদের মানসপুত্র বলা হয়। ব্রহ্মার ১৪জন মনু তথা মানসপুত্র রয়েছে।[৪]

এই সমস্ত মানসপুত্রগণ পৃথিবী শাসন করেন। এক এক জনের রাজত্বকালকে এক মন্বন্তর বলা হয়। যা ত্রিশ কোটি সাতষট্টি লক্ষ বিশ হাজার (৩০,৬৭,২০,০০০) বছরের সমান। এই ১৪জন মনুর রাজত্বকালকে এক কল্প বলা হয়। ব্রহ্মার কাছে এক কল্প মাত্র এক দিন। এই এক দিনে ১৪জন মনুর রাজত্বকাল পালাক্রমে আবর্তিত হয়। এক মনুর রাজত্বকাল শেষ হ'লে অন্য মনু রাজ্যভার গ্রহণ করে। এক এক মনুর রাজত্বকালকে মন্বন্তর বলা হয়।[৫]

সুতরাং মন্বন্তর বলতে দেবতা ব্রহ্মার সন্তানদের রাজত্বকালের ব্যবধান বোঝানো হয়। যেহেতু এক মনুকাল অতিক্রান্ত হ'লে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এবং পরবর্তী মনু আবার নতুনভাবে সবকিছু শুরু করেন। সেহেতু ধারণা করা যায় যে, ১৭৭০ সালের বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষে ক্ষয়ক্ষতির পরে পুনরায় সবকিছু নতুনভাবে গড়ে উঠে বিধায় একে মন্বন্তরের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আবার মন্বন্তরের রাজত্বকাল দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় এবং ৩ বছরের দুর্ভিক্ষের চিহ্ন প্রায় ২৫ বছর যাবৎ পরিব্যাপ্ত ছিল; সে কারণে হ'তে পারে সময়ের সাথে তুলনা করার জন্য মন্বন্তরের উদাহরণ দেয়া হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে মুসলমানদের আক্বীদা বিরোধী শব্দ। অথচ আমরা না জেনেই হরহামেশা ব্যবহার করে যাচ্ছি।

(৮৭) সংজ্ঞা হারানো/সংজ্ঞা ফিরে পাওয়া : সংজ্ঞা সংস্কৃত শব্দ, যার অর্থ চেতনা, বুদ্ধি, জ্ঞান এবং সূর্য দেবতার স্ত্রী ইত্যাদি। 'সংজ্ঞা হারানো' কিংবা 'সংজ্ঞা ফিরে পাওয়া' শব্দ দ্বারা আমরা চেতনাহারা ও জ্ঞানে ফিরে আসা বুঝে থাকি। কিন্তু এই বাক্যদ্বয়ের সাথে চটকদার একটি পৌরাণিক কাহিনী রয়েছে। সেটি হ'ল, দেবতাদের শিল্পী বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞাকে বিবাহ করেছিরেন সূর্য দেব। তাদের বৈবস্বত মনু,

---

১. সুধীরচন্দ্র সরকার, পৌরাণিক অভিধান, প্রকাশক : শমিত সরকার (এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ষষ্ঠ সংস্করণ : মাঘ ১৩৯৬), পৃ. ১৬৭।

২. ১৭৬৫ সালে ইংরেজরা দিল্লির সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করে। বাংলার নবাবের হাতে থাকে নামে মাত্র প্রশাসনিক ক্ষমতা। রাজস্ব আদায় ও আয়-ব্যয়ের হিসাব থাকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানির কাছে। ক্ষমতাহীন নবাবের শাসনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি খাজনা আদায়ের নামে সীমাহীন শোষণ আর লুণ্ঠন শুরু করে। পাশাপাশি সেই সময় (১৭৬৮-১৭৬৯) অনাবৃষ্টির কারণে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। ফলে সৃষ্টি হয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। যা তিন বছর স্থায়ী হয়। জানা যায় এই দুর্ভিক্ষে তৎকালীন সমগ্র বাংলার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ প্রায় এক কোটি মানুষ খাবারের অভাবে মারা যায়। এই দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। কালের কণ্ঠ, ২৫শে জানুয়ারী ২০২২, পৃ. ৯।

৩. আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৬, পৃ. ১০৮১।

৪. তারা হ'লেন স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি এবং ইন্দ্রসাবর্ণি। সুবল চন্দ্র মিত্র, সরল বাঙ্গলা অভিধান, পৃ. ১০৫৭।

৫. সুধীরচন্দ্র সরকার, পৌরাণিক অভিধান, প্রকাশক : শমিত সরকার (এম.সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ষষ্ঠ সংস্করণ : মাঘ ১৩৯৬), পৃ. ৪১১।

যম (মৃত্যুর দেবতা) ও যমুনা (যমুনা নদী) নামে তিন সন্তান জন্মলাভ করে। কিন্তু সংজ্ঞা কিছুতেই সূর্যের তেজ সহ্য করতে পারছিলেন না। সেকারণে সংজ্ঞা নিজের যমজরূপ ছায়া নামে এক নারীকে সৃষ্টি করে নিজের সন্তানদের দেখাশুনার জন্য সূর্যের ঘরে রেখে বাবার বাড়ীতে চলে যায়। সূর্য বুঝতেই পারে না যে, সে যার সাথে সংসার করছে সে রমণী তার স্ত্রী নয়। এ পক্ষে তাদের শনি (শনি গ্রহ) নামে এক পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে। ছায়া নিজের সন্তানকে বেশী গুরুত্ব দিতেন এবং সতিনের সন্তানদের যত্ন নিতেন না। বিষয়টি সূর্যের কানে পৌঁছালে ছায়ার রহস্য ফাঁস হয়ে যায়। এতে সূর্য ক্ষেপে গিয়ে ছায়াকে অভিশাপ দিতে গেলে ছায়া সমস্ত কথা স্বীকার করে এবং সংজ্ঞার বাবার বাড়ীতে চলে যাওয়ার খবর প্রদান করে। সূর্য শ্বশুর বাড়ীতে গেলে জানতে পারে স্ত্রী তার তাপ সহ্য করতে না পেরে বাবার বাড়ীতে এসেছিল। কিন্তু বাবা বিশ্বকর্মা তাকে এ কাজের জন্য বকাবকি করেন এবং স্বামীগৃহে ফেরত যেতে বলেন। এদিকে সংজ্ঞা পিতার প্রতি অভিমানে স্বামীগৃহে না গিয়ে ঘোড়ার রূপ ধারণ করে ভ্রমণে চলে যায়। সূর্য তখন সমস্ত ঘটনা বুঝতে পেরে বিশ্বকর্মার কাছ থেকে নিজের তাপ কমিয়ে নিয়ে ঘোড়ারূপ ধরে সংজ্ঞার সাথে মিলিত হয়।[৬]

এ ঘটনায় দেখা যায় যে, যিনি পৃথিবীকে আলো দেন তিনি নিজেই অন্ধকারে রইলেন। ছায়াকে সংজ্ঞা ভেবে সংসার করলেন অথচ জানতেই পারলেন না যে তিনি সংজ্ঞা হারিয়েছে (অর্থাৎ তার জ্ঞান লোপ পেয়েছে বিধায় স্ত্রীকে চিনতে অসমর্থ হয়েছেন)। পরবর্তীতে স্ত্রী চলে যাওয়ার কারণ বুঝতে পেরে সংজ্ঞাকে ফিরে পান (অর্থাৎ তার জ্ঞান ফিরে আসে)। ধারণা করা হয় সংজ্ঞাকে হারিয়ে পুনরায় ফিরে পাওয়ার ঘটনার আলোকেই জ্ঞান হারানো ও জ্ঞান ফিরে পাওয়ার অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।

(৮৮) ধ্রুব সত্য : ধ্রুব সংস্কৃত শব্দ। যার বাংলা অর্থ স্থির, নিশ্চল, দৃঢ়, বদ্ধমূল ইত্যাদি।[৭] আকাশের উত্তর দিকে স্থির নক্ষত্র ধ্রুবতারা নামে পরিচিত। যা দেখে নাবিকরা দিক নির্ণয় করে থাকে। চরম সত্যের উদাহরণ বোঝাতে আমরা 'ধ্রুব সত্য' বাক্যটি ব্যবহার করে থাকি। ধ্রুব শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ স্থির বা দৃঢ় হওয়ার পেছনে একটি পৌরাণিক কাহিনী বিদ্যমান রয়েছে। পৌরাণিক রাজা উত্তানপাদের সুরুচি ও সুনীতি নামে দুই স্ত্রী ছিল। তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী সুরুচিকে প্রথম স্ত্রী সুনীতির চেয়ে বেশী ভালবাসতেন। রাজা সুরুচির প্ররোচনায় সুনীতিকে অন্যায়ভাবে বনবাস দেন। একদিন বনে শিকার করতে গিয়ে ঘটনাক্রমে রাজা সুনীতির কুটিরে উপস্থিত হয়ে পরস্পরে মিলিত হন। তাদের ধ্রুব নামে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। একদিন শিশুপুত্র ধ্রুব সৎভাইদের সিংহাসনে বাবার কোলে বসে থাকতে দেখে সেও বাবার কোলে বসতে চাইল। কিন্তু সৎমায়ের দুর্ব্যবহারে অপমানিত হয়ে নিজ মায়ের কাছে ফিরে গিয়ে অভিযোগ দিল। মা তাকে বিষ্ণুর আরাধনা করতে বললেন। পাঁচ বছরের ছোট্ট শিশু বনে গিয়ে কঠোর তপস্যা শুরু করল। অন্যান্য দেবতারা কঠোর তপস্যায় ভীত হয়ে ধ্যান ভঙ্গের জোর চেষ্টা চালালো কিন্তু সে অবিচল থেকে ধ্যান অব্যাহত রাখল। পরিশেষে বিষ্ণু তাকে রাজ্য এবং সকল তারা ও গ্রহের উপর ধ্রুবতারা হিসাবে আশ্রয়দানের প্রতিশ্রুতি দিল।[৮]

ধ্রুব যেহেতু লক্ষ্য অর্জনে ধ্যান অবস্থায় স্থির ও অবিচল ছিল সেহেতু ধ্রুব অর্থ সুদৃঢ়। তদ্রূপ ধ্রুবতারা উত্তর আকাশে চিরস্থায়ী অবিচল সত্যের প্রতীকরূপে বিদ্যমান থাকবে। তাই 'ধ্রুব সত্য' বাক্য দ্বারা ধ্রুবতারার ন্যায় চরম সত্য বোঝানো হয়। মূলত ধ্রুবতারা ও ধ্রুব সত্য নামকরণের মূল উৎস হিন্দু শাস্ত্রীয় বিষ্ণু পুরাণ। বাংলা সাহিত্যের প্রতি পরতে পরতে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির প্রভাব এতই প্রবল যে, এই সমস্ত শব্দ ও সাহিত্যের অনুসঙ্গগুলো বাদ দিলে হয়ত বাংলা শব্দসম্ভারই অস্তিত্ব সংকটে পড়ে যাবে। আর জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধিকাংশ অংশই তো পৌরাণিক কাহিনী নির্ভর। সেখানে ধ্রুবতারা একটি উদাহরণমাত্র!

(৮৯) আগুনে ঘি ঢালা : 'আগুনে ঘি ঢালা' বাক্যটি বাংলার মানুষের মুখে মুখে বহুল প্রচলিত একটি বাগধারা। যার ভাবার্থ হ'ল উত্তেজনা বৃদ্ধি করা। ঘি তৈলাক্ত পদার্থ হওয়ায় আগুনে ঘি ঢাললে আগুনের প্রজ্বলন বেড়ে যায়। অনুরূপভাবে কোন সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে ইন্ধন যুগিয়ে আগুনের ন্যায় উত্তেজনা সৃষ্টি করার প্রেক্ষাপটকে 'আগুনে ঘি ঢালা' উপমার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। আগুনে ঘি ঢালার সংস্কৃতি হিন্দু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান থেকে আগত যেটাকে আহুতি বলা হয়। অভীষ্ট ইচ্ছা পূরণের জন্য দেবতাদের সন্তুষ্ট করতে আগুন জ্বালিয়ে তাতে ঘি ঢালাকে আহুতি বলা হয়।[৯] ধারণা করা যায়, এখান থেকেই কালক্রমে উক্ত বাগধারার জন্ম। যদিও এই বাগধারা ব্যবহারে ইসলামী আক্বীদা বিনষ্ট হয় না। তথাপি এ বাক্য ব্যবহার করা থেকে বিরত হওয়া উত্তম। কেননা এ বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা ভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতির ধারক ও প্রচারক হয়ে যাচ্ছি।

(৯০) রাম ভজি কি রহিম ভজি : ধর্ম সম্বন্ধে সন্দিহান চেতনাকে উপলক্ষ্য করে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।[১০] সংস্কৃত ভজন শব্দের অর্থ দেবদেবীর গুণগান সম্বন্ধীয় সংগীত। অর্থাৎ আরাধনা বা উপাসনা করা। এই প্রবাদ দ্বারা উভয় সংকট বা সন্দেহ বোঝানো হয়েছে। ধর্ম সংকটে পড়ে রামের উপাসনা করা হবে নাকি রহিম তথা আল্লাহ্‌র ইবাদত করা হবে সেটা বুঝতে না পারার পরিস্থিতিকে 'রাম ভজি কি রহিম ভজি' বাক্য দ্বারা ভাবপ্রকাশ করা হয়। এই বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে নাঊযুবিল্লাহ আল্লাহকে রামের সমকক্ষ করা হয়েছে। সুতরাং কোন মুসলিমের এই প্রবাদ মুখে উচ্চারণ করা উচিত নয়।

---

৬. *সুধীরচন্দ্র সরকার, পৌরাণিক অভিধান, পৃ. ৫২৩।*
৭. *আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৭০৬।*
৮. *সুধীরচন্দ্র সরকার, পৌরাণিক অভিধান, পৃ. ২৫৯-৬০।*
৯. *সুবল চন্দ্র মিত্র, সরল বাঙ্গলা অভিধান, পৃ. ২৪০।*
১০. *সুবল চন্দ্র মিত্র, সরল বাঙ্গলা অভিধান, পৃ. ১৬০৯।*

বরং এর পরিবর্তে একই অর্থ বহনকারী বাক্য শাঁখের করাত, দুই নৌকায় পা, জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘ ইত্যাদি বাগধারাগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৯১) বলির পাঁঠা : হিন্দু ধর্মানুসারে দেবতাদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করাকে বলি বলা হয়। তাদের পশু বলির পদ্ধতিকে নির্মম পশু হত্যা বললেও অত্যুক্তি হবে না। দশ প্রকার পশু দিয়ে বলি দেয়া হয়।[১১]

উপমহাদেশের পৌত্তলিক সমাজে সাধারণত কালি পূজায় পাঁঠা বলি দেয়া হয়। বলির পশু অন্যের পাপ মুক্তি কিংবা অভিষ্ট ইচ্ছা পূরণের জন্য যবেহ করা হয়। আমরা কখনো নিজের কৃত ভুলের কারণে কিংবা অন্যের কৃত দোষে এমন পরিস্থিতির স্বীকার হই যা আমাদেরকে বিপাকে ফেলে দেয়। এমন পরিস্থিতির সাথে তুলনা করার জন্য 'বলির পাঁঠা' বাগধারাটি ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ বলির পাঁঠার ন্যায় শোচনীয় অবস্থা বোঝানো হয়। আমরা সচরাচর আত্মোৎসর্গ বা সীমাহীন ত্যাগ বোঝাতে 'বলিদান' শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। যেহেতু বলি হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির অংশ সেহেতু বলিদানের পরিবর্তে আমাদের কুরবানী শব্দ ব্যবহার করা উচিত।

(৯২) দিগ্গজ : সংস্কৃত 'দিগ্গজ' শব্দের অর্থ আট দিক রক্ষাকারী হাতি। পৌত্তলিকদের বিশ্বাস অনুযায়ী পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, নৈর্ঋত, ঈশান, অগ্নি ও বায়ু এই আটদিকের আটকোণ রক্ষা করেন যথাক্রমে ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম ও সুপ্রতীক নামক আটটি হাতি। এই আটদিকের যাবতীয় বিষয়ে তারা জ্ঞান রাখে এবং এসমস্ত এলাকার সকল সংবাদ দেবতাদের জানায়। সেজন্য তাদের মহাপণ্ডিত বিবেচনা করা হয়। মূলত এখান থেকেই বাংলা ভাষায় 'দিগ্গজ' অর্থ বিশেষণে মস্ত বড়, প্রখ্যাত ব্যক্তি অর্থ করা হয়েছে।[১২] তবে ড. মোহাম্মাদ আমীনের মতে, 'দিগ্গজ' শব্দের আভিধানিক অর্থ (ব্যাঙ্গার্থে)-মহামূর্খ, হস্তি মূর্খ।[১৩] এখানে অর্থ যা-ই হোক না কেন উৎস যেহেতু পৌরাণিক ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে সেহেতু এই শব্দ পরিতাজ্য।

(৯৩) লোমহর্ষক/রোমহর্ষক : বাংলা অভিধান অনুযায়ী রোম বা লোম অর্থ শরীরের সূক্ষ্ম পশম। অপরদিকে হর্ষণ অর্থ হর্ষজনক, শিহরণ, আনন্দদায়ক কিংবা শিউরে বা খাড়া করে তোলে এমন। সেখান থেকে 'লোমহর্ষক' অর্থ শিহরিত করে এমন। ভারতীয় পুরাণ মতে, 'রোমহর্ষণ' বা 'লোমহর্ষণ' ঋষি বেদব্যাসের একজন প্রধান শিষ্য। ঋষি বেদব্যাস ধর্মগ্রন্থ বেদকে চারভাগ করে প্রথমত চারজন শিষ্যকে শিক্ষা দেন। রোমহর্ষণ সে চারজনের অন্তভুক্ত ছিল। রোমহর্ষণ স্বীয় গুরুর নিকট শিক্ষা গ্রহণের সময় উত্তেজনায় তার গায়ের পশম (রোম/লোম) হর্ষিত হচ্ছিল অর্থাৎ শিউরে উঠে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল বলে তার নাম হয় 'রোমহর্ষক'।[১৪] সেখান থেকেই কোন কারণে উত্তেজনায় গায়ের পশম দাঁড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে 'রোমহর্ষক/লোমহর্ষক' শব্দ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বাংলায় সাধারণত ভয়ংকর কোন কিছু বোঝাতে যেমন 'লোমহর্ষক কাহিনী', 'লোমহর্ষক ব্যাপার' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়।

(৯৪) চক্ষু চড়ক গাছ : বাংলা চৈত্র মাসের শেষ দিনকে পৌত্তলিকগণ চৈত্র সংক্রান্তির দিন বলে থাকেন। এদিন শিবভক্ত সন্ন্যাসীরা 'গাজন' নামে এক প্রকার অনুষ্ঠান করে। 'চড়ক' গাজন উৎসবের পর্ববিশেষ। চড়ক উৎসবে গাজন সন্ন্যাসীদের ঘুরপাক খাওয়ার বাঁশের খুঁটিবিশেষ কে 'চড়ক গাছ' বলা হয়।[১৫] সংস্কৃত শব্দ 'চক্র' থেকে বিশেষণ হিসাবে 'চড়ক' শব্দের উৎপত্তি। গাজনের দিন একটি বাঁশের খুঁটিতে আড়া বেঁধে সন্ন্যাসীরা দঁড়ির এক প্রান্তে লোহার হুক এঁটে দিয়ে সেটা নিজেদের পিঠে ফুঁড়িয়ে নিয়ে বাঁশের সাথে চক্রাকারে ঘুরপাক খেতে থাকেন। বিভিন্ন ধরণের দৈহিক যন্ত্রণা যেমন- পিঠে, হাতে, পায়ে, জিহ্বায় এবং শরীরের অন্যান্য অঙ্গে বাণ বা শলাকা বিদ্ধ করা হয়। কখনো কখনো জ্বলন্ত লোহার শলাকা গায়ে ফুঁড়ে দেয়ার মাধ্যমে কষ্ট ভোগ করায় নাকি ধর্মের অঙ্গ বিবেচিত হয়। ১৮৬৫ সালে ইংরেজ সরকার আইন করে এ নিয়ম বন্ধ করলেও এখনো তা প্রচলিত আছে।[১৬] যে কাজ সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে করা অসম্ভব এমন কাজ কাউকে করতে দেখলে যে কেউ বিস্ময়ে হতবাক হবে এটাই স্বাভাবিক। তেমনি চড়কপূজারীদের উপরোক্ত কর্মকাণ্ড দেখে মানুষ হতবাক হয়ে যায়। সেকারণে এই উৎসবকে উপজীব্য করে 'চক্ষু চড়ক গাছ' বলতে বিস্ময়ে হতবাক হওয়া বোঝায়।

(৯৫) রামপাঠ : 'রামপাঠ' মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত একটি প্রবচন। রাম অর্থ যেমন বড় বোঝায় তেমন অযোধ্যার রাজা দশরথ পুত্র বিষ্ণুর সপ্তম অবতার রামচন্দ্রকেও বোঝায়। রামচন্দ্রের জীবন ও কর্ম নিয়ে ৭ কাণ্ডে ২৪,০০০ শ্লোকের সমন্বয়ে 'রামায়ণ' গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। রামায়ণের সুবিশাল এ রাম কাহিনী পাঠ সময় সাপেক্ষ্য ও কষ্টসাধ্য বিষয়। 'রামপাঠ' প্রবচনটি আমরা কিঞ্চিৎ ব্যাঙ্গার্থে যা শেষই হয়না এমন বিরক্তিকর অর্থে প্রয়োগ করে থাকি। কোন বিষয় সংক্ষিপ্ত পরিসরে সমাপ্ত না করে বিস্তারিত পাঠ করতে গেলে সে অবস্থাকে 'রামপাঠ' প্রবচন দ্বারা ভাব প্রকাশ করা হয়। যেমন আমরা যদি বলি সে রামপাঠ শুরু করল। অর্থাৎ সে এমন একটা বিষয় শুরু করেছে যেটা বিস্তর ঘটনাপ্রবাহ সমৃদ্ধ এবং যা রামায়ণের রাম কাহিনীর ন্যায় সহজে শেষ হওয়ার নয়। রামায়ণ ও রাম উভয়েই পৌরাণিক চরিত্রের অংশ। সুতরাং এ শব্দ মুসলমানদের জন্য ব্যবহার উপযোগী নয়।

---

১১. সেগুলো হ'ল-হরিণ, ছাগ বা পাঁঠা, ভেঁড়া, মহিষ, শূকর, শজারু, খরগোশ, গুইসাপ, কুমির, গণ্ডার। সুবল চন্দ্র মিত্র, সরল বাঙ্গলা অভিধান, পৃ. ৯১৯।

১২. সরল বাঙ্গলা অভিধান, পৃ. ৬৮২।

১৩. ড. মোহাম্মাদ আমীন, পৌরাণিক শব্দের উৎস ও ক্রমবিবর্তন, পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি., প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০২২, পৃ. ২৬৫।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৬।

১৫. আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৪৪১।

১৬. মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান, যার যা ধর্ম : বাংলা ভাষায় প্রথম ধর্ম অভিধান, পৃ. ১৪৬।

(৯৬) হরিলুট : বাংলা একাডেমী আধুনিক বাংলা অভিধান মতে, সংস্কৃত হরি ও বাংলা লুট শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হরিলুট অর্থ- (বিশেষ্যে) হরি সংকীর্তনের পর ভক্তদের মাঝে হরির নামে বাতাসা প্রভৃতি ছড়িয়ে দেওয়ার সংস্কার।[১৭] সরল বাঙ্গালা অভিধান মতে, তুলসীতলায় নারায়ণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত মিষ্টান্নাদি সকলের মধ্যে বিতরণ।[১৮]

অর্থাৎ নারায়ণ তথা বিষ্ণুর পূজা পরবর্তী তাঁর নামের মিষ্টান্নবিশেষ তুলসী গাছের প্রাঙ্গণে উপাসকদের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ভক্তগণ কল্যাণের আশায় হুড়াহুড়ি করে সেগুলো লুট করতে থাকে। এই সংস্কৃতিকেই হরি নামের প্রসাদ গ্রহণ তথা 'হরিলুট' বলা হয়। বাংলা বাগধারায় 'হরিলুট' অর্থ অপচয় করা। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে 'হরিলুট' দ্বারা হরির প্রসাদের ন্যায় মাগনা পাওয়া জিনিস গ্রহণ করা অর্থ প্রকাশ করে। যে অর্থই প্রকাশ করুক না কেন এর উৎসমূল হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির নগ্ন আগ্রাসন জানান দেয়।

(৯৭) রামধনু/রংধনু : এক পশলা বৃষ্টির পর সূর্যের বিপরীত দিকে ধনুকের ন্যায় বৃত্তচাপযুক্ত সাত রঙের যে আলোক বিচ্ছুরণ দেখা যায় তাকেই 'রংধনু' বলা হয়। বাংলাদেশে রংধনুর ব্যবহার ব্যাপক হ'লেও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে রামধনু ও ইন্দ্রধনু বহুল প্রচলিত। সেকারণে বাংলা ভাষাতেও এর প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। রামধনু ও ইন্দ্রধনু শব্দদ্বয় রংধনুর সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পৌরাণিক বিশ্বাস মতে, রংধনু দেখতে রামের ধনুকের ন্যায় বাঁকা তাই সেটা রামধনু। আবার বৃষ্টির পর নাকি দেবতাদের রাজা ইন্দ্র তাঁর সাত রঙা ধনুক রোদে শুকাতে দেন। সেটাই ইন্দ্রধনু যা আমরা আকাশে রংধনু হিসাবে দেখতে পাই।[১৯] রাম বা ইন্দ্রের প্রতি হিন্দুদের ধর্মীয় আবেগ থাকায় বিজ্ঞানসম্মত রংধনু কাল্পনিক বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিবর্তন হয়ে রামধনু ও ইন্দ্রধনুতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই বিশ্বাস এতই সুদৃঢ় যে, ২০১৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের বই-পুস্তকে রামধনুর পরিবর্তে রংধনু লেখার কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল। বলা হয়েছিল পাঠ্যপুস্তক থেকে রাম শব্দ সরিয়ে ইসলামীকরণ (?) করা হয়েছে।[২০] যাহোক এ শব্দদ্বয়ের সাথে মুসলমানদের কোনই সম্পর্ক নেই। বরং আমাদের জন্য 'রংধনু' শব্দই শ্রেষ্ঠ।

(৯৮) দিব্য মহার্ঘ্য : 'দিব্য' ও 'মহার্ঘ' ভিন্ন দুটি শব্দ। কিন্তু অর্থের সাথে ব্রাহ্মণ রীতি বিদ্যমান। দিব্য শব্দের অর্থ স্বর্গীয়, আকাশোৎপন্ন, সুন্দর, মনোহর, উৎকৃষ্ট ইত্যাদি।[২১]

এক কথায় দেবতা প্রদত্ত উৎকৃষ্ট বস্তু। আমরা প্রায়শ দিব্যচক্ষু, দিব্যজ্ঞান, দিব্যদৃষ্টি, দিব্যদর্শী শব্দগুলো ব্যবহার করি। মোটামুটি সবগুলো শব্দের অর্থ দেবতা প্রদত্ত গায়েব দেখার বা গায়েব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার অলৌকিক ক্ষমতা। সুতরাং এখান থেকে বোঝা যায় যে, দিব্য শব্দটার সাথে ব্রাহ্মণ রীতি-রেওয়াজ প্রকটভাবে যুক্ত। অপরদিকে, 'অর্ঘ' ও 'অর্ঘ্য' শব্দ দুটির বানান ও অর্থে ভিন্নতা থাকলেও উচ্চারণ অভিন্ন। 'অর্ঘ' অর্থ মূল্য এবং 'অর্ঘ্য' অর্থ পূজার উপকরণ, মান্য অতিথিকে বরণের জন্য মালা, চন্দন প্রভৃতি উপচার।[২২]

'অর্ঘ্য' শব্দটি কবি-সাহিত্যিকগণ স্বীয় সাহিত্যকর্মে ব্যবহার করেছেন। যেমন- কবি সুফিয়া কামাল 'তাহারেই পড়ে মনে' কবিতায় 'অর্ঘ্য বিরচন' শব্দ প্রয়োগ করে বসন্ত ঋতুকে ফুল, চন্দন দিয়ে বরণ করার কথা ব্যক্ত করেছেন।[২৩]

ব্রাহ্মণগণ দৈনন্দিন সকালে সূর্যকে 'অর্ঘ্য' প্রদানের মাধ্যমে বরণ করে থাকেন। এক্ষণে 'অর্ঘ' এবং 'অর্ঘ্য' উভয় শব্দের পূর্বে মহা উপসর্গ বসলে অর্থ হয় যথাক্রমে অত্যন্ত মূল্যবান এবং পূজার মহা উপকরণ। সে হিসাবে 'দিব্য মহার্ঘ্য' শব্দের ভাবার্থ হয় দেবতাদের যেমন প্রকৃষ্ট মানের পূজার উপকরণের মাধ্যমে বরণ করা হয়, তদ্রূপভাবে কোন ব্যক্তিকে যেন দেবতা প্রদত্ত অর্ঘ্যের মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শন করা। সাধারণত 'দিব্য' ও 'অর্ঘ্য' শব্দদ্বয় পৃথকভাবে বিভিন্ন শব্দের সাথে ব্যবহৃত হয়ে উপরোক্ত অর্থ প্রদান করে। তবে শব্দগুলো যেখানেই বসুক না কেন তা কখনো ইসলামী সংস্কৃতির সাথেও সম্পর্ক রাখে না এবং পৌরাণিক কাহিনী মুক্ত স্বাভাবিক অর্থও প্রদান করে না। সেজন্য এ শব্দ থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়।

(৯৯) তাণ্ডবলীলা : তাণ্ডবলীলা অর্থ উদ্ধত বা উদ্দাম নৃত্য, শিবের নৃত্য। বাংলায় যার ভাবার্থ হয় প্রলয়ংকর বা ভয়ংকর ব্যাপার। শিবের অপর নাম নটরাজ তথা নৃত্যের রাজা। শিব গজাসুর ও কালাসুর নিধন করে তাণ্ডব নৃত্য করেছিলেন। অন্য মতে, উত্তেজক দ্রব্য পান করার পর তিনি স্ত্রীর সঙ্গে তাণ্ডবনৃত্যে রত হন।[২৪] এছাড়াও শিবের স্ত্রী দক্ষপুত্রী সীতা আগুনে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করলে তিনি স্ত্রী বিয়োগে সীতার মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে তাণ্ডবনৃত্য করেন।[২৫] পৃথিবী ধ্বংসের পূর্বে শিব স্বীয় জটার বাঁধন খুলে রুদ্ররূপ ধরে যে নৃত্য করবেন সেটাই তাণ্ডব। তাঁর তাণ্ডবেই নাকি পৃথিবী ধ্বংস হবে।[২৬] আমরা ভয়ংকর অর্থে বিভিন্ন শব্দের পূর্বে তাণ্ডব শব্দ ব্যবহার করি। যেমন-আগুনের তাণ্ডব, ঝড়ের তাণ্ডব, জলোচ্ছাসের তাণ্ডব, মহামারীর তাণ্ডব ইত্যাদি। এই সমস্ত

---

১৭. *আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, পৃ. ১৩৮৪।*
১৮. *সুবল চন্দ্র মিত্র, সরল বাঙ্গলা অভিধান, পৃ. ১৩৪৭।*
১৯. *ড. মোহাম্মাদ আমীন, পৌরাণিক শব্দের উৎস ও ক্রমবিবর্তন, পৃ. ৪২১-২২।*
২০. *https://www.bbc.com/bengali/news-38638569.*
২১. *সুবল চন্দ্র মিত্র, সরল বাঙ্গলা অভিধান, পৃ. ৬৮৪।*
২২. *আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৯৫।*
২৩. *"বৃথা কেন? ফাগুন বেলায়*
ফুল কি ফোটে নি শাখে? পুষ্পারতি লভে নি কি ঋতুর রাজন?
মাধবী কুঁড়ির বুকে গন্ধ নাহি? করে নি সে অর্ঘ্য বিরচন?"
২৪. *ড. মোহাম্মাদ আমীন, পৌরাণিক শব্দের উৎস ও ক্রমবিবর্তন, পৃ. ২৮০।*
২৫. *সুধীরচন্দ্র সরকার, পৌরাণিক অভিধান, পৃ. ৫২৯।*
২৬. *ফরহাদ খান, বাংলা শব্দের উৎস-অভিধান, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ : জানুয়ারী ২০১২, পৃ.৭৭।*

তাণ্ডবের অর্থ শিবের ভয়ংকররূপে নৃত্য করার পৌরাণিক কাহিনী থেকে গৃহীত।

(১০০) ষণ্ডামার্কা : ষণ্ড ও অমর্ক শব্দ যোগে 'ষণ্ডামার্কা' শব্দ গঠিত হয়েছে। বায়ু ও মৎস্য পুরাণ মতে, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের ষণ্ড ও অমর্ক নামে দুই পুত্র ছিল। তারা দৈত্য রাজা হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। দেবতা ও অসুরদের যুদ্ধে এই দুইভাই অসুরপক্ষের সেনাপতির দায়িত্বপালন করত। এক যুদ্ধে দেবতারা অসুরদের কাছে হেরে যায়। ফলে তাঁরা চালাকি করে একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ষণ্ড ও অমর্ককে দাওয়াত দেয় এবং তাদেরকে অমৃত পান করায়। অতঃপর পরবর্তী যুদ্ধে অসুরদের পক্ষত্যাগ করার অনুরোধ জানায়। অমৃত পানে মত্ত এই দুই সেনাপতি তখন অসুরদের পক্ষত্যাগ করে। ফলে পরবর্তী যুদ্ধে দেবতারা অসুরদের পরাজিত করেন।[২৭] বাংলা অভিধান অনুযায়ী 'ষণ্ডামার্কা' অর্থ বলিষ্ঠ ও ষাঁড়ের মত একগুঁয়ে (ষণ্ড শব্দের অর্থ ষাঁড়), গুণ্ডা প্রকৃতির, দুর্বৃত্ত, দুর্জন ইত্যাদি। উপরোক্ত পৌরাণিক ঘটনার আলোকে 'ষণ্ডামার্কা' যেহেতু অসুরদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সেহেতু প্রবাদ বাক্যে 'ষণ্ডামার্কা লোক' বলতে দুর্জন প্রকৃতির লোক বোঝানো হয়।

উপসংহার : ভাষা ও সাহিত্যের মৌলিক উপাদান হ'ল মানুষের দৈনন্দিন জীবনদর্শন। ধর্ম ও সমাজ, সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি উপাদান নিয়েই জীবনদর্শন গঠিত হয়। এ সমস্ত উপাদানকে কেন্দ্র করেই মানুষ দোয়াত-কালির আঁচড়ে মনের অলিন্দ থেকে সাহিত্যের ভাবাবেগ প্রকাশ করে থাকে। অনেকেই মনে করেন সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ধর্মের কোন স্থান নেই। অথচ মানুষের জীবনের সাথে ধর্ম যেমন অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত। তদ্রূপ বিশ্বের সকল ভাষা ও সাহিত্যে ধর্মীয় চেতনা গভীরভাবে প্রোথিত। ভাষা ও সাহিত্য থেকে কখনো ধর্মকে পৃথক করা সম্ভব নয়। তাইতো উপমহাদেশে দীর্ঘ সময় ধরে হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থানে থাকার ফলে বাংলার মানুষের জীবনযাত্রার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদী দর্শনের প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বটে কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হিন্দুয়ানী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে মুক্ত হ'তে পারেনি। এই আগ্রাসনকে বেগবান রাখতে মুসলিম নামধারী সুশীল সমাজ হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বাঙ্গালী সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দিতে চায় এবং তা পালন করার জন্য জোর তাকীদ দেয়। হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষের মাঝে এমন কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস আছে যা পরস্পরের জন্য পুরোপুরি সাংঘর্ষিক। ইসলামে যা নিষিদ্ধ, নিন্দনীয় কিংবা অশ্লীল তা হ'তে পারে হিন্দুদের কাছে বৈধ, প্রশংসনীয়, পরম আরাধ্য কিংবা সুশীল। সেজন্য একজন মুসলমানের পক্ষে যেমন হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও জীবনাচার গ্রহণ করা অসম্ভব। ঠিক তেমনি একজন হিন্দুর পক্ষেও ইসলামী জীবনাচার ও সংস্কৃতি গ্রহণ করা অসম্ভব।

এই বিশ্বাস ও জীবন দর্শনের পার্থক্য থাকার পরেও ইসলাম তাদের বিশ্বাসের বিপক্ষে অবস্থান নেয় না। বরং ইসলামে বিশ্বাসী মানুষদের তাদের স্বকীয়তা বজায় রাখার তাকীদ দেয়। ভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাস লালন করে কুফরী করা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়। সেদিক বিবেচনা করেই আলোচ্য প্রবন্ধে হিন্দুয়ানী ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে যে সমস্ত প্রবাদ-প্রবচন ও শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে, সেগুলো পাঠকমহলের সচেতনতার জন্য পৃথক করার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ আমাদেরকে এসমস্ত বিভ্রান্তিকর বিশ্বাস থেকে দূরে রাখুন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ব্রাহ্মণ্যবাদী সাংস্কৃতিক আগ্রাসন থেকে হেফাযত করুন-আমীন!

[লেখক : কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।]

২৭. *সুধীরচন্দ্র সরকার, পৌরাণিক অভিধান, পৃ. ৫২২।*

আদর্শ দাম্পত্য জীবন : স্ত্রীর করণীয়

-লিলবর আল-বারাদী

ভূমিকা : বিবাহ নারী-পুরুষ দু'জন অচেনা মানুষের মধ্যে গড়ে তোলে আত্মিক সম্পর্ক। মধুর এক সম্পর্কে দু'টি দেহ মন মিলে-মিশে একই সত্ত্বা ও অনুভূতির অনবদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়ে। পবিত্র এ বন্ধনে স্বামী-স্ত্রী অকৃত্রিম ভালবাসা, অগাধ বিশ্বাস, অপ্রতিম শ্রদ্ধাবোধ আর পাহাড়সম দায়িত্বের বোঝা নিয়ে জীবনের নতুন এক অধ্যায় শুরু করে। স্বামী চায় সারাদিন ঘামঝরা পরিশ্রম করে এসে স্ত্রীর মিষ্টভাষা আর ভালোবাসার পরশে সিক্ত হ'তে। আবার স্ত্রীও চায় পরিবারের দায়িত্বের বোঝা সামাল দিয়ে স্বামীর স্নেহের প্রশস্ত ছায়ায় সুখের নীড় খুঁজে পেতে। কিন্তু বর্তমান সময়ে কিছু কিছু স্বামী-স্ত্রীর কারণে এই সুদৃঢ় সম্পর্ক কাচের পাত্রের মত নিমিষেই ভেঙ্গে যাচ্ছে। দীর্ঘ দিনের গড়ে ওঠা হৃদয়ের বন্ধনে সামান্য কারণে বেজে উঠছে বিচ্ছেদের বিরহ সুর। বিরহ যাতনায় হু-হু করে বেড়ে চলেছে তালাক। যাকে হাদীছে সবচেয়ে 'নিকৃষ্ট হালাল' হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। বর্তমানে বিবাহ বিচ্ছেদ সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এ ব্যাধি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কারণে দিনদিন মহামারীর ন্যায় সংক্রমিত হচ্ছে। বিবাহ বিচ্ছেদের সংক্রামণ রুখতে হ'লে স্বামী-স্ত্রীর উভয়কেই ইসলামী অনুশাসন মেনে চলতে হবে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর চেয়ে একটু বেশী। সেকারণে আলোচ্য প্রবন্ধে শুরুতেই বিবাহ বিচ্ছেদরোধে স্ত্রীদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

১. স্বামীর প্রতি অনুগত থাকা :

নিষিদ্ধ বিষয় ছাড়া স্বামীর প্রতি সদা অনুগত থাকা প্রত্যেক দ্বীনদার স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য। বিবাহের পর স্বামীই তার মূল অভিভাবক। সেকারণে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা জায়েয নয়। স্বামীর আনুগত্য করা, পরিবারের রক্ষনাবেক্ষণ করা, সন্তান-সন্ততির যথাযথ খেয়াল রাখার মাধ্যমেই একজন নারী জান্নাত পেতে পারে। আবার এর ব্যত্যয় ঘটলে জাহান্নামে যেতে পারে। স্বামীর আনুগত্য ও তার পরিবারের দায়িত্ব পালনের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে হাদীছে, আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা খুৎবায় বলেন, لاَ يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِى مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَا 'কোন নারীর জন্য তার স্বামীর সম্মতি ব্যতীত নিজ সম্পদ হস্তান্তর করা জায়েয নয়। কেননা সে তার সম্মান-সম্ভ্রম রক্ষণ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে দায়বদ্ধ'।[১] স্বামী যেমন তার আনুগত্যশীলা স্ত্রীর সম্ভ্রম রক্ষা করতে সর্বদা দায়বদ্ধ। তদ্রূপ স্ত্রীও স্বামীর হক্ব আদায় করতে বাধ্য। হাদীছে বলা হয়েছে, যে স্ত্রী তার স্বামীর হক্ব আদায় করতে অক্ষম সে তার প্রভুর হক্ব আদায় করতেও অক্ষম। মু'আয (রাঃ) সিরিয়া থেকে ফিরে এসে নবী করীম (ছাঃ)-কে সিজদা করেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'হে মু'আয! এ কী? তিনি বলেন, আমি সিরিয়ায় গিয়ে দেখতে পাই যে, সেখানকার লোকেরা তাদের ধর্মীয় নেতা ও শাসকদেরকে সিজদা করে। তাই আমি মনে মনে আশা পোষণ করলাম যে, আমি আপনার সামনে তাই করব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, فَلاَ تَفْعَلُوا فَإِنِّى لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِىَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ– 'তোমরা তা কর না। কেননা আমি যদি কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহ'লে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে। সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! স্ত্রী তার স্বামীর হক্ব আদায় না করা পর্যন্ত তার প্রভুর হক্ব আদায় করতে সক্ষম হবে না'।[২]

অন্যত্র এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا 'আমি যদি কোন মানবকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে স্ত্রীকে তার স্বামীর জন্য সিজদা করার নির্দেশ দিতাম'।[৩]

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য কখনো দেখিনি। আর আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ বাসিন্দা নারী। তারা তাদের কুফরীর কারণে জাহান্নামী। কুফর হ'ল, يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ 'তারা স্বামীর অবাধ্য থাকে এবং ইহসান অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারও প্রতি সারা জীবন সদাচরণ কর, অতঃপর সে তোমার হ'তে (যদি) সামান্য ত্রুটি পায়, তা'হলে বলে ফেলে, তোমার কাছ থেকে কখনো ভাল ব্যবহার পেলাম না'।[৪]

---

১. *ইবনু মাজাহ হা/২৩৮৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৭৫, ৮২৫; আত-তালীকুর রাগীব ২/৪৫; সনদ ছহীহ।*

২. *ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৩; ছহীহুল জামি' হা/৫২৯৫; ছহীহ আত-তারহীব হা/১৯৩৮; সনদ ছহীহ।*

৩. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৩২৫৫।*

৪. *বুখারী হা/১০৫২; মুসলিম হা/৯০১, ৯০৭; মিশকাত হা/১৪৮২।*

২. নিজের ও স্বামীর পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট রাখা :

পিতা-মাতা সন্তানের একমাত্র জন্মদাতা। তাদের আত্মত্যাগের ঋণ পৃথিবীর কোন মূল্যবান সম্পদ দ্বারা কখনো পরিশোধ করা সম্ভব নয়। তাই পিতা-মাতার প্রতি আমাদের আজীবন চির কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, رِضَى الرَّبِّ فِى رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِى سَخَطِ الْوَالِدِ 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি'।[৫] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبوابِ الْجَنَّةِ، فَحَافِظْ إِنْ شِئْتَ أَوْ ضَيِّعْ 'পিতা হ'লেন জান্নাতের মধ্যম দরজা। এক্ষণে তুমি চাইলে তা রেখে দিতে পার অথবা বিনষ্ট করতে পার'।[৬]

একজন বিবাহিতা নারী দুই দিক থেকে সৌভাগ্যবতী এবং জান্নাতের কাছাকাছি। প্রথমতঃ সে যদি নিজের পিতা-মাতার আনুগত্য করে তবে সে আমল তার জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম করবে। দ্বিতীয়তঃ স্বামীর পিতা-মাতাও তার নিজের পিতা-মাতার সমান। স্বামীর নির্দেশ মেনে যদি নিজের শ্বশুর-শাশুড়ীর আনুগত্য করে ও বৃদ্ধাবস্থায় সেবা করে তবুও সে জান্নাত লাভ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। বর্তমান সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের অন্যতম একটি কারণ হ'ল, অধিকাংশ নারী নিজের পিতা-মাতাকে যতটা ভালবাসে, তার কিয়দংশ ভালবাসা স্বামীর পিতা-মাতার প্রতি থাকে না। ফলে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটছে।

৩. স্বামীর হক আদায় ও সম্মান অক্ষুণ্ন রাখা :

সর্বদা স্বামীর হক্ব আদায় ও সম্মান করা আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্য। সম্মান ও শ্রদ্ধাহীন সম্পর্ক কচুর পাতায় স্থিত পানির মতই ঠুনকো। অন্য কোন নারীর কাছে স্বামীর খারাপ আচরণের কথা বলে স্বামীর দুর্নাম করা উচিত নয়। স্বামীর হক্ব সম্পর্কে আবূ সাঈদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, هَذِهِ ابْنَتِي أَبَتْ أَنْ تَزَوَّجَ، فَقَالَ: أَطِيعِي أَبَاكِ كُلُّ ذٰلِكَ تُرَدِّدُ عَلَيْهِ مَقَالَتَهَا، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ، فَقَالَ: حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ، فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَقَالَ: لَا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِنَّ 'হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার এই মেয়েটি বিয়ে করতে অস্বীকার করছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মেয়েটিকে বললেন, 'তুমি তোমার আব্বার কথা মেনে নাও। মেয়েটি বলল, আপনি বলুন, স্ত্রীর উপর তার স্বামীর হক্ব কী? তিনি বললেন, স্বামীর এত বড় হক্ব আছে যে, যদি তার নাকের দুই ছিদ্র থেকে রক্ত-পুঁজ বের হয় এবং স্ত্রী তা নিজের জিভ দ্বারা চেঁটে (পরিষ্কার করে), তবুও সে তার যথার্থ হক্ব আদায় করতে পারবে না! যদি মানুষের জন্য মানুষকে সিজদা করা বৈধ হ'ত, তা'হলে আমি স্ত্রীকে আদেশ করতাম, সে যেন তার স্বামী কাছে এলে তাকে সিজদা করে...'।[৭]

অন্যত্র এসেছে, হুসাইন বিন মিহসানের এক ফুফু নবী (ছাঃ)-এর নিকট কোন প্রয়োজনে এসেছিলেন। প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ 'তোমার কি স্বামী আছে? সে বলল, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, كَيْفَ أَنْتِ لَهُ তার কাছে তোমার অবস্থান কী? সে বলল, 'যথাসাধ্য আমি তার সেবা করি'। রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, فَانْظُرِى أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ. 'লক্ষ্য রেখ, তোমার স্বামীই তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম'।[৮]

একদা এক মহিলা শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন, শায়খ! আমি বিয়ের আগে বেশী বেশী

৫. তিরমিযী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৯২৭; ছহীহাহ হা/৫১৬।
৬. শারহুস সুন্নাহ হা/৩৪২১; আহমাদ হা/২৭৫৫১; তিরমিযী হা/১৯০০; ইবনু মাজাহ হা/২০৮৯; মিশকাত হা/৪৯২৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯১৪।

৭. মুস্তাদারিক হাকিম হা/২৭৬৭; ছহীহুল জামি' হা/৩১৪৮।
৮. আহমাদ হা/১৯০২৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬১২।

ছালাত, ছিয়াম আদায় করতাম, কুরআন তিলাওয়াত করে শান্তি অনুভব করতাম, নেক আমলে শান্তি পেতাম কিন্তু এখন আমি সেসব বিষয়ে ঈমানের স্বাদ খুঁজে পাই না। শায়খ আলবানী (রহঃ) ঐ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'হে আমার মুসলিম বোন! তুমি তোমার স্বামীর হক্ব আদায় করা এবং অনুগত হয়ে তার কথা শোনার ব্যাপারে কতটুকু মনোযোগী'? মহিলা একটু বিরক্তবোধ করে বলে, শায়খ আমি আপনাকে ছালাত, ছিয়াম, কুরআন তেলাওয়াত আর আল্লাহ্র আনুগত্যের কথা জিজ্ঞাসা করছি আর আপনি আমাকে আমার স্বামীর ব্যাপারে বলছেন? শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, আমার বোন! অধিকাংশ মেয়ে এই কারণে ঈমানের স্বাদ, আল্লাহ্র আনুগত্যে, ইবাদতে তৃপ্তি পায় না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَلَا تَجِد امْرَأَة حلاوة الْإِيمَان حَتَّى تُؤَدِّي حق زَوجهَا 'কোন মহিলা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ বা তৃপ্তি পাবে না, যখন পর্যন্ত নিজের স্বামীর হক্ব আদায় করবে না'।[৯] অন্যত্র, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه 'যদি নারীরা পুরুষের অধিকার সম্পর্কে জানত, দুপুর কিংবা রাতের খাবারের সময় হ'লে তাদের খানা না দেওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নিত না'।[১০]

স্ত্রীদের স্বামীর সম্মানের কথা প্রতি পদে পদে চিন্তা করা উচিৎ। কেননা স্বামীর সম্মানে নারীরা সম্মানিতবোধ করে। আসমা বিনতু আবু বকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যুবায়ের (রাঃ) আমাকে বিবাহ করলেন, সে সময় একটি ঘোড়া ব্যতীত কোন যোগ্য সম্পদ, গোলাম বা অন্য কোন কিছু দুনিয়াতে তার ছিল না। তিনি বলেন, আমি তার ঘোড়াটাকে ঘাস খাওয়াতাম, তার পারিবারিক কাজকর্মেও সঙ্গ দিতাম। আমি তার যত্ন নিতাম, তার পানিবাহী উটের জন্য খর্জুর (খেজুর) বীচি কুড়াতাম, তাকে ঘাস খাওয়াতাম, পানি নিয়ে আসতাম, তার ডোল ইত্যাদি মেরামত করতাম এবং (রুটির জন্য) আটা মাখতাম। তবে আমি ভাল রুটি বানাতে পারতাম না। তাই আমার কতিপয় আনছারী সাথীরা আমাকে রুটি পাকিয়ে দিত। তারা ছিল স্বার্থহীন রমণী। আমি যুবায়েরের জমি থেকে (যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জায়গীর রূপে দিয়েছিলেন) খেজুর বীচি (কুড়িয়ে) আমার মাথায় করে বয়ে আনতাম। সে (জমি) ছিল এক ক্রোশের দুই-তৃতীয়াংশ (প্রায় দু'মাইল) দূরে অবস্থিত।

তিনি বলেন, আমি একদিন আসছিলাম আর বীচির বোঝা আমার মাথায় ছিল। পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখা পেলাম। সে সময় তার সাথে ছাহাবীগণের একটি ক্ষুদ্র দল ছিল। তিনি আমাকে ডাকলেন এবং তাঁর বাহনটি বসাবার আওয়াজ করলেন। যেন তিনি আমাকে বাহনের পেছনে উঠিয়ে নিতে পারেন। যুবায়ের (রাঃ)-এর আত্মমর্যাদার কথা ভেবে আমি লজ্জাবোধ করলাম। যুবায়ের (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র শপথ! তাঁর সাথে তোমার আরোহণের চাইতে তোমার মাথায় করে বীচি বয়ে আনা অনেক কঠিন ও কষ্টকর ছিল। অতঃপর আমার পিতা আবু বকর (রাঃ) আমার নিকট একটি খাদেম প্রেরণ করলেন। ঘোড়াটি দেখা-শুনার কাজে সে আমার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে গেল। তিনি যেন আমাকে এ দায়িত্ব হ'তে মুক্ত করেছিলেন'।[১১]

৪. স্বামীর প্রতি সদ্ব্যবহার করা :

স্বামী যেমন তার স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে তদ্রূপ স্ত্রীও স্বামীর সাথে উত্তম আচরণ করবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কোন রমণী সর্বোত্তম? উত্তরে তিনি বলেন, الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ. 'যে স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি তাকালে তাকে সন্তুষ্ট করে দেয়, স্বামী কোন নির্দেশ করলে তা যথাযথভাবে পালন করে এবং নিজের প্রয়োজনে ও ধন-সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করে না'।[১২] শারঈ ওযর ব্যতীত স্বামীর শারিরীক হক্ব আদায়ে স্ত্রী সর্বদা সাড়া দিতে প্রস্তুত থাকবে। এক্ষেত্রে স্বামীকে অসন্তুষ্ট করা গুনাহের কাজ। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. 'কোন পুরুষ যখন তার স্ত্রীকে নিজের বিছানায় ডাকে, আর স্ত্রী তার ডাকে সাড়া না দেয়, এভাবেই স্বামী রাত যাপন করে, সে স্ত্রীর ওপর ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত অভিশম্পাত করে'।[১৩]

প্রত্যেক স্ত্রী স্বামীর সাথে এমন ব্যবহার করবে যাতে কখনো তাকে বকাঝকা করার প্রয়োজন না হয়। একটি হৃদয়গ্রাহী ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা নিতে পারি। সেটি হ'ল-

শা'বী বর্ণনা করেন, একদিন আমাকে শুরাইহ্ বলেন, 'শা'বী, তুমি তামীম বংশের মেয়েদের বিয়ে কর। তামীম বংশের মেয়েরা খুব বুদ্ধিমতী। আমি বললাম, আপনি কীভাবে জানেন তারা বুদ্ধিমতী? তিনি বললেন, আমি কোন এক জানাযা থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। পথের পাশেই ছিল তাদের কারোর বাড়ি। লক্ষ্য করলাম, জনৈকা বৃদ্ধা মহিলা একটি ঘরের দরজায় বসে আছে। তার পাশেই রয়েছে সুন্দরী এক যুবতী। মনে হ'ল, এমন রূপসী মেয়ে আমি আর কখনো দেখি নি। আমাকে দেখে মেয়েটি কেটে পড়ল। আমি পানি চাইলাম,

৯. *ছহীহ আত-তারগীব হা/১৯৩৯; হাসান ছহীহ।*
১০. *তাবরানী, ছহীহুল জামে' হা/৫২৫৯।*
১১. *মুসলিম হা/২১৮২।*
১২. *নাসাঈ হা/৩২৩১; মিশকাত হা/৩২৭২; আহমাদ হা/৭৪২১; ছহীহুল জামি' হা/৩২৯৮; হাসান হাদীছ।*
১৩. *বুখারী হা/৩২৩৭; ছহীহুল জামি' হা/৫৩২।*

অথচ আমার তৃষ্ণা ছিল না। সে বলল, তুমি কেমন পানি পছন্দ কর? আমি বললাম, যা উপস্থিত আছে। মহিলা মেয়েকে ডেকে বলল, দুধ নিয়ে আস, মনে হচ্ছে সে আগন্তুক। আমি বললাম, এ মেয়ে কে? সে বলল, জারিরের মেয়ে যয়নব। বললাম, বিবাহিতা না অবিবাহিতা? সে বলল, অবিবাহিতা।

আমি বাড়িতে পৌঁছে সামান্য বিশ্রাম নিতে ঘরে গেলাম। কিন্তু কোন মতে চোখে ঘুম ধরল না। যোহর ছালাত পড়লাম। অতঃপর আমার গণ্যমান্য কয়েকজন বন্ধুকে সাথে করে মেয়ের চাচার বাড়িতে গেলাম। সে আমাদের সাদরে গ্রহণ করল। অতঃপর বলল, আবু উমাইয়া কী উদ্দেশ্যে আসা?

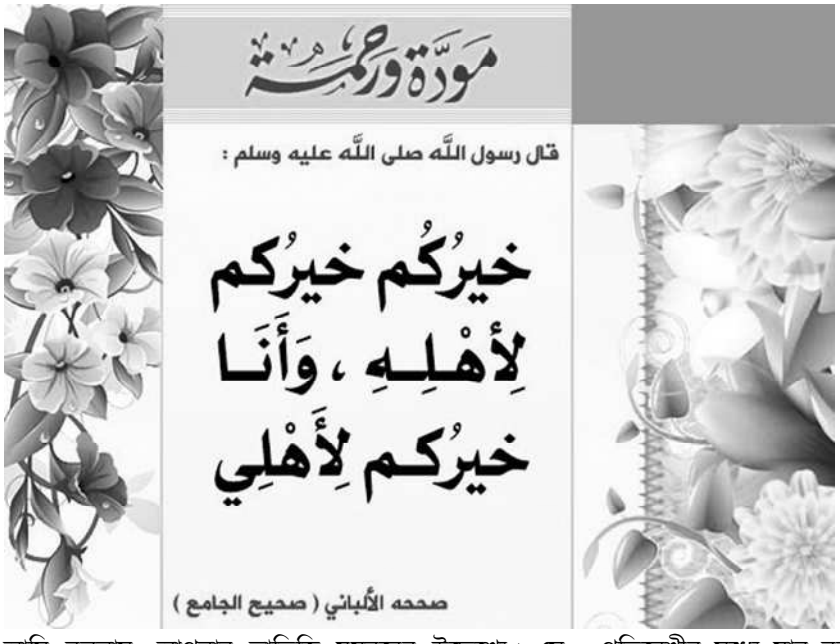

আমি বললাম, আপনার ভাতিজি যয়নবের উদ্দেশ্যে। সে বলল, তোমার ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ নেই! তবুও সে আমার সাথে তাকে বিয়ে দিল। মেয়েটি আমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে খুবই লজ্জাবোধ করল। আমি বললাম, আমি তামীম বংশের নারীদের কী সর্বনাশ করেছি? তারা কেন আমার ওপর অসন্তুষ্ট? পরক্ষণই তাদের কঠোর স্বভাবের কথা আমার মনে পড়ল। ভাবলাম, তালাক দিয়ে দেব। পুনরায় ভাবলাম, না, আমিই তাকে আপন করে নিব। যদি আমার মনঃপুত হয় ভাল, অন্যথায় তালাকই দিয়ে দেব।

হে শা'বী, সে রাতের মুহূর্তগুলো এত আনন্দের ছিল, যা বর্ণনাতীত। খুবই চমৎকার ছিল সে সময়টা, যখন তামীম বংশের মেয়েরা তাকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিল। আমার মনে পড়ল, রাসূলের সুন্নাতের কথা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্ত্রী প্রথম ঘরে প্রবেশ করলে স্বামীর কর্তব্য হ'ল দু'রাকাত ছালাত পড়া। স্ত্রীর মধ্যে সুপ্ত মঙ্গল কামনা করা এবং তার মধ্যে লুকায়িত অমঙ্গল থেকে পানাহ চাওয়া'। আমি ছালাত শেষে পিছনে তাকিয়ে দেখলাম, সে আমার সাথে ছালাত পড়ছে। যখন ছালাত শেষ করলাম, মেয়েরা আমার কাছে উপস্থিত হ'ল। আমার কাপড় পালটে সুগন্ধি মাখা কম্বল আমার উপর টেনে দিল। যখন সবাই চলে গেল, আমি তার নিকটবর্তী হ'লাম ও তার শরীরের এক পাশে হাত বাড়ালাম। সে বলল, আবু উমাইয়া, রাখ। অতঃপর বলল, 'আমি একজন অভিজ্ঞতা শূন্য অপরিচিত নারী। তোমার পছন্দ-অপছন্দ আর স্বভাবরীতির ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি। আরও বলল, তুমি আমার মালিক হয়েছ, এখন আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক আমার সাথে ব্যবহার কর। হয়ত ভালভাবে রাখ, নয়ত সুন্দরভাবে আমাকে বিদায় দাও। এটাই আমার কথা। আল্লাহ্র নিকট তোমার ও আমার জন্য মাগফিরাত কামনা করছি'।

শুরাইহ্ বলল, শা'বী, সে মুহূর্তে আমি মেয়েটির কারণে বক্তব্য দিতে বাধ্য হয়েছি। অতঃপর আমি হামদ ও ছানা পাঠ করে বললাম, 'আমরা দু'জনে পরস্পরের পরিপূরক। আমার মধ্যে ভাল দেখলে প্রচার করবে, আর মন্দ কিছু দৃষ্টিগোচর হ'লে গোপন রাখবে'। সে আরও কিছু কথা বলেছে, যা আমি ভুলে গেছি। সে বলেছে, আমার আত্মীয় স্বজনের আসা-যাওয়া তুমি কোন দৃষ্টিতে দেখ? আমি বললাম, ঘনঘন আসা-যাওয়ার মাধ্যমে বিরক্ত করা পছন্দ করি না। সে বলল, তুমি পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে যার ব্যাপারে অনুমতি দিবে তাকে আমি ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি দেব। যার ব্যাপারে নিষেধ করবে তাকে আমি অনুমতি দেব না। আমি বললাম, এরা ভাল, ওরা ভাল না। শুরাইহ বলল, শা'বী, আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দদায়ক অধ্যায় হচ্ছে, সে রাতের মুহূর্তগুলো। পূর্ণ একটি বছর গত হ'ল, আমি তার মধ্যে আপত্তিকর কিছু দেখি নি।

এক দিনের ঘটনা, 'দারুল ক্বাযা' বা বিচারালয় থেকে বাড়ি ফিরে দেখি, ঘরের ভেতর একজন মহিলা তাকে উপদেশ দিচ্ছে; আদেশ দিচ্ছে আর নিষেধ করছে। আমি বললাম সে কে? বলল, তোমার শ্বশুর বাড়ির অমুক বৃদ্ধা। আমার অন্তরের সন্দেহ দূর হ'ল। আমি বসার পর, মহিলা আমার সামনে এসে হাযির হ'ল। আমি বললাম, আপনি কে? বলল, আমি অমুক; তোমার শ্বশুরবাড়ির লোক। বললাম, আল্লাহ আপনাকে কবুল করুন। সে বলল, তোমার স্ত্রীকে কেমন

পেয়েছ? বললাম, খুব সুন্দর। বলল, আবু উমাইয়া, নারীরা দু'সময় অহংকারের শিকার হয়। পুত্র সন্তান প্রসব করলে আর স্বামীর কাছে খুব প্রিয় হ'লে। কোন ব্যাপারে তোমার সন্দেহ হ'লে লাঠি দিয়ে সোজা করে দেবে। মনে রাখবে, পুরুষের ঘরে আহ্লাদি নারীর ন্যায় খারাপ আর কোন বস্তু নেই। বললাম, তুমি তাকে সুন্দর আদব শিক্ষা দিয়েছ, ভাল জিনিসের অভ্যাস গড়ে দিয়েছ তার মধ্যে। সে বলল, শ্বশুর বাড়ির লোকজনের আসা-যাওয়া তোমার কেমন লাগে? বললাম, যখন ইচ্ছা তারা আসতে পারে। শুরাইহ বলল, অতঃপর সে মহিলা প্রতি বছর একবার করে আসত আর আমাকে উপদেশ দিয়ে যেত।

সে মেয়েটি বিশ বছর আমার সাথে সংসার করেছে, একবার ব্যতীত কখনো তিরস্কার করার প্রয়োজন হয়নি। তবে ভুল সেবার আমারই ছিল। ঘটনাটি এমন, ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত পড়ে আমি ঘরে বসে আছি, মুয়ায্যিন ইক্বামত দিতে শুরু করল। আমি তখন গ্রামের মসজিদের ইমাম। দেখলাম, একটা বিচ্ছু হাঁটা-চলা করছে। আমি একটা পাত্র উঠিয়ে তার ওপর রেখে দিলাম। বললাম, যয়নব, আমার আসা পর্যন্ত তুমি নড়াচড়া করবে না। শা'বী, তুমি যদি সে মুহূর্তটা দেখতে! ছালাত শেষে ঘরে ফিরে দেখি, বিচ্ছু সেখান থেকে বের হয়ে তাকে দংশন করেছে। আমি তৎক্ষণাৎ লবণ ও সাক্ত তলব করে, তার আঙ্গুলের উপর মালিশ করলাম। সূরা ফাতিহা, নাস ও ফালাক্ব পাঠ করে তার উপর দম করলাম'।[১৪]

৫. স্বামীর জ্ঞানের মর্যাদা দেয়া :

বিয়ের পর শুরুতেই একজন স্ত্রীর উচিৎ তার স্বামীর জ্ঞান ও যোগ্যতার স্তর সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করা। কেননা যে ব্যক্তির সাথে আজীবন ঘর-সংসার করা লাগবে তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কে সম্যক ধারণা না রাখলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকবে না। তাছাড়া প্রত্যেক মানুষ তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে মানুষের সাথে কথা বলে এবং সেই অনুসারে আচরণও করে থাকে।

৬. দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান না করা :

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি অপ্রয়োজনীয় সন্দেহ করা থেকে বিরত থাকবে। বিয়ের আগে অভিভাবকের মাধ্যমে ছেলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যাচাই করতে হবে। তবুও বিয়ের পর বিচ্যুতি দেখা দিলে বা সন্দেহ হ'লে গোয়েন্দাগিরি না করে ধৈর্য্যধারণ করে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে এবং দো'আ করতে হবে। আবু বারাযাহ আল-আসলামী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ قَلْبَهُ لاَ تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِى بَيْتِهِ– 'ওহে যারা মৌখিক স্বীকৃতির মাধ্যমে ঈমান এনেছ, অথচ এখনো অন্তঃকরণে ঈমান পৌঁছেনি! তোমরা মুসলিমদের নিন্দা কর না, তাদের ছিদ্রান্বেষণ কর না। কেননা যে ব্যক্তি অপরের দোষ খোঁজে আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আর আল্লাহ যার দোষ তালাশ করেন, তাকে তার নিজস্ব বাসগৃহেই অপদস্ত করেন'।[১৫]

উপসংহার : পরিশেষে বলতে হয় নারীরা অতি অল্প আমলে জান্নাতে যাবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে। যে নারী স্বামীর একান্ত অনুগতা ও পতিব্রতা তার বড় মর্যাদা রয়েছে ইসলামে। প্রিয় নবী (ছাঃ) বলেন, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ. 'রমণী তার পাঁচ ওয়াক্তের ছালাত পড়লে, রামাযানের ছিয়াম পালন করলে, ইজ্জতের হিফাযত করলে ও স্বামীর তাবেদারী করলে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে'।[১৬]

একজন বিবাহিতা নারীর জীবনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্যের পরেই স্বামীর আনুগত্য অপরিহার্য। আবার স্বামীর আনুগত্য ব্যতীত পিতা-মাতার প্রতি আনুগত্য নেই। তবে স্বামী অন্যায় আচরণ করলে স্ত্রী স্বামীকে নিজে বা অন্য কারও মাধ্যমে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু কোনক্রমেই তার অবাধ্য হওয়া যাবে না। একজন নারী তার ভালবাসা দিয়ে একজন পুরুষকে আয়ত্তে রাখতে পারেন। বৈবাহিক জীবনে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আত্মত্যাগ অনস্বীকার্য। বিবাহিত জীবনকে মধুর ভালবাসাময় করতে স্ত্রীদের যেমন করণীয় রয়েছে তেমনি স্বামীরও রয়েছে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, বৈবাহিক সম্পর্কে দূরত্ব ও বিচ্ছেদ সাধন করা শয়তানের সবচেয়ে বড় সফলতা। এজন্য শয়তানকে সর্বাবস্থায় প্রকাশ্য শত্রু মনে করা উচিৎ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন।-আমীন!

(ক্রমশঃ)

[লেখক : যশপুর, তানোর, রাজশাহী।]

১৪. ইবনে আবদে রব্বিহ আন্দালুসী রচিত 'তাবায়েউন্নি'সা নামক গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

১৫. আবুদাউদ হা/৪৮৮০; আহমাদ হা/১৯৮১৬; ছহীহুত তারগীব হা/২৩৪০; হাসান ছহীহ।

১৬. দারেমী হা/৮৮০; ছহীহুল জামে' হা/৬৬১; মিশকাত হা/৩২৫৪।

শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

-নাজমুন নাঈম

মানব জীবন প্রবহমান নদীর ন্যায় এক চলমান যাত্রা। আল্লাহ্র নিকট থেকে মায়ের গর্ভে আগমনের মাধ্যমে যার সূচনা এবং চিরস্থায়ী জান্নাত কিংবা জাহান্নাম হ'ল শেষ ঠিকানা। মাঝখানে মানুষ ক্ষণকাল বিচরণ করে পৃথিবী নামক এই গ্রহে। সেখানে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মরীচিকার ন্যায় বিচিত্র স্বপ্নের পিছনে ছুটে চলে। জাগতিক সফলতা অর্জনের তীব্র আকাঙ্খায় ভুলে যায় তার চূড়ান্ত গন্তব্য। যে গন্তব্যের দিকে অনবরত এগিয়ে চলছে মহাবিশ্বের সকল জীব ও জড়। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সকলেই ফিরে যাবে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্র কাছে। তাই ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনই জীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। কেননা আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 'আমি জিন এবং ইনসানকে একমাত্র আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। আর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে শিক্ষা হবে সে লক্ষ্য পূরণের অন্যতম হাতিয়ার।

সঠিক লক্ষ্যে যাপিত জীবন নির্দিষ্ট গন্তব্যে ছুটে চলা ট্রেনের মত। যার আরোহণকারী যাত্রী ততক্ষণ স্থায়ী হয়, যতক্ষণ সে ট্রেনের সাথে একই লক্ষ্যে চলতে পারে। লক্ষ্য ভিন্ন হ'লে তাকে খুঁজতে হয় অন্য পথ। কিন্তু ট্রেন তার অবিচল লক্ষ্যপাণে এগিয়ে চলে। এই পৃথিবীর প্রতিটি জীবই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে জীবন নির্বাহ করে। সেকারণে মানব জীবনেরও একটা স্থির লক্ষ্য থাকা জরূরী। যে লক্ষ্য তাকে ইহকালীন মুক্তি ও পরকালীন শান্তির পথে ধাবিত করবে। শিক্ষা সেই লক্ষ্য পূরণের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। লক্ষ্যহীন জীবনে শিক্ষার উদ্দেশ্য তালাশ করা সাগরে ভাসমান মাঝিহীন নৌকার যাত্রীর কাছে গন্তব্য জানতে চাওয়ার মতই বৃথা। যার জীবন অকূল সাগরে চরম হতাশা, ঝড়ের আশংকা আর টিকে থাকার চেষ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মোটকথা জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যে অবিচল থাকতে পারলে প্রতিটি পদক্ষেপই সফলতার দিকে এগিয়ে দেয়। আর লক্ষ্যচ্যুত জীবন সামান্য হোঁচট খেয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়।

কথায় আছে, দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত মানুষ শিক্ষা লাভ কর। হামাগুড়ি দিতে না পারা শিশুটি একদিন পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করতে শিখে। শুদ্ধ উচ্চারণে মা-বাবা ডাকতে না পারা নবজাতকও একদিন লাখো জনতার সামনে ভাষণ দিতে পারে। খেলার ছলে কলম ধরে হাতে মুখে কালি মাখা আর বড় ভাই-বোনের বই খাতা নষ্ট করা ছেলেটিও বই লিখে জাতির পথনির্দেশ করে। এসবই মানুষের নিরন্তর শিক্ষা অর্জনের ক্রমোন্নতির ফল।

শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য হ'ল নিজের অজ্ঞতা দূর করে সৃষ্টির সেবা ও স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করা। নিজের ও সমাজের উপকার সাধনের মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালে সফলতা লাভই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। শিক্ষা অর্জন যে বিভাগেই হোক, এই লক্ষ্য সামনে থাকলে মানুষ মানবতার কল্যাণ সাধনে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। আল্লাহ্র নিকট প্রতিদানের আকাঙ্খা ও সৃষ্টির প্রতি দায়িত্বানুভূতি তাদের প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগায়। অপরদিকে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াবী উদ্দেশ্য মানুষকে স্বার্থপর করে তোলে। তাদের কাছে নশ্বর পৃথিবীর ভোগ-বিলাসই মুখ্য বলে গণ্য হয়। মানবতার প্রতি কোন দায়িত্ববোধ তারা অনুভব করে না।

রাসূল (ছাঃ) শিক্ষার্জনের চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হিদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হ'ল যমীনের উপর পতিত প্রবল বর্ষণের ন্যায়। কোন কোন ভূমি থাকে উর্বর, যা সে পানি শুষে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘাসপাতা এবং সবুজ তরুলতা উৎপাদন করে। আর কোন কোন ভূমি থাকে কঠিন, যা পানি আটকে রাখে। পরে আল্লাহ তা'আলা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন। তারা নিজেরা পান করে ও (পশুপালকে) পান করায় এবং তা দ্বারা চাষাবাদ করে। আবার কোন কোন জমি রয়েছে যা একেবারে মসৃণ ও সমতল; তা না পানি আটকে রাখে, আর না কোন ঘাসপাতা উৎপাদন করে। এই হ'ল সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাতে সে উপকৃত হয়। ফলে সে নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিখায়। আর সে ব্যক্তিরও দৃষ্টান্ত যে সেদিকে মাথা তুলে দেখে না এবং আল্লাহ্র যে হিদায়াত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তা গ্রহণও করে না' *(বুখারী হা/৭৯)*। হাদীছের ভাষ্যমতে, প্রকৃত শিক্ষিত তো সেই মানুষ যে, শিক্ষার্জন করে নিজে উপকৃত হয় এবং অন্যের উপকার সাধনে ব্রতী হয়। আর যে মানুষের শিক্ষা মানবকল্যাণে ব্যয়িত হয় না, তা ঐ ভূমির মত যা বর্ষার পানি আটকে রাখতে পারে না এবং শস্যও উৎপাদন করে না। অর্থাৎ যেখানে স্বার্থের চোরাবালি মরীচিকার ন্যায় জ্বলজ্বল করে, মানবতার সবুজ ডালপালা সেখানে শাখা মেলতে পারে না।

আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের মহান লক্ষ্যেই যুগে যুগে ইমাম চতুষ্টয়, ইমাম বুখারী, আল-বিরূনী, আল-কিন্দী, আল-ফারাবী, আল-খাওয়ারেযমী, আল-হামদানী, ইবনে সীনা প্রমুখের মত ইতিহাস বিখ্যাত শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, ইতিহাসবিদ, ভূগোলবিদ, চিকিৎসাবিদ ও সাহিত্যিকদের জ্ঞান সাধনা পূর্ণতা পেয়েছে। যারা নিজেদের সাধনালব্ধ শিক্ষা মানবতার সেবায় উৎসর্গ করেও আল্লাহ্র

কাছে জবাবদিহিতার ভয় করেন। তারা নিজেদের গর্ব-অহংকার চূর্ণ করে এক আল্লাহ্‌র সামনে আত্মসমর্পণ করেন।

অপরদিকে বস্তুবাদী লক্ষ্য চার্লস ডারউইন, আলফ্রেড নোবেল, জেসুয়া স্টিভেন্সদের মত বিজ্ঞানীর উদ্ভব ঘটিয়েছে। যারা মানুষের আত্মপরিচয় ভুলিয়ে দেয় ও মানবতা ধ্বংসের আয়োজন করে। তারা অনু-পরমাণু গবেষণার মাধ্যমে মানুষের প্রাণরক্ষার পরিবর্তে প্রাণনাশের অস্ত্র তৈরি করে। জাতিসংঘের এক রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের শতকরা ৭০ জন বিজ্ঞানী মরণাস্ত্র আবিষ্কারে লিপ্ত। তাদের শিক্ষা পৃথিবীতে ভয়, শঙ্কা, বিভেদ ছড়িয়ে জাতিকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাও চলছে ঠিক একই পথে। যেখানে দুনিয়াবী ও ব্যক্তিগত স্বার্থই প্রাধান্য পায়। যেকোন উপায়ে ধন-সম্পদ ও মাল-মর্যাদা অর্জনই মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়। ফলে অর্থনৈতিক সুবিধা, রাজনৈতিক ক্ষমতা ও পদমর্যাদা লাভের আশায় দুর্নীতি ও চাটুকারিতার পথ বেছে

নেয়। মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা শুধু মুখের কথা আর বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকে, বাস্তবে রূপ লাভ করে না। ফলে জীবনের মূল লক্ষ্যই লাইনচ্যুত হয়। জীবনের একটি বড় অংশ পার করে এসে বার্ধক্যের কোলে বসে তারা অনুভব করে তাদের সব অর্জনই তাদের ধোঁকা দিয়েছে। বস্তুত তারা নিজেদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, 'নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র নিকটে কোন কাজে আসবে না। আর তারাই হবে জাহান্নামের ইন্ধন' *(আলে ইমরান ৩/১০)*।

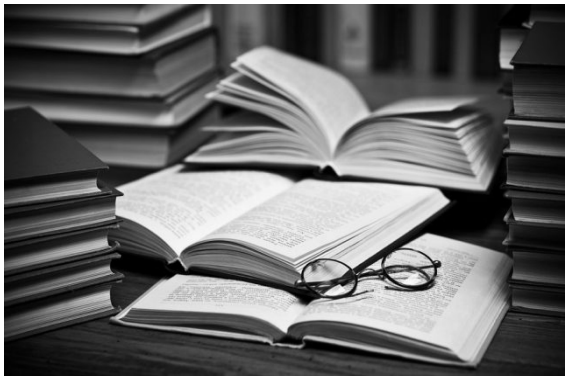

আমরা যদি শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কথা চিন্তা করি, সেটি বর্তমানে কেবল ডিগ্রী অর্জনের পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। যেখানে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সবার লক্ষ্যই থাকে পরীক্ষায় পাশ ও পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তরণ। সার্টিফিকেট অর্জন শেষে একটি চাকরির ব্যবস্থা হ'লেই যেন শিক্ষার্জনের সমাপ্তি ঘটে। শিক্ষা প্রদানকারী শিক্ষক থেকে অর্জনকারী শিক্ষার্থী সকলে যেন এই প্রক্রিয়ার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। ফলে শিক্ষার স্থায়িত্ব হয় কেবল পরীক্ষার খাতা পর্যন্ত। জীবনে তার প্রভাব থাকে সামান্য। এ শিক্ষা স্রষ্টার পরিচয় সন্ধান ও সৃষ্টির কল্যাণ সাধনের পরিবর্তে মানুষকে কেবল ভোগবাদী ও স্বার্থবাদী প্রাণীতে পরিণত করে। উর্দূ কবি ইকবাল বলেছেন,

اللہ سے کرے دور، تو تعلیم بھی فتنہ
املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ
ناحق کے لئے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ
شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ

'আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূর করার শিক্ষা হ'ল ফেৎনা
সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, জমিজমাও ফেৎনা
অন্যায়ের পক্ষে উঠানো তলোয়ারও ফেৎনা
শুধু তলোয়ারই নয়, তাকবীর ধ্বনিও ফেৎনা'।

অর্থাৎ যে শিক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বান্দারা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে যায় সেটা কোন শিক্ষা নয়। সন্তান-সন্ততি, সহায়-সম্পদ যা মানুষকে আল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে আত্মভোলা করে রাখে তা কখনো উপকারী নয়। যে তলোয়ার অন্যায়ের পক্ষে উঠানো হয়, যে তাকবীর ধ্বনির মাধ্যমে অন্যায়ের পক্ষে সমর্থন যোগানো হয়, সে তাকবীর ধ্বনিও ফেৎনা। তাই দুনিয়াবী আমিত্ব প্রতিষ্ঠা নয় বরং আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে শিক্ষার্জন করতে হবে। প্রকৃত আখেরাতমুখী শিক্ষা মানুষকে মানুষ হিসাবে গড়ে তোলে। চিকিৎসককে মানব সেবায় উদ্বুদ্ধ করে। দার্শনিককে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দেয়। বৈজ্ঞানিককে মানবতার কল্যাণে নতুন আবিষ্কারে অনুপ্রেরণা যোগায়। শিক্ষককে আদর্শ ছাত্র গঠনে উদ্যোগী করে। সাহিত্যিককে সমাজে মূল্যবোধ তৈরিতে কলমী জিহাদে উৎসাহিত করে। রাজনৈতিককে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও আমানতদারিতায় উজ্জীবিত করে। সৈনিককে করে জাতির বিশ্বস্ত পাহারাদার। ইহকালীন স্বার্থকে তুচ্ছজ্ঞান করে পরকালীন পুরস্কার লাভের আশায় সকলে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হয়। ফলে জাতির সার্বিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের পর তা বাস্তবায়ন ও জাতির সার্বিক উন্নতি ত্বরান্বিত করার একমাত্র পথ হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ। যা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত অভ্রান্ত সত্যের পথ। যে পথ মানুষকে সৃষ্টিতত্ত্ব, সৃষ্টির উদ্দেশ্য, জীবন যাপন পদ্ধতি, স্রষ্টার পরিচয় ইত্যাদি অজানা বিষয়ের সন্ধান দেয়। সালাফে ছালেহীনের অনুসৃত সে পথেই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের জ্ঞান অন্বেষণ ও তা সমাজে বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জিত হবে।

অতএব মানুষকে বস্তুবাদী ও ভোগবাদী নয়; বরং তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতমুখী করাই হ'ল শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য। সে লক্ষ্যেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। তা'হলেই অহী ভিত্তিক আদর্শ সমাজব্যবস্থা আপনা থেকেই গঠিত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের আদর্শ মানুষ এবং আদর্শ সমাজ গড়ার তাওফীক দিন- আমীন!

[লেখক : সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।]

মরিশাসে মুসলমানদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

-শাহীন রেযা

ভারত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র মরিশাসের দাপ্তরিক নাম ‘দ্য রিপাবলিক অব মরিশাস’, যা আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে এবং মাদাগাস্কারের পূর্ব দিকে অবস্থিত। মরিশাসের আয়তন দুই হাযার ৪০ বর্গকিলোমিটার এবং জলসীমার আয়তন এক হাযার ১০০ নটিক্যাল মাইল। ২০২০ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে দেশটির মোট জনসংখ্যা ১২ লাখ ৭১ হাযার ৭৬৮ জন। এর মধ্যে ১৭.৩০ শতাংশ মুসলিম এবং তারা উর্দূ ভাষায় কথা বলে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হিন্দু সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী এবং মরিশাসের ৮৬.৫ শতাংশ মানুষ মরিশিয়ান ভাষায় কথা বলে। ১২ মার্চ ১৯৬৮ সালে দেশটি যুক্তরাজ্য থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। নিম্নে মরিশাসে মুসলমানদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হ’ল।

মরিশাস মুসলমানদের আবিষ্কার : মুসলিম ব্যবসায়ীরাই সর্বপ্রথম মরিশাস আবিষ্কার করেন। আনুমানিক ৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে তারা মরিশাসের মাটিতে পা রাখেন। তবে তারা সেখানে উপনিবেশ গড়ে তোলেননি। আরব বণিক ও পর্যটকরা মরিশাসকে ‘দিনা আরবী’ নামে চিহ্নিত করেছেন। পরে পর্তুগিজ বণিকরা মরিশাসের সন্ধান পান এবং ১৫০৭ সালে সেখানে তাদের যাতায়াত শুরু হয়। ইতিহাস গবেষক ব্রিজান বরুণ বলেন, ‘আরবরা যে মরিশাস আবিষ্কার করেছেন তার প্রমাণ হিসাবে আল-ইদ্রিসির (মৃত. ১১৬৫ খ্রি.) মানচিত্রই যথেষ্ট। যিনি মরিশাসের তিনটি দ্বীপ : মরিশাস, রিইউনিয়ন ও রড্রিগেস নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করেছেন যথাক্রমে দিনা আরবি, দিনা মাগরিবিন ও দিনা নোরাজি নামে। যদিও তারা এসব দ্বীপে বসতি গড়ে তোলার চেষ্টা করেননি।’

মুসলিম বসতি স্থাপন : ১৭২২ খ্রিষ্টাব্দে মরিশাসে ফরাসি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই সেখানে মুসলমানের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়। সে সময়ের মুসলমানদের ফার্সীতে ‘লস্কর’ (ভারতবর্ষীয় নাবিক/নৌ খালাসী) বলা হ’ত। তৎকালীন ফরাসি সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত একটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন চুক্তির অধীনে তারা মরিশাসে আগমন করেছিল। বন্দর নগরী পোর্ট লুইসে (বর্তমান রাজধানী) তারা কাঠমিস্ত্রি, কামার, রাজমিস্ত্রি, দর্জি ও নাবিক হিসাবে কাজ করত। ১৭৩২, ১৭৪০ এবং ১৭৪৩ সালে পরিচালিত তিনটি নোটারি দলীলে মুসলমানদের যথাক্রমে এগারো, দশ এবং সাতটি নাম রেকর্ড করা হয়েছিল। এতদভিন্ন তৎকালীন মুসলমানদের সংখ্যা সম্পর্কে আর কোন পরিসংখ্যান জানা যায় না। পরবর্তীতে মাহে দে লেবারডোনাইস (১৭৩৫-১৭৪৬) গভর্নর থাকাকালীন আরও মুসলিম ব্যবসায়ীকে মরিশাসে আনা হয়েছিল। তারা বেশীরভাগ পণ্ডিচেরি[১] এবং বাংলা অঞ্চল থেকে এসেছিল। এভাবেই পর্যায়ক্রমে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বিধায় ১৭৬৫ সালে মুসলমানদের জন্য ১০ই মুহাররামকে সরকারী ছুটিতে পরিণত করা হয়েছিল। সে সময়ের মুসলমানদের মধ্য থেকে কয়েকজনের নাম জানা যায়। তারা হ’লেন, ড্যানোলজি, রোমিয়ানি বেঙ্গলি, তাজে বেঙ্গলি এবং মোবোল। তারা অত্যন্ত ধার্মিক মানুষ ছিলেন। ক্যাম্প দেস লাস্কার্স (আধুনিক প্লেইন ভার্তে) নামে পোর্ট লুইসের পূর্ব অংশে তারা বসতি স্থাপন করেছিল। ফরাসিরা তাদেরকে ‘মোহামেটান’ (যার অর্থ মুসলিম) বলে ডাকত। মরিশাসের সর্বপ্রাচীন মুসলিম পরিবার ‘গ্যাসি সবেদার’ (সম্ভবত গিয়াস সরদার উদ্দেশ্য)। ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দ্বীপরাষ্ট্রে সবেদার পরিবারের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ আমলে মুসলমান : ২৮ নভেম্বর ১৮১০ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশরা ইলে ডি ফ্রান্স আক্রমণ করে মরিশাসে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। ফরাসিদের উপর ব্রিটিশ বাহিনীর বিজয় দ্বীপটির ফরাসি প্রশাসনের ৯০ বছরের অবসান ঘটায়। মরিশাসের প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর স্যার রবার্ট টাউনসেন্ড ফারকুহার (১৮১০-১৮২৩) শত শত ভারতীয় বন্দী সৈনিক ও রাজনীতিককে (স্বাধীনতা সংগ্রামী) মরিশাসের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য রাস্তার কাজে দ্বীপান্তরিত করেন। ১৮১৫ সালে প্রথম যাদেরকে দ্বীপান্তরিত করা হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম ছিল। ক্লেয়ার অ্যান্ডারসনের মতে, সেখানে ৩১৬ জন মুসলিম ছিল এবং তাদেরকে ভারতের বোম্বে ও বাংলা থেকে আনা হয়েছিল। তারা মরিশাসের রাস্তা এবং বিভিন্ন ভবন ও দুর্গ নির্মাণ করেছিল।

শ্রমিক হিসাবে মুসলমান : ১৮১০ সালে ব্রিটিশ সরকার লণ্ডন পার্লামেন্টে আইন পাশ করে দাসপ্রথা বিলুপ্ত করেন। ১৮৩৫ সালে মরিশাসের পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যেও দাসপ্রথা আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হয়। মরিশাসের গভর্নর ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই দ্বীপটির প্রশাসনিক খরচ নির্বাহ করত। যে খরচের সিংহভাগ (১.৫ মিলিয়ন পাউন্ড) রাজস্ব আসত আখক্ষেত থেকে। ব্রিটিশরা মরিশাসকে চিনির উপর নির্ভরশীল করে তুলেছিল। তাই ব্রিটিশদের আখ শিল্পে সাহায্য করার জন্য ভারতের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। ১৮৩৩ সালে ভারতীয় শ্রমিকদের প্রথম দল মরিশাসে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলিম ছিল। তারা দিনমজুর হিসাবে কাজ করত। মজুরী হিসাবে নারী-পুরুষকে দৈনিক সামান্যই চাল, ডাল, লবণ ও তেল দেওয়া হ’ত। যতদূর জানা যায়, পরিধেয় পোষাক হিসাবে তাদেরকে বার্ষিক একটি ধুতি, একটি শার্ট, দুটি কম্বল, একটি জ্যাকেট এবং দুটি ক্যাপ দেওয়া হ’ত, যা প্রয়োজনের তুলনায় একেবারে অপ্রতুল

১. *পণ্ডিচেরি বর্তমান ভারতের তামিলনাড়ু প্রদেশের একটি শহর। পূর্বে এটি ফরাসি উপনিবেশের অধীনে ছিল।*

ছিল। ভারত থেকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের অভিবাসন ১৯২২ সাল পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত ব্যবধানের সাথে অব্যাহত ছিল। সে সময়ের মধ্যে ৪,৫০,০০০ শ্রমিককে আনা হয়েছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ চুক্তির মেয়াদ শেষে ভারতে চলে আসেন আবার কেউ কেউ সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। যারা থেকেছেন তারা হয় তাদের চুক্তি নবায়ন করে দিনমজুরী করেছেন অথবা ছোট-খাট ব্যবসায়ী হিসাবে কাজ করেছেন।

মুসলিম ব্যবসায়ী : ব্রিটিশ আমলে মরিশাসে কিছু মুসলিম ব্যবসায়ীর আগমন ঘটে। কুচ, কাথিয়াওয়ার, কোচিন, পাটনা, আহমেদাবাদ, বোম্বে এবং সুরাট থেকে ব্যবসায়ীরা মরিশাসে বাণিজ্য করতে যেত। মুসলিম ব্যবসায়ীরা খাদ্যসামগ্রী ও পোষাক শিল্পের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এ ছাড়া তারা নিজস্ব আখক্ষেত ও কারখানা গড়ে তোলেন। জাহাজ ও পণ্য রপ্তানিতে বিনিয়োগ করেন। এক সময় আখ রপ্তানি, পাটের ব্যাগ ও পোষাক উৎপাদনে মুসলিমরা আধিপত্য বিস্তার করে। কোচির মুসলিম ব্যবসায়ীরা পোর্ট লুইস, রেমিওলিয়ার স্টেট ও কুইন স্টেটে ব্যবসায়িক কেন্দ্র গড়ে তোলেন। সেসব কেন্দ্র ‘মেইমেন বাজার’ (মুমিন বাজার) নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৮৫১ সালের মেইমেন বাজারের কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী হ’লেন- মুহাম্মাদ হাজী ইসমাঈল, হামির কাসিম, হাজী ইউসুফ, নূর মুহাম্মাদ, উসমান, হাজী আল্লাহরাখিয়া প্রমুখ। অন্যদিকে সুরাতের মুসলিম ব্যবসায়ীরা রয়েল স্টেট, বার্বন স্টেট, ফারকুহার স্টেট ও কোরডেরি স্টেটে বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাদের স্থাপিত বাণিজ্য কেন্দ্রকে সুরাটি বাজার বলা হ’ত। সুরাটি বাজারের শীর্ষ ব্যবসায়ী ছিলেন মোল্লিদিনা আব্দুল্লাহ, হাসান আগা মুহাম্মাদ, ইলিয়াস হাজী হামিদ, মির্জা মাহমূদ, শেখ আব্দুর রায্যাক প্রমুখ।

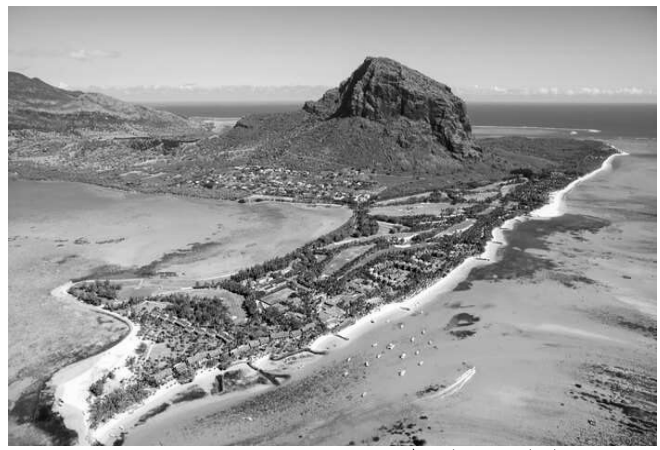

মরিশাসের প্রথম মসজিদ : মরিশাসে মুসলিমরা নিজেদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার পূর্ব পর্যন্ত গোপনে ইবাদত করত। ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিমরা প্রথম মসজিদ নির্মাণের জন্য ফরাসিদের কাছে আবেদন করে। ১৮০৫ সাল পর্যন্ত কয়েক বছর ধরে আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছিল। অবশেষে গভর্নর ডেকান মুসলমানদের আবেদন গ্রহণ করেন। গভর্নর স্বাক্ষরিত অনুমোদিত এই আবেদনটি ফরাসি শাসনামলে মরিশাসে ইসলাম ও মুসলমানদের উপস্থিতির অকাট্য প্রমাণ বহন করে। প্রায় ৫০০০ বর্গফুট জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল। ১৮১৮ সালের একটি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে মসজিদটি ধসে পড়ে। এটি আবার পুনর্গঠিত হয়। মসজিদটির নামকরণ করা হয় ‘মসজিদুল আকসা’। যার প্রথম ইমাম ছিলেন ‘গ্যাসি সবেদার’।

মরিশাসের দ্বিতীয় মসজিদ : মেইমেন এবং সুরতি বাজারের গুজরাটি ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসার স্থানের কাছাকাছি একটি মসজিদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৮৫২ সালের অক্টোবরে কিছু মেইমান বণিক শহরের মূলকেন্দ্রে একটি বাড়ি কিনেন এবং শীঘ্রই সেখানে ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা করেন। আল-আকসা মসজিদের ইমাম কিবলা চিহ্নিত করেন এবং ছালাতের ইমামতি করেন ইসমাঈল জিওয়া। ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত মসজিদ ঘরটি ‘মসজিদ ডেস আরব’ নামে পরিচিতি লাভ করে। মসজিদের প্রথম মুতাওয়াল্লি ছিলেন হাজী জুনুস আল্লারাখিয়া, যিনি ১৮৫০ সালে মরিশাসে আসেন। ১৮৫৯ থেকে ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য বাড়ি সংলগ্ন সাতটি সম্পত্তি কেনা হয়।

মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল। বিধায় শস্য ব্যবসায়ীরা সাধারণ ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা শস্যের প্রতিটি বস্তার উপর ২ শতাংশ হারে রুপি ধার্য করেন। বহু বছর ধরে শস্যের সমস্ত ডিলাররা মসজিদের জন্য বিনা দ্বিধায় উক্ত ২ শতাংশ অর্থ দান করেন। কিন্তু সরকার এবং বেশ কিছু আবাদকারীরা পরে তা দিতে অস্বীকার করেন। তখন শস্যের বাজার মূল্যের সাথে উক্ত ২ শতাংশ অর্থ যোগ করা হয়েছিল। ১৮৭৮ সাল থেকে দক্ষ ভারতীয় কারিগররা হাজী জাকারিয়া জান মামোদের তত্ত্বাবধানে মসজিদ ভবনে প্রতিদিন কাজ করতেন। ফলশ্রুতিতে ছোট্ট মসজিদ ‘ডেস আরব’ বর্তমানে জুম‘আ মসজিদে পরিণত হয়েছে।

রাজনীতিতে মরিশিয়ান মুসলমান : অর্থনৈতিকভাবে মুসলিমরা প্রভাবশালী হ’লেও তারা রাজনীতি থেকে বিমুখ ছিল। মহাত্মা গান্ধী এবং মগনলাল মণিলাল ডাক্তারের দ্বীপে আগমনের পরে তাদের ভেতর রাজনীতি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা তৈরি হয়। তারা স্থানীয় কাউন্সিল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ১৮৮৪ সালে স্যার জন পোপ-হেনেসি (১৮৮৩-১৮৮৯) মরিশাসের নতুন সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি কমিশন গঠন করেন। তিনি সেখানে তিনজন বিশিষ্ট মুসলিম ভারতীয়ের নাম দিয়েছিলেন। তাঁরা হ’লেন গোলাম মুহাম্মাদ আঞ্জুম, আইয়ুব বকর তাহের এবং ড. হাসান শাকির। এটিই প্রথমবারের মত উপনিবেশের কোন ভারতীয় মুসলমান প্রতিনিধিদের সরকার কর্তৃক গঠিত একটি

পরামর্শমূলক সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তবে সে কমিশন ব্যর্থ হয়েছিল।

১৯০০ সালে মরিশাসের প্রথম মুসলিম কাউন্সিলর নির্বাচিত হন ড. হাসান শাকির। পোর্ট লুইস থেকে প্রথম মেয়র নির্বাচিত হন গোলাম মুহাম্মাদ দাউজি। তাঁর উদ্যোগেই প্রথম ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে নির্বাচিত কাউন্সিলররা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হন। ১৯৪৭ সালে স্যার ম্যাকেঞ্জি-কেনেডির অধীনে একটি সংবিধান রচনা করা হয়েছিল যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রাচীনতম সংবিধান ছিল। নতুন সংবিধান কোনভাবেই মুসলমানদের উপকার করেনি। তারা বুঝতে পেরেছিল রাজনৈতিকভাবে তারা কতটা দুর্বল! ১৯৪৮ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের উত্থান দেখা যায়। ১৯টি আসনের মধ্যে হিন্দুরা ১১টি, ক্রেওল ৭টি, শ্বেতাঙ্গরা ১টি এবং মুসলিমরা কোন আসনই পায়নি। মূলত সাতচল্লিশের দেশ ভাগের প্রভাব মরিশাসের মুসলমানদের উপর পড়েছিল।

আজুম দাহাল কিছু সহকর্মীকে সংবিধান এবং মুসলমানদের দুর্দশার কথা বলার জন্য এক বৈঠকে ডেকেছিলেন। বৈঠকে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হ'লেন, আব্দুর রঊফ জুমিয়ে, হুসাইন দাহাল, শেখ ইউসুফ রমযান, তৈয়ব তেগালি এবং মাহমূদ দিলজোর। বৈঠকের পর তারা 'মুসলিম সংবিধান সংস্কার কমিটি (MCRC)' নামে একটি সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সংস্থার লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় রাজনৈতিক দল গঠন, পৃথক ভোটার এবং মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসন আদায় করা। স্যার আব্দুর রায্যাক মুহাম্মাদ (মৃ. ১৯৭৮) মুসলিমদের ক্ষমতায়নে ব্যাপক অবদান রেখেছিলেন। ফলস্বরূপ, ১৯৫৯ সালে মরিশাসের আইনসভায় ৪০টি নির্বাচিত আসন এবং ১২টি আসনে ভাল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে হেরেছিল। MCRC শেষ পর্যন্ত ভেঙে দেওয়া হয় এবং 'কমিট ডি অ্যাকশন মুসলিম (CAM)' নামে দল গঠন করা হয়। দলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শেখ ইউসুফ রমযান, হারূন আব্দুল, হাসাম বাহেমিয়া আব্দুল হামিদ জি এম ইসহাক, আব্দুল রঊফ বান্ধুন এবং আব্দুল হক্ব ওসমান। আব্দুর রায্যাক নেতা হিসাবে প্রশংসিত হন এবং আজুম দাহলকে সভাপতি এবং শেখ ইউসুফ রমযানকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়।

যাহোক, ১৯৬৭ সালের ৭ই আগস্টের নির্ধারিত সাধারণ নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে স্যার সিউসাগর রামগুলামের নেতৃত্বে মরিশাস লেবার পার্টি (এমএলপি), স্যার আব্দুর রায্যাক মুহাম্মাদের নেতৃত্বে কমিট ডি অ্যাকশন মুসলমান (সিএএম) এবং স্যার সুকদেও বিসুন্দয়ালের নেতৃত্বে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফরোয়ার্ড ব্লক (আইএফবি) এর একটি মহাজোট গঠন করা হয়েছিল যাকে ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টি বলা হয়। ১৯৬৭ সালের ১২ই আগস্ট স্যার সিউওসাগর রামগুলাম ব্রিটিশ সরকারকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, মরিশাসের জনগণ 'কমনওয়েলথ অফ নেশনস'-এ যোগদান করতে ইচ্ছুক। ফলস্বরূপ, ১৯৬৮ সালের ১২ই মার্চ মরিশাস ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। তারা লাল, নীল, হলুদ এবং সবুজ রঙের যে স্বতন্ত্র পতাকা লাভ করে সেটাও স্যার আব্দুর রায্যাক মুহাম্মাদ প্রস্তাবিত ছিল।

মরিশাসে মুসলমানদের ধর্মীয় বৈচিত্র : মরিশাসে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হিন্দু ধর্মের অনুসারী। ইসলাম মরিশাসের দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম। মুসলিমরা সুন্নি, বেরেলভী, তাবলীগ জামা'আত, সালাফী, শিয়া, কাদিয়ানী, বাহাই এবং সূফীবাদে বিশ্বাসী। মরিশাসে বেরেলভী মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন ভারতের মেরুতের মাওলানা আব্দুল আলিম ছিদ্দিকী (মৃ. ১৯৫৪)। বলা হয় তিনি আহমাদ রেযা খান বেরেলভী (মৃ. ১৯২১)-এর ছাত্র ছিলেন। বেরেলভীরা সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাদের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাবলীগ জামা'আতও পিছিয়ে নেই। তারা ১৯৭২ সালে Society Islamique De Maurice (SIM) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। মরিশাসে ১৮৭০ সালে শিয়ারা আগমন করে। তবে তারা এখনো সংখ্যালঘু। ২০০০ সালে মরিশাসের রোজ হিলে সংখ্যালঘু কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। মিস ওটিলি রাইন (১৯০৩-৭৯) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মরিশাসে বাহাই মতবাদ নিয়ে আসেন। তিনি ১৯৫৩ সালে মরিশাসে এসেছিলেন। রেইনের আগমনের তিন বছর পর সেখানে ১০০ জনেরও বেশী বাহাই সদস্য ছিল এবং তারা ১৯৫৬ সালের মধ্যে তিনটি স্থানীয় সমাবেশ করেছিল। আরেক মরিশিয়ান বাহাই ছিলেন রডি লুচমায়া (১৯৩২-১৯৯৯)। মরিশাসে সূফীবাদেরও ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

বিশ্বাস করা হয় যে, মরিশাসে সূফীবাদের প্রবর্তন হয়েছিল মুসলিম বণিক মেইমানদের দ্বারা। আজমিরের খাজা মঈনুদ্দীন হাসানের অধীনে মেইমানরা হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছিল। সেই থেকে তারা সর্বদা পীর বা সূফীদের শ্রদ্ধা করত। যখন মেইমানরা মরিশাসে আসে, তখন তারা তাদের পীরদেরকে তাদের সাথে বসতি স্থাপনের জন্য ডেকেছিল যাতে তারা তাদের সঠিক পথ দেখায়। এই কারণে ১৮৪৮ সালে পীর জামাল শাহ ভারতের কচ্ছ থেকে মরিশাস আসেন। তিনি পোর্ট লুইসের জুম'আ মসজিদের ইমাম ও পীর ছিলেন। তিনি ১৮৫৮ সালে মারা যান এবং মসজিদের আঙ্গিনায় তাকে সমাহিত করা হয়। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন পীর জাহাঙ্গীর শাহ (মৃ. ১৮৯০), যিনি তাঁর ভাতিজা ও ছাত্র ছিলেন। এই দুই পীর ছাড়াও পীর জহুর শাহ (মৃ. ১৯৩৮) এবং পীর আবু বকর শাহ একজন আরেকজনের উত্তরসূরি ছিলেন।

মরিশাসে বিভিন্ন তরিকা পাওয়া যায় যেমন- কাদরী, চিশতী, নকশাবন্দী ইত্যাদি। এগুলো ছাড়াও সালাফী আহলেহাদীছদেরও সরব উপস্থিতি মরিশাসে বিদ্যমান। ১৯৯৯ সালে 'আল-হুদা ওয়ান নূর' নামক একটি আহলেহাদীছ সংগঠন কার্যক্রম শুরু করে এবং বিশেষতঃ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যায়নকারী ছাত্রদের দ্বারা এটি পরিচালিত হয়।

[মরিশাসে ইসলাম প্রবন্ধ থেকে অনূদিত ।]

[অনুবাদক : শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী ।]

জোরাম ভ্যান ক্লাভেরেন-এর ইসলাম গ্রহণ

[জোরাম ভ্যান ক্লাভেরেন ১৯৭৯ সালের ২৩শে জানুয়ারী নেদারল্যাণ্ডসের আমস্টারডামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভিইউ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্বে পড়াশোনা করেছেন। ক্লাভেরেন দেশটির চরম ডানপন্থী ফ্রিডম পার্টির (পিভিভি) এমপি হিসাবে ২০১০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত পার্লামেন্টে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি বোরকা ও মিনার নিষিদ্ধের পক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়ে বলেছিলেন, 'আমরা নেদারল্যাণ্ডে ইসলামের কোন ছিটাফোঁটাও দেখতে চাই না'। কিন্তু কট্টর ডানপন্থী ও ইসলাম বিদ্বেষী এই সাবেক এমপি ২০১৮ সালের ২৬শে অক্টোবর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। নিম্নে তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা পাঠকের সমীপে উপস্থাপন করা হ'ল।]

জোরাম ভ্যান ক্লাভেরেন : বছরের পর বছর ধরে একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে ইসলামের সাথে লড়াই করার জন্য আমার যা কিছু ছিল সবই দিয়েছি। আমি নেদারল্যাণ্ডসের সমস্ত ইসলামিক স্কুল বন্ধ করার জন্য আইন পাস করার চেষ্টা করেছি। আমার দেশের প্রতিটি মসজিদ বন্ধ করার চেষ্টা করেছি। এমনকি কুরআনকে নিষিদ্ধ করারও চেষ্টা করেছি। যেটাকে কিনা আমি বিষাক্ত গ্রন্থ বলতাম। একজন সক্রিয় সংসদ সদস্য হিসাবে ইসলামকে বিপদ আখ্যায়িত করে সে সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করার জন্য যা করতে পেরেছি তা-ই করেছি। আমি ইসলামকে সত্যিকারের ধর্ম হিসাবে মেনে নিতে পারিনি। এটাকে পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক রাজনৈতিক মতাদর্শ বলতাম। আমি জানতাম ইসলাম সহিংস, নারী বিরোধী, খ্রিষ্টান বিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদ প্রচার করে।

ত্রিত্ববাদকে প্রত্যাখ্যান, যিশু খ্রিষ্টের প্রভুত্বকে প্রত্যাখ্যান এবং তাঁর পাপকে প্রত্যাখ্যান করার কারণে খ্রিষ্টান প্রচারকরা ইসলামকে একটি মন্দ ধর্মবিশ্বাস হিসাবে দেখে। বিশেষ করে আমি যে সম্প্রদায়ের মধ্যে বড় হয়েছি সেখানকার প্রচারকরা। আমার এই ধারণাগুলো বদ্ধমূল হয়েছিল যখন আমি ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর প্রথম কলেজে যাই। কিছুদিন পরে, থিও ভ্যান গগ নামে নেদারল্যাণ্ডসের একজন বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতাকে হত্যা করা হয়েছিল। তার পেটে ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল। ঘটনাটি আমস্টারডামে আমার পুরানো বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে ঘটে। তখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, আমার দেশকে রক্ষা করতে এই দুষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে নিজের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই করব। কিন্তু আল্লাহ সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী।

আমি রাজনীতি ছাড়ার পর ইসলাম বিরোধী বই লেখা শুরু করেছিলাম। এটা আমার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল। আমি রাজনীতি করতে গিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে যা বলেছি তার একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তথ্য অনুসন্ধানের সময় আমি এমন অনেক তথ্যের মুখোমুখি হয়েছিলাম, যেগুলো ইসলাম সম্পর্কে আমি যা ভাবতাম তার সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। তখন আমি নতুন প্রশ্ন করতে শুরু করি। যেহেতু আমি বইটিকে বাস্তবসম্মত এবং তথ্যপূর্ণ করতে চেয়েছিলাম, সেজন্য মুসলিম পণ্ডিতদের কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা শুরু করলাম। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রফেসর আব্দুল হাকীম মুরাদ। আমি ভেবেছিলাম তিনি হয়ত আমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন না। কারণ আমি একজন মুসলিম বিদ্বেষী দলের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তিনি সাগ্রহে উত্তর দিয়েছেন। বিভিন্ন বই পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এবং অন্যান্য পণ্ডিতদের নামও বলেছিলেন যাদের কাছে আমি তথ্য নিতে পারব। ইতিমধ্যে আমি খ্রিষ্টান মতবাদ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করি। স্রষ্টা সম্পর্কে আমার ধারণা বদলাতে থাকে। আমি আমার খ্রিষ্টান প্রশ্নের ইসলামিক উত্তর পেতে থাকি। আমার বইতে ইসলামের পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কথা লিখি। আমার বইয়ের শেষটা ছিল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুওয়াত সম্পর্কে। যখন আমি তাঁর জীবন ও চরিত্র অধ্যয়ন করলাম, আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয়েছিলাম যে, তিনি সত্যিই আল্লাহ্র রাসূল ছিলেন। রাসূলের প্রতি আমার গ্রহণযোগ্যতা আমাকে প্রকৃতপক্ষে একজন মুসলিম করে তুলেছে। কিন্তু যে রাতে আমি বুঝলাম, তখনও একটা ঘৃণাবোধ কাজ করছিল। আমি লেখা শেষ করার পরে ইসলামকে সত্য বলে উপলব্ধি করি। কিন্তু তখনও সেটা মন থেকে মেনে নিতে পারিনি। আমি মুসলমান হ'তে চাইনি। আমি বুক শেলফে বই রাখার সময় অনেকগুলো বই সেখান থেকে পড়ে যায়। বইগুলোর মধ্যে একটি ছিল কুরআন। যখন আমি এটি তুলেছিলাম, আমার বৃদ্ধাঙ্গুলী সূরা হজ্জের ৪৬ নম্বর আয়াতের উপর ছিল। সেখানে লেখা ছিল, 'চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়'। আসলে এটাই ছিল আমার সমস্যা। আমার চোখ অন্ধ ছিল না। সত্য দেখতে পারতাম কিন্তু দেখিনি। কেউ আমাকে বই লেখতে বাধ্য করেনি। বরং আমি নিজের ইচ্ছাতেই লিখেছি। সুতরাং এটা আমার চোখের কিংবা জ্ঞানের সমস্যা নয়। বরং আমার অন্তরের অন্ধত্ব। হয়ত আমার কথাগুলো রূপকথার মত শোনাচ্ছে কিন্তু আমি যা বলছি বাস্তবে তাই ঘটেছে।

আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলাম, আমাকে সত্য বোঝার জন্য একটি ইশারা দাও। পরদিন কোনই নিদর্শন পাইনি। কোন রংধনু উঠেনি কিংবা সোনার তারা পড়েনি। কিন্তু আমি জেগে ওঠার পরে, আমার ঘৃণা এবং উদ্বেগের অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে চলে যায়। আমি হৃদয়ে শক্তি এবং আন্তরিক সুখ অনুভব করছিলাম। সেদিন আমি আমার স্ত্রী ও মাকে বললাম, আমি মুসলমান হয়েছি। আমার মা কাঁদতে শুরু করলেন। আমার স্ত্রী বলল, 'যদি এটাই আপনার ইচ্ছা হয় তাহ'লে আমার আর কি-ই বা বলার আছে'। ইসলাম গ্রহণের কারণে যারা আমাকে ভোট দিয়েছিল তাদের কাছ থেকে ২০০০ বার হত্যার হুমকি এসেছে। আমার সন্তানদের হত্যা করতে, আমার স্ত্রীকে ধর্ষণ করতে চেয়েছিল তারা। আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি প্রতিবেশীরা শুনে তো বিশ্বাসই করতে পারেনি। সকলেই হতবাক হয়ে গিয়েছিল। ***[সূত্র : ইন্টারনেট]***

গহীন অরণ্যে জান্নাতী খাবার

-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ

অনেক দিন আগের কথা। এক ধূর্ত শিয়াল কোন এক জঙ্গলে বসবাস করত। তার শিকার করার মত শক্তি ছিল না। সে কারণে শিয়াল ছোট পশু-পাখিদের বিভিন্ন প্রতারণামূলক কথায় ভুলিয়ে তাদের কাছাকাছি যেত এবং সুযোগ বুঝে তাদেরকে শিকার করত।

একদিন শিয়াল ক্ষুধার্ত অবস্থায় বনের মধ্যে হাঁটছিল। তাই মনোযোগ দিয়ে চারপাশে দেখছিল আর ভাবছিল, যদি কোন খরগোশ, তিতির পাখি অথবা মোরগ-মুরগি পাই তাহ'লে এমন কাজ করতে হবে যেন তারা আমাকে দেখে না পালায়। হঠাৎ সে এক আজব জিনিস দেখল। রাস্তার মাঝখানে এক মুঠো ঘাস ছড়ানো আছে, তার চারপাশে কয়েকটি কাঠের টুকরা এবং সুতা টানানো আছে। সেগুলোর মাঝখানে একটি তরতাজা মাছ। শিয়াল চিন্তা করলো ক্ষুধার জ্বালায় সে হয়তো ভুল দেখছে। কিন্তু কাছে যেতেই ভালভাবে তাকিয়ে দেখল সত্যিই একটি মাছ। সে মাছের তাজা গন্ধ তার নাকে এসে পৌঁছাল। শিয়াল যদিও ক্ষুধার্ত ছিল তবুও মাছটি না খেয়ে ভাবতে থাকল এটি কোথায় থেকে আসল? সে ভাবল, এটা তো নদীর কিনারা নয় যে বলব মাছ পানি থেকে লাফ দিয়ে এখানে এসে পড়েছে। এখানে কোন মাছের দোকান নেই আবার কোন রান্না ঘরও নেই। মাছ তো কোন বনের পশুও নয় যে পায়ে হেঁটে এখানে চলে আসবে। তাহ'লে এই মাছের উপস্থিতির দুইটা কারণ হ'তে পারে। প্রথমত : এটা শিকারীর পাতা ফাঁদ একারণে শিকারী মাছটাকে এখানে রেখেছে। এবং সে পাশে কোথাও লুকিয়ে আছে যেন কোন পশুকে ফাঁদে আটকিয়ে ধরতে পারে। দ্বিতীয়ত : কোন জেলে নদীর অনেক মাছ ধরে এ রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তার ঝুড়ি থেকে পড়ে গিয়েছে কিন্তু সে বুঝতে পারেনি। তবে কারণ যেটাই হোক না কেন বিপদের সম্ভবনা রয়েছে। সেজন্য এই মাছ খাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করা যাবে না। শিয়াল কিছুদিন আগে দেখেছিল কিভাবে একটা শিকারী হঠাৎ জঙ্গল থেকে বের হয়ে তার এক বন্ধুকে ফাঁদে ফেলেছিল। এ কারণে সে শপথ করেছিল প্রকৃত অবস্থা না বুঝে কখনো কোন কিছু ধরবে না এবং খাবে না।

তাই সে পরীক্ষা করার জন্য মাছটাকে সেখানে রেখে দিল। অন্য খাবারের খোঁজে সে রাস্তা দিয়ে সামনে যেতে থাকল। কিন্তু অনেকক্ষণ হাঁটার পরেও কোন খাবার পেল না। দূরে একটি বানরকে সে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখল। শিয়াল জানত বানর খাওয়া যায় না কিন্তু নরম কথায় কিভাবে সবাইকে ঠকানো যায় সেটা তার জানা ছিল। বানরকে দেখে তার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে। সে ভাবল, বানরকে যেভাবেই হোক ফাঁকাবুলি দিয়ে ফুলিয়ে সেই ফাঁদের কাছে নিয়ে গিয়ে তার রহস্য উদঘাটন করতে হবে। সে দ্রুত বানরের কাছাকাছি গেল। পেছন থেকে তাকে ডাক দিল জনাব বানর নাকি? কিছু কথা আছে, দয়া করে দাঁড়ান। বানর মাথা ঘুরিয়ে শিয়ালকে দেখে আবার হাঁটা শুরু করল। অতঃপর একটি গাছের কাছে গিয়ে গাছের উপরে উঠে বসল। শিয়াল সে গাছের কাছে গিয়ে বানরের সামনে বসে কথা বলা শুরু করল। শিয়াল বলল, জানি না কিভাবে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করব। অবশেষে এখানে এসে আপনাকে দেখতে পেলাম। আমি অনেক ভাগ্যবান। কারণ আজকে আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছি এবং আপনার খেদমত করার সুযোগ পেয়েছি। আপনি বিশ্বাস করুন আজকে সমস্ত জঙ্গল আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসেছি। এখন অনুরোধ করছি দ্রুত নিচে আসুন। বানর এই কথাগুলো শুনে আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিল, বুঝতে পারছি না আপনি কি বলছেন? আপনার এই কথাগুলোর উদ্দেশ্য কি?

শিয়াল বলল, এখন জঙ্গলের সমস্ত প্রাণী একটি মাঠে সমবেত হয়েছে। আপনার আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে।

বানর বলল, পশু-পাখি? আমার আদেশের অপেক্ষায়? কিন্তু কিসের জন্য? কি হয়েছে? কি এমন হ'ল! পশু-পাখির সাথে আমার কোন কাজ নেই।

শিয়াল বলল, হায়! মনে হচ্ছে গতকাল আপনি জঙ্গলে ছিলেন না। এ কারণে খবর পাননি। আজকে সকালে জঙ্গলে ক্বিয়ামত হয়েছিল। গতকাল সমস্ত হিংস্র পশু-পাখি একত্রিত হয়ে সিংহকে বনের রাজা করেছিল কিন্তু সে আজ পালিয়ে গেছে। সিংহ খারাপ হয়ে গেছে, সবার সাথে যুলুম করছে। নিরুপায় হয়ে সমস্ত প্রাণী একমত হয়েছে যে, তাকে আর বনের রাজা রাখা যাবে না। অতঃপর সমস্ত প্রাণী মত দিয়েছে আমাদের নেতা অবশ্যই বানরদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত।

বানর বলল, এটা ঠিক নয়। বানর যতই শক্তিশালী ও চালাক হোক এবং তার রাজনৈতিক জ্ঞান থাকুক সে কখনো অন্য প্রাণীদে নেতৃত্ব দিতে পারে না। কারণ নেতৃত্বের বোঝা আমাদের জন্য অনেক ভারি। তাই আমি এই কাজ করতে সক্ষম নই। সুতারাং পশুদের রাজা এমন একজনকে হওয়া উচিত যার জ্ঞান ও বিবেক অন্য সমস্ত প্রাণী থেকে বেশী এবং সবার উপরে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম।

শিয়াল বলল, দয়া করে এমন অশোভনীয় কথা বলবেন না। যদি সমস্ত পশু-পাখি একমত হয় তাহ'লে কোন সমস্যা নেই। যখন সকলেই মতামত দিয়ে একজনকে পসন্দ করেছে তখন অবশ্যই তারা তাকে সমর্থন করবে। সম্ভবত সকলের চাইতে বানরদের যোগ্যতা বেশী। বানররা মানুষের ভাষা ভাল বুঝতে পারে। গাছের অনেক উচ্চতায় উঠতে পারে।

তারা দক্ষ ও হুশিয়ার। তারা অন্যের উপর জোর করা এবং জোরপূর্বক দোষ চাপানো পসন্দ করে না। পশুদের এমন নেতৃত্ব প্রয়োজন যে ন্যায় বিচার করতে সক্ষম। আজ পর্যন্ত বানর জাতির মধ্যে কেউ খারাপ কিছু দেখেনি। বানর জাতি এক বাক্যে আপনাকে পসন্দ করেছে। এখন তারা জঙ্গলে সমবেত হয়েছে। আমার উপরে দায়িত্ব ছিল দ্রুত এই খবর আপনার কাছে পৌঁছানো যাতে আপনি সেখানে গিয়ে কাজগুলো যথাযথভাবে করতে পারেন। আপনার দায়িত্ব থেকে বিরত থাকা উচিত হবে না। অন্যের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা উচিত, খেদমত করা উচিত। সকলেই অপেক্ষা করছে, আসুন আমরা যাই। বানরের কাছে এ সমস্ত কথা কপটতা মনে হচ্ছিল কিন্তু নেতৃত্বের লোভ তার অন্তরে প্রকট হ'ল। সে নেতৃত্বের প্রস্তাবে খুশি হয়ে গাছ থেকে নেমে বানরের সাথে চলতে লাগল । কিন্তু বানরের মনে শিয়ালের প্রতি তখনও সন্দেহ ছিল। শিয়াল বানরকে চিন্তা করার কোন সুযোগ দিল না। পথ চলতে চলতে সে নেতৃত্বের বিষয়ে তার সাথে কথা বলছিল।

বানরকে উৎসাহিত করছিল যে, দায়িত্ব গ্রহণের পরে সর্বদা তাকে ন্যায়নীতি অবলম্বন করতে হবে। সিংহের অত্যাচারের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে যেন সমস্ত পশু-পাখি বানরের ন্যায়বিচারের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। তারা বানরের প্রশংসা করে এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারে। শিয়াল এভাবে কথা বলতে বলতে শিকারীর পাতা ফাঁদের কাছে পৌঁছায়। অতঃপর সে বানরকে লক্ষ্য করে বলে আমি ইস্তেখারা করতে অভ্যস্ত। আমি আমার বাবাকে বলতে শুনেছি ইস্তেখারার মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। আমার বাবা অনেক কিছু জানেন। তবে আমারও কিছু অভিজ্ঞতা আছে। অনেক সময় আমি অন্তর থেকে নিয়ত করে ইস্তেখারা করলে সে কাজের ভাল-খারাপ সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

এ কথা বলে শিয়াল আকাশের দিকে হাত তুলে বলে, আল্লাহ! হে আল্লাহ! আপনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব কিছু জানেন। আমরা আমাদের সমস্ত ভাল কাজের অসীলায় আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, যদি বানরের নেতৃত্ব তার জন্য এবং সমস্ত পশু-পাখির জন্য কল্যাণকর হয় তা'হল আপনার পক্ষ থেকে একটা ভাল ইঙ্গিত আমাদের সামনে প্রকাশ করুন। আর যদি অকল্যাণকর হয় তাহ'লে একটা খারাপ ইঙ্গিত প্রকাশ করুন। হে আল্লাহ! আপনিই ভাল-মন্দ সব কিছু সম্পর্কে সম্যক অবগত।

দো'আ শেষ করতে না করতেই শিয়াল আনন্দের সাথে চিৎকার দিয়ে বলল, আল্লাহু আকবার! আমাদের দো'আ কবুল হয়েছে! অতঃপর সেই ফাঁদে আটকানো মাছ দেখিয়ে বলে, এই শুষ্ক জঙ্গলে তরতাজা মাছটিই হচ্ছে তার নিদর্শন। হ'তে পারে এটি আসমান থেকে আসা বেহেশতের মাছ। যা আল্লাহ নিদর্শন স্বরূপ পাঠিয়েছেন। যেন জনাব বানর মাছটি খেয়ে মিষ্টিমুখ করে আনন্দের সাথে বনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

বানর শিয়ালের এমন আনন্দ দেখে আশ্চর্য হয়ে বলে, সত্যি বলছেন! তাহ'লে আপনি আগে খান।

শিয়াল উত্তর দিল, এটা অসম্ভব। এ রকম বেয়াদবি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই বেহেশতী খাবার আল্লাহ আপনার জন্য আসমান থেকে পাঠিয়েছেন। এটা আপনার হক্ব। আল্লাহ আমার দো'আ কবুল করেছেন এতেই আমি খুশি। আপনি দ্রুত এটা খেয়ে চলুন, সবাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

বানর যখনই মাছটি খেতে গেল তখনই সে ফাঁদে আটকা পড়ল। শিয়াল আর কোনই কথা বলল না। ফাঁদ তার কাজ সহজ করে দিল। শিকারী আসার আগেই সে সুযোগ পেয়ে মাছটি ফাঁদ থেকে বের করে খাওয়া শুরু করল।

বানর তখনো শিয়ালের এই সমস্ত কথা ধোঁকাবাজি বুঝতে পারেনি। সে শিয়ালকে বলল, এমন কেন হ'ল? আমি ফাঁদে পড়লাম আর আপনি মাছ খাচ্ছেন?

শিয়াল বলল, সবাই নিজের চিন্তা করে। নেতৃত্বে যেতে হ'লে মাঝে মাঝে জেল খাটতে হয়। তুমি ঘুঘু দেখেছ কিন্তু ফাঁদ দেখনি সেজন্য আটকা পড়েছ।

[গল্পটি ফারসী ভাষা থেকে অনূদিত।]

শিক্ষা : গল্পের বিষয়বস্তু ঈষৎ রসাত্মক হ'লেও অন্তর্নিহিত নিগূঢ় অর্থ সকলের জন্য শিক্ষনীয়। এই গল্পের প্রথম শিক্ষা হ'ল, নেতৃত্বের সুপ্ত বাসনা যখন অযোগ্য ব্যক্তিকে লোভাতুর করে তখন তার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়। মেকি ভক্তিতে এতই আত্মবিশ্বাস হৃদয়ে সঞ্চার হয় যে, নিজের যোগ্যতা কতটুকু সেটাও ভুলে যায়। দ্বিতীয় শিক্ষা হ'ল, আমাদের সমাজে 'শিয়াল' শ্রেণীর কিছু ধূর্ত মানুষ স্বার্থসিদ্ধির জন্য যেকোন সীমা অতিক্রম করে। তারা অযোগ্য ব্যক্তিকে নেতৃত্বের লোভ দেখিয়ে মসনদে তুলে দেয় কিন্তু কার্যকরী ক্ষমতা নিজেদের হাতে রেখে দেয়। যতক্ষণ স্বার্থ থাকে ততক্ষণ কপট ভক্তি দেখায়। স্বার্থ শেষ হয়ে গেলে বিপদসংকুল অবস্থায় ফেলে রেখে নিরাপদ দূরত্বে কেটে পড়ে। গল্পটি বর্তমান সমাজের চাটুকারিতা ও স্বার্থসিদ্ধির রাজনীতির প্রতিচ্ছবি 'শিয়াল' চরিত্রটাকেই স্পষ্টরূপে ফুটিয়ে তুলেছে। সুতরাং আমাদের নেতৃত্বের লোভ বর্জন করা উচিত এবং চাটুকারদের সংস্রবমুক্ত এমন নেতৃত্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত যারা দেশ ও দশের কল্যাণে কাজ করবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন।-আমীন!

[অনুবাদক : শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।]

ঈমানের জোর!

আমার এক স্কুল জীবনের বন্ধুর বড় ভাইয়ের দুইটা দোকান ছিল বঙ্গবাজারে। দুইটাতে কাপড় ছিল প্রায় সোয়া ১ কোটি টাকার মত। দুইটাই পুড়ে ছাই। ভাই বেশ কয়েক বছর হ'ল কাপড়ের ব্যবসা করে বেশ ধনী হয়েছেন। ইসলামপুরেও তার দুইটা দোকান আছে। এখন সেগুলোই তার ভরসা! ভাগ্যিস সে এক ঝুড়িতে সব ডিম রাখে নি!

আমি পরশুদিন তাকে কল দিলাম মূলত সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ও আগুন লাগার কারণ সম্পর্কে ব্যবসায়ীদের ধারণা কী তা জানার জন্য। ভাবী কল ধরে বলল, ভাই কুরআন তেলাওয়াত করছেন। মনে পড়ল বন্ধু জানিয়েছিল, করোনার আগ দিয়ে তিনি খুবই দ্বীনদার হয়ে গেছেন। করোনার ভেতর দাড়ি রেখে ৫ ওয়াক্ত ছালাত ও কুরআন পড়া শুরু করেছেন, এখনও ছাড়েননি। রামাযান মাসে কুরআন পড়া আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। বললাম, ভাইয়া ফ্রী হ'লে আমাকে কল ব্যাক করতে বলবেন।

ঘণ্টাখানেক পর ভাই কল ব্যাক করলেন। তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই আমার ও আমার সদ্যজাত কন্যার খোঁজ-খবর নিলেন। জানতে চাইলেন, আমার মেয়ে এখন পুরোপুরি সুস্থ আছে কিনা। এরপর বাসায় একদিন সস্ত্রীক বেড়াতে আসতে বললেন। আমার কেমন যেন খটকা লাগল! বললাম, ভাইয়া, বঙ্গবাজারে আপনার কত টাকার মাল ছিল? ভাইয়া বললেন, দুই দোকানে ১ কোটি ১৯ লাখ টাকার উপরে। সব পুড়ে গেছে, কিছুই উদ্ধার করা যায় নি! তা তো গেছেই, যা উদ্ধার করা গেছে সেগুলা তো কাউরে দানও করা যাবে না, পোড়া গন্ধই তো যাবে না অনেকদিন! তার এক চিলতে হাসি আমাকে আশ্চর্য করল! এই লোক হাসছে কি করে? নাকি অধিক শোকে পাথর হয়ে গেল? নিশ্চিৎ হওয়ার জন্য উনাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই যে এতগুলা টাকার মাল নষ্ট হ'ল, আপনার কষ্ট হচ্ছে না? নাহ! কোন কষ্ট হচ্ছে না! কারণ মাল যিনি দিয়েছেন তিনিই নিয়ে গেছেন। তাই আমার ড্যামেজ কভারের কোন ইচ্ছাও নাই! কি বলেন ভাই! বুঝলাম না!!

ভাইয়া আমি খুব অল্প বয়সে ব্যবসা শুরু করি এবং অল্প বয়সেই অনেক উন্নতি করি। এই কয়েক বছরে আমি চারটা কাপড়ের দোকান রেখেছি ঢাকায়। এগুলো থেকে কামাই রোজগার যা হয় মাশাআল্লাহ তা আমার বউ বাচ্চা, আব্বা-আম্মা, ভাই-বোন সবার জন্য যথেষ্ট!

ছোটবেলা থেকেই দেখছি আমার ১ বছরে যা ব্যবসা বৃদ্ধি হয়, অন্যদের তা হ'তে কয়েক বছর লাগে! আমি বিয়েও করেছি অল্প বয়সে! ২ বাচ্চার বাপও হয়েছি অল্প বয়সে। তাই আমার কেন যেন মনে হয়, আল্লাহ আমাকে খুব অল্প হায়াত দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। কারণ আমি সবকিছু খুব দ্রুত অর্জন করছি। আমার আয়-উন্নতি সবকিছু খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে। এগুলো যত তাড়াতাড়ি হয়, আমার টেনশন তত বাড়ে! আমার মনে হয় আমার মরণ খুব বেশী দেরী নেই। কিন্তু আমি মরতে চাই না, কারণ মরণের কোন প্রস্তুতি আমি এখনো নিতে পারি নি! ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড়িয়ে কি জবাব দিব? আমি এইসব নিয়েই সারাদিন টেনশনে থাকি, এর ভেতর দোকান পোড়ার টেনশন কখন করব ভাই বল?

ভাইয়ের এই উত্তরে অনেকটাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। এমন উত্তর আশা করি নি। যা হোক, এরপর বন্ধুকে কল দিয়ে বললাম যে, ওর বড় ভাই কী কী বলেছে আমাকে! ও সব শুনে বলল, 'হুম, বঙ্গবাজারে আমাদের কাপড়ের আড়ত পোড়ার খবর শোনার পরেও ভাইয়ের কোন কিছু হয় নি। সে জোরে জোরে আলহামদুলিল্লাহ পড়েছে'। আব্বাও অবাক। আমরা জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'তার বা তার পরিবারের যদি বড় ধরনের কোন ক্ষতি হ'ত? সেইটা এখন মালের উপর দিয়ে গেছে। কিংবা এই মালের মধ্যে কোন বরকত ছিল না, বরং খারাপই ছিল, এই জন্য সব পুড়ে গেছে'।

এই কথা শুনে আমি প্রচণ্ড বিস্মিত হ'লাম। বন্ধু এরপর বলল, গত বছর থেকে ভাইয়ের ব্যবসায়ে কোন মন নেই! সে সারাদিন ছালাত পড়ে, আর মরণের চিন্তা করে! দোকানেও ঠিকমত বসে না, প্রচুর দান-খয়রাত করে। পারলে মানুষকে সব কিছু বিলিয়ে দেয়। এইজন্য আব্বার সাথে তার অনেকবার রাগারাগি হয়েছে। আমরা ভাবছিলাম দোকানে হয়ত অনেক লস হবে। কিন্তু লস তো দূরের কথা, গত কয়েক মাসে প্রচুর লাভ হয়েছে।

এরপর আবারও ভাইয়াকে কল দিলাম। উদ্দেশ্য তার কাছে আরও কিছু কথা শোনা। তিনি দু'এক কথার পর বললেন, 'আল্লাহপাক আমাকে একটা উত্তম সুযোগ দিয়েছেন। আমি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চাই। একটু থেমে আবার বললেন, আল্লাহ চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ভাই, আজ বাদশাহ তো কাল ফকির। তাহ'লে এই দু'দিনের দুনিয়ায় কেন মানুষ অহংকার করে? দোকান পোড়ার খবর পাওয়ার পর আমার মনে হয়েছে আল্লাহ হয়ত আমার হায়াত কিনে নিলেন কিছু মালের বিনিময়ে এবং তিনি দেখলেন যে, আমি তার উপরে রাযী-খুশী আছি কিনা। আমি অবশ্যই আমার মালিকের ফয়ছালায় খুশী আছি।

আমি বললাম, যদি ইসলামপুরের দোকানগুলো আগুনে পুড়ে যায়? ভাইয়া হাসতে হাসতে জবাব দিল, 'তাহ'লে তো আমি আরো খুশী, তাহ'লে আর আমাকে প্রতিদিন সকালে দোকানে যেতে হবে না। আমি আরও আল্লাহ্‌র ইবাদতে সময় দিতে পারব! আমি বললাম, ইসলামে কিন্তু বৈরাগ্য নেই ভাইয়া...! আমি তো বৈরাগী হব না। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য আমার ভাল লাগে না। মনে হয় দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ আর টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদের প্রতি মোহ আমাকে জাপটে ধরছে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। ব্যবসা-বাণিজ্য একটু কম হ'লে আমার শান্তি লাগে! ভাই তোমার সাথে পরে আরও কথা বলব, এখন আমি তারাবীহ্‌র ছালাতে যাই। তুমিও যাও। আমি আসলে এরপর আর কোন কথা খুঁজে পেলাম না। আমার জন্য দো'আর দরখাস্ত করে ফোন রেখে দিলাম। আমি ভাবলাম, ইসলাম কতই না সুন্দর ধর্ম...! কত মহৎ মানুষেরই না জন্ম হয় ইসলামের পরশে এসে!

[লেখক : প্রলয় হাসান, ঢাকা]

সংগঠন সংবাদ

পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে দেশব্যাপী সংক্ষিপ্ত কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল

আরামনগর, জয়পুরহাট, ৩১শে মার্চ'২৩, শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০ ঘটিকা হ'তে জয়পুরহাট যেলার আরামনগর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ, সুধী সমাবেশ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুছ ছবূরের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম, 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মাহিবুল হুসাইন, অর্থ সম্পাদক ডা. যোবায়ের আহমাদ, মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান, এবং সোনামণি রাজশাহী-সদর যেলার সহ-পরিচালক জাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি নাজমুল হক।

কুষ্টিয়া-পূর্ব, ৩১শে মার্চ'২৩, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের উপকণ্ঠে ঝিনাইদহ রোডস্থ রিযিয়া-সা'দ ইসলামিক সেন্টারে কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল গণীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুন নূর।

বাগডোব, মহাদেবপুর, নওগাঁ, ১লা এপ্রিল'২৩, শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার মহাদেবপুর উপযেলাধীন বাগডোব বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও যেলা শহরের 'আনন্দনগর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসা' সংলগ্ন মসজিদে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুয্যামান ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

নবীনগর, খুলনা, ১লা এপ্রিল'২৩, শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলা শহরের নবীনগর (গোবরচাকা) মুহাম্মাদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ এবং ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান, 'সোনামণি'র প্রথম কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক শরীফুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ শু'আয়েব ও মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা খলীলুল্লাহ।

কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ, ৫ই এপ্রিল'২৩, বুধবার : অদ্য বাদ যোহর সিরাজগঞ্জ যেলার কামারখন্দ উপযেলাধীন চক শাহবাজপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও রামাযান বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তযার সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। 'যুবসংঘ'-এর পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ এবং 'সোনামণি'-এর কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হান। এছাড়াও যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আমীর হুসাইনসহ যেলার বিভিন্ন স্তরের কর্মী ও সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক হাবীবুর রহমান রাসেল।

কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ৬ই এপ্রিল'২৩, বৃহস্পতিবার: অদ্য বাদ আছর নারায়ণগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর রূপগঞ্জ, কাঞ্চন পৌর এলাকাধীন রানীপুরা শাখার উদ্যোগে রানীপুরা মহিলা মাদ্রাসা মসজিদে এক ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কাঞ্চন পৌর এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয মিনহাজ বিন মুনছুর আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

লালবাগ, দিনাজপুর-পশ্চিম, ৬ই এপ্রিল'২৩, বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার শহরের লালবাগ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসায় দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মফীযুদ্দীন আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল।

মণিপুর, গাযীপুর-উত্তর, ৭ই এপ্রিল'২৩, শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা সদরের মণিপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে গাযীপুর-উত্তর যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের

www.tawheederdak.com

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আসাদুল্লাহ মিলন ও 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ নাবীল।

কক্সবাজার, ৭ই এপ্রিল'২৩, শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের হাফেয আহমাদ চৌধুরী জামে মসজিদে কক্সবাজার যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'কক্সবাজার আদর্শ মহিলা কামিল মাদ্রাসা'-এর মুহাদ্দিছ ও অত্র মসজিদের খতীব মাওলানা মুশতাক আহমাদ মাদানী প্রমুখ।

মহিষখোচা, লালমণিরহাট, ৭ই এপ্রিল'২৩, বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোচা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে লালমণিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মিনারুল ইসলাম ও 'আল-'আওনে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির।

হরিপুর, ঠাকুরগাঁও, ৭ই এপ্রিল'২৩, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার হরিপুর উপযেলাধীন 'খিরাইচণ্ডী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি যিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন' -এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক, আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

তেতুলিয়া, পঞ্চগড়, ৮ই এপ্রিল'২৩, শনিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার তেতুলিয়া থানাধীন তিরনইহাট ফকীরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ যয়নুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ শামীম প্রধান ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মোযাহারুল ইসলাম। উল্লেখ্য যে, বাদ মাগরিব তেতুলিয়া উপযেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

নবীনগর, রতনপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৮ই এপ্রিল'২৩, শনিবার : অদ্য বাদ আছর ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেলার নবীনগর উপযেলার রতনপুর দক্ষিণপাড়া বায়তুল হাদী জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুফতী আতাউল্লাহ বিন জামশেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। আরও উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইনসহ যেলার বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

চরপাড়া, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ৮ই এপ্রিল'২৩, শনিবার : অদ্য বিকাল ৩ ঘটিকা হ'তে নারায়ণগঞ্জ যেলার রূপগঞ্জ, কাঞ্চন এলাকাধীন চরপাড়া সমাজবাসীর উদ্যোগে চরপাড়া আহলেহাদীছ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মসজিদের সভাপতি হাজী মুহাম্মাদ মিলন মিয়ার সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি এবং 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। এছাড়াও যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. সাইফুল ইসলাম নাঈম এবং অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা শফীকুল ইসলামসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

কানসাট, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ, ৮ই এপ্রিল'২৩, বুধবার : অদ্য বাদ আছর যেলার শিবগঞ্জ উপযেলাধীন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কানসাটে চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীকের সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু রায়হান। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম।

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা-পশ্চিম, ৮ই এপ্রিল'২৩, শনিবার : অদ্য বাদ আছর গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে গোবিন্দগঞ্জ টিএণ্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক ইসলামী আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আওনুল মা'বুদের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ এবং 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক শরীফুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য প্রদান করেন রংপুর মাদ্রাসা মুহাম্মাদীয়ার সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা আব্দুল্লাহ আরমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর উপদেষ্টা মাহবূবুর রহমান এবং সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গা, ৯ই এপ্রিল'২৩, রবিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সদর থানাধীন জয়রামপুর দারুস সুন্নাহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে চুয়াডাঙ্গা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত

প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ।

সাঘাটা, গাইবান্ধা-পূর্ব, ৯ই এপ্রিল'২৩, রবিবার : অদ্য বাদ আছর গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে সাঘাটা ডিগ্রি কলেজ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ইসলামী আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক রফীকুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মওলা, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইউনুস এবং সাবেক সভাপতি মশিউর রহমান প্রমুখ।

গাযীপুর-দক্ষিণ, ১০ই এপ্রিল'২৩, সোমবার : অদ্য বাদ আছর যেলা সদরের কাথোরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আসাদুল্লাহ মিলন।

সাতক্ষীরা, ১১ই এপ্রিল'২৩, বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলা শহরের উপকণ্ঠে বাঁকাল ব্রীজ সংলগ্ন দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স মসজিদে সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান এবং 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

কোরপাই, কুমিল্লা, ১১ই এপ্রিল'২৩, মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার বুড়িচং থানাধীন কোরপাই বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ১২ই এপ্রিল'২৩, বুধবার : অদ্য বাদ আছর নারায়ণগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর রূপগঞ্জের কুলিয়াদী শাখার উদ্যোগে কুলিয়াদী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইমরান হাসিন আল-আমীনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী। আরও উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. সাইফুল ইসলাম নাঈমসহ শাখার বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল, কর্মী ও শুভানুধ্যায়ী।

সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, ১৩ই এপ্রিল'২৩, বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর নারায়ণগঞ্জ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সোনারগাঁয়ের হলদাবাড়ী শাখার উদ্যোগে কোনাবাড়ী উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ইমরান হাসিন আল-আমীনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী। আরও উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. সাইফুল ইসলাম নাঈমসহ শাখার বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল, কর্মী ও শুভানুধ্যায়ী।

মাদারবাড়িয়া, পাবনা সদর, ১৪ই এপ্রিল'২৩, শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর পাবনা যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে সদর থানাধীন মাদারবাড়িয়া আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসায় এক ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ এবং 'আল-'আওন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক শরীফুল ইসলাম। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা মাওলানা বেলালুদ্দীন এবং সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউনুস আলী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শীরীন বিশ্বাস।

মুসলিমপাড়া, আলমনগর, রংপুর-পশ্চিম, ১৫ই এপ্রিল'২৩, শনিবার : অদ্য বাদ আছর রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে যেলার আলমনগর মুসলিমপাড়ায় অবস্থিত শেখ জামাল উদ্দীন জামে মসজিদে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুছতফা সালাফী'র সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ জাকির হোসেন। কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। এছাড়াও রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মতিউর রহমানসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

জাফলং, গোয়াইনঘাট, সিলেট, ১৫ই এপ্রিল'২৩, শনিবার : অদ্য বাদ যোহর হ'তে সিলেট যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে সিলেটের গোয়াইনঘাট উপযেলার ১১ নং মধ্য জাফলং সংলগ্ন ভিত্তিখেল হাওড় মধ্যপাড়া জামে মসজিদে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জাবের আহমাদের

সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আহমাদুল্লাহ। আরও উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ পরিষদ সদস্য হাফেয মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান এবং কুমিল্লা যেলা 'যুবসংঘ'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইনসহ যেলার দায়িত্বশীল, কর্মী ও শুভানুধ্যায়ী।

ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ, ১৫ই এপ্রিল'২৩, শনিবার : অদ্য বাদ যোহর হ'তে ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর যৌথ উদ্যোগে ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দালন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাক্ববূল হোসাইনের সভাপতিত্বে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ এবং কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ। আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও কর্মীবৃন্দ।

পীরগাছা, রংপুর-পূর্ব, ১৬ই এপ্রিল'২৩, রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার পীরগাছা উপযেলাধীন দারুস সালাম মাদ্রাসা মসজিদে রংপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ শাহীন পারভেযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিলে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান, রংপুর-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মতীউর রহমান প্রমুখ।

'শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য' শীর্ষক সেমিনার ও ইফতার মাহফিল

টিএসসি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ৯ই এপ্রিল'২৩, রবিবার : অদ্য বাদ আছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে 'শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য' শীর্ষক এক সেমিনার ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ'-এর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি রবীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান **প্রফেসর (অব.) ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর ড. এ বি এম সারোয়ার আলম ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মাদ তরুণ হাসান। সেমিনারে 'শিক্ষার মৌলিক লক্ষ্য' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর সাধারণ সম্পাদক নাজমুন নাঈম। অতঃপর বক্তব্য পেশ করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি শরীফুল ইসলাম মাদানী, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম। সেমিনার উপলক্ষ্যে একটি অনলাইন কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত প্রতিযোগিতায় ২৭ জনকে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয় এবং ৩ জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। বিজয়ীদের হাতে মুহতারাম আমীরে জামা'আত পুরস্কার ও সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন। বিজয়ীরা হ'লেন, ১ম স্থান অধিকারী ইতিহাস বিভাগের ছাত্র আতিক শিহাব (দিনাজপুর), ২য় স্থান উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র জুম্মান হাসান আল-আমিন (ঝিনাইদহ) এবং ৩য় স্থান আরবী বিভাগের ছাত্র মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন আরবী বিভাগের ছাত্র আব্দুল ওয়াদূদ। সঞ্চালনা করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক আব্দুল ওয়াহেদ। সেমিনারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের চার শতাধিক ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। ৩৯৯ সীটের টিএসসি মিলনায়তন পূর্ণ হয়ে ভিতরে-বাইরে সর্বত্র উপচে পড়া ভিড় ছিল। উল্লেখ্য যে, ২০০৬ সাল থেকে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাবি শাখা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবন্ধিত ছাত্র সংগঠন হিসাবে কাজ করছে।

যেলা কমিটি পুনর্গঠন

হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগার, ফরিদপুর, ১লা মে'২৩ সোমবার : অদ্য দুপুর ৩ ঘটিকা হ'তে যেলার হাদীছ ফাউণ্ডেশন পাঠাগারে 'যুবসংঘ'-এর ফরিদপুর যেলা পুর্নগঠন উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি তৌফিক ইলাহী রানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পুনর্গঠন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ। আরও উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ মুহাম্মাদ রাকীবুল ইসলাম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইন, সহ-সভাপতি আব্দুছ ছামাদ, সাধারণ সম্পাদক নূর ইসলাম মৃধা এবং যেলা 'আল-'আওন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ফয়জুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে তৌফিক ইলাহী রানাকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে একটি পূর্ণাঙ্গ যেলা কমিটি গঠন করা হয়।

কেন্দ্রীয় সভাপতির আরব আমিরাত ও সঊদী আরব সফর

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী গত ১৪ই মার্চ থেকে ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমীরাতের দুবাই, শারজাহ, আবুধাবী এবং সঊদী আরবের রিয়াদ, দাম্মাম, খাফজী, আল-কাছীম আল-খাবরা, উনায়যাহ, বুরাইদাহ, মক্কা, মদীনা, তায়েফ প্রভৃতি শহরে সাংগঠনিক সফর করেন। উক্ত সফরে তারা দাম্মামের প্রখ্যাত ইণ্ডিয়ান দাঈ শায়খ মতীউর রহমান মাদানীসহ বিভিন্ন ওলামায়ে কেরাম ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময় করেন। উক্ত সফরে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে আরো উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষাবোর্ড'-এ চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। এ সময়ে তারা পবিত্র ওমরাহও পালন করেন।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

১. প্রশ্ন : সিদরাতুল মুনতাহায় অবস্থিত কুল বৃক্ষের পাতা দেখতে কেমন?
উত্তর : হাতির কানের মত বড় বড়।

২. প্রশ্ন : আক্বাবাহ্র ৩য় বায়'আতে কতজন মক্কায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন?
উত্তর : ৭৩ জন পুরুষ ও ২ জন নারী।

৩. কয়টি বিষয়ের উপর আক্বাবাহ্র ৩য় বায়'আত অনুষ্ঠিত হয়? উত্তর : ৬টি।

৪. আক্বাবাহ্র ৩য় বায়'আতকে 'বায়'আতুল হারব' নামে অভিহিত করেন কোন ছাহাবী?
উত্তর : উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ)।

৫. কোন দু'জন মহিলা আক্বাবাহর ৩য় বায়'আতে অংশগ্রহণ করেন?
উত্তর : উম্মে 'উমারাহ নুসাইবা বিনতে কা'ব এবং উম্মে মানী' আসমা বিনতে আমর।

৬. আক্বাবাহ্র ৩য় বায়'আতকে কেন্দ্র করে পবিত্র কুরআনে কোন সূরার কত নম্বর আয়াত নাযিল হয়?
উত্তর : সূরা তওবাহ্র ১১১ নম্বর আয়াত।

৭. প্রশ্ন : মদীনায় হিজরতকারী প্রথম ছাহাবীর নাম কি?
উত্তর : আবু সালামাহ মাখযূমী।

৮. প্রশ্ন : ওমর (রাঃ) ইয়াছরিবে হিজরতের সময় কতজনকে সাথে নিয়ে যান? উত্তর : ২০জনকে।

৯. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে প্রথম কার বাড়ীতে অবস্থান করেন?
উত্তর : কুলছুম বিন হিদামের বাড়ীতে।

১০. প্রশ্ন : কা'বা গৃহের চাবি রক্ষক ওছমান বিন ত্বালহা কোন যুদ্ধে শহীদ হন?
উত্তর : আবু বকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে আজনাদাইনের যুদ্ধে।

১১. প্রশ্ন : কা'বা গৃহের চাবি সংরক্ষণের দায়িত্ব ক্বিয়ামত পর্যন্ত কোন বংশে থাকবে?
উত্তর : আবু সালামাহ মাখযূমী (রাঃ)-এর বংশে।

১২. প্রশ্ন : কোন ছাহাবীর আত্মত্যাগের প্রশংসায় সূরা বাক্বারাহ্র ২০৭ নম্বর আয়াত নাযিল হয়?
উত্তর : ছুহায়েব রূমী (রাঃ)-এর প্রশংসায়।

১৩. প্রশ্ন: ছুহায়েব রূমী কখন মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : ৩৮ হিজরীতে।

১৪. প্রশ্ন : ছুহায়েব রূমী কার সাথে কোথায় ইসলাম গ্রহণ করেন?
উত্তর : আম্মার বিন ইয়াসিরের সাথে মদীনায়।

১৫. প্রশ্ন : আইয়াশ ও হিশামকে মক্কার বন্দীশালা থেকে কে মুক্ত করেন?
উত্তর : অলীদ বিন অলীদ বিন মুগীরাহ।

১৬. প্রশ্ন : নবী ও রাসূলদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত হয়েছেন কোন নবী?
উত্তর : হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)।

১৭. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ) কত খ্রিষ্টাব্দে হিজরত শুরু করেন?
উত্তর : ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দিবাগত শেষ রাতে।

১৮. প্রশ্ন : হিজরতকালে রাসূল (ছাঃ) ছওর গিরিগুহায় কতদিন অবস্থান করেন? উত্তর : ৩ দিন ৩ রাত।

১৯. প্রশ্ন : ছওর গুহায় অবস্থানকালে রাসূল (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ)-এর কাছে রাতে কে দুধ নিয়ে যেত?
উত্তর : আমের বিন ফুহায়রা।

২০. প্রশ্ন : হিজরতকালে রাসূল (ছাঃ)-কে পথ দেখিয়ে মদীনায় নিয়ে যায় কে?
উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন উরাইক্বিত্ব লায়ছী। সে কাফেরদের দ্বীনভূক্ত ছিল।

২১. প্রশ্ন : হিজরত পরবর্তী ক্বোবায় জন্মগ্রহণকারী প্রথম মুহাজির সন্তান কে?
উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের।

২২. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-এর সীরাত বর্ণনাকারী শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বস্ত রাবী কে? উত্তর : উরওয়া বিন যুবায়ের।

২৩. প্রশ্ন : ছাহাবীগণের মধ্যে কোন ছাহাবীর চার পুরুষ মুসলমান ও ছাহাবী ছিলেন?
উত্তর : হযরত আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর।

২৪. প্রশ্ন : হিজরতের খবর পেয়ে কুরায়েশরা রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যার বিনিময়ে কী পুরস্কার ঘোষণা করে?
উত্তর : ১০০টি উট।

২৫. প্রশ্ন : পুরস্কারের লোভে রাসূল (ছাঃ)-এর পিছু ধাওয়া করে কে?
উত্তর : সুরাক্বা বিন মালেক বিন জু'শুম আল-মুদলেজী।

২৬. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ) হিজরতের যাত্রাপথে সর্বপ্রথম কার বাড়িতে আতিথেয়তা গ্রহণ করেন?
উত্তর : উম্মে মা'বাদের বাড়িতে।

২৭. প্রশ্ন : ক্বোবায় রাসূল (ছাঃ)-এর উপর কোন সূরার আয়াত নাযিল হয়?
উত্তর : সূরা তাহরীমের ৪ নম্বর আয়াত।

২৮. প্রশ্ন : কুবাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কতদিন অবস্থান করেন?
উত্তর : ১৪ দিন।

২৯. প্রশ্ন : কুবায় নির্মিত ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মসজিদ সম্পর্কে কোন সূরায় প্রশংসা করা হয়েছে?
উত্তর : সূরা তওবা ১০৮ আয়াতে।

৩০. প্রশ্ন : ইয়াছরিবে পৌঁছে রাসূল (ছাঃ) কতজন মুছল্লী নিয়ে জুম'আর ছালাত আদায় করেন?
উত্তর : ১০০জন।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

১. প্রশ্ন : বাংলাদেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটির নাম কী?
উত্তর : বানৌজা শেখ হাসিনা।

২. প্রশ্ন : দেশের প্রথম জাতীয় ব্রাউজারের নাম কী?
উত্তর : তর্জনী।

৩. প্রশ্ন : বাংলাদেশের প্রথম সাবমেরিন ঘাঁটি কোথায় অবস্থিত? উত্তর : পেকুয়া, কক্সবাজার।

৪. প্রশ্ন : সম্প্রতি কোন দেশ বাংলাদেশে দূতাবাস চালুর ঘোষণা দেয়?
উত্তর : মেক্সিকো।

৫. প্রশ্ন : দেশের প্রথম কলেজ হিসাবে মোবাইল অ্যাপ চালু করে কোন প্রতিষ্ঠান?
উত্তর : সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ।

৬. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কতটি?
উত্তর : ১১২টি।

৭. প্রশ্ন : সম্প্রতি কোন স্থল বন্দরে ই-গেট উদ্বোধন করা হয়? উত্তর : বেনাপোল।

৮. প্রশ্ন : গত ১৭ই এপ্রিল ২০২৩ দেশের ১১২তম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে অনুমোদন পায় কোন বিশ্ববিদ্যালয়?
উত্তর : ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি (আইআইইউসিটি), আশুলিয়া, ঢাকা।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

১. প্রশ্ন : ১৭ই মার্চ ২০২৩ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে?
উত্তর : ভ্লাদিমির পুতিন।

২. প্রশ্ন : ‘তুরস্কের গান্ধি’ নামে খ্যাত কে?
উত্তর : কামাল কিলিকদারোগ্লু।

৩. প্রশ্ন : ইরান ও সৌদি আরবের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে মধ্যস্থতা করে কোন দেশ?
উত্তর : চীন

৪. প্রশ্ন : নেপালের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : রামচন্দ্র পাওদেল।

৫. প্রশ্ন : ২০২৩ সালের বিশ্ব সুখ প্রতিবেদনে শীর্ষ সুখী দেশ কোনটি? উত্তর : ফিনল্যাণ্ড।

৬. প্রশ্ন : নাইজেরিয়ার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : বুলা তিনুবু।

৭. প্রশ্ন : ২০২৩ সালের বৈশ্বিক সন্ত্রাস সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত? উত্তর : ৪৩তম।

৮. প্রশ্ন : কম্পিউটিং জগতের নোবেল খ্যাত টিউরিং পুরস্কার ২০২২ লাভ করেন কে? উত্তর : রবার্ট মেটক্যাফ।

৯. প্রশ্ন : তুরস্কের প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হবে? উত্তর : ১৪ই মে ২০২৩।

সম্পাদকীয় বাকী অংশ

বিশ্বাসের এই পূর্ণতার পথই হ’ল আত্মার শান্তির পথ। যদি কেউ ছালাত, ছিয়াম তথা ইসলামের নির্ধারিত ইবাদত পদ্ধতি বাদ দিয়ে ধ্যান, যোগব্যায়াম, মনছবি ইত্যাদির মাধ্যমে মনের শান্তি পেতে চায়, তবে তা নিঃসন্দেহে অগ্রহণযোগ্য হবে। অন্যদিকে মুআ‘মালাতের ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও আনুগত্যের সাথে যাবতীয় হারাম ও অন্যায়কে পরিহার করা এবং সততা, সদাচরণ, ন্যায়, নিষ্ঠা, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, সম্মানবোধ, আমানতদারিতা প্রভৃতির মত সুদৃঢ় নৈতিক ঢাল অবলম্বন করার মাধ্যমেই সে প্রকৃত প্রশান্তি পেতে পারে। যদি কেউ কথায়, চিন্তায়, আচরণে অসৎ হয়; মুনাফিক, যালিম বা পাপাচারী হয়; তবে সে ঈমানী দুর্বলতার কারণে আত্মিক প্রশান্তি পায় না। আবার কেউ যদি ঈমানের শুদ্ধতা নিশ্চিত না করে সৎকর্ম করে, তবুও তা প্রকৃত শান্তির কারণ হয় না। কেননা সেই সৎকর্মের কোন মূল্য যে আল্লাহ্‌র কাছে নেই *(ফুরকান ২৩; কাহাফ ১০৩)*। সুতরাং ইবাদত ও মু‘আমালাতে শুদ্ধতা অর্জন তথা ‘মা আনা আলাইহে ও আছহাবীহী’ নীতি অবলম্বনে ধারাবাহিকভাবে ছিরাতুল মুস্তাকীমের পথে অটল থাকাই আত্মার শান্তি অর্জনের দ্বিতীয় পন্থা।

গ. পরিবেশের শুদ্ধতা : আত্মার প্রশান্তি ধরে রাখতে পরিবেশের গুরুত্বও কম নয়। সঠিক জ্ঞানার্জন ও সঠিক মানুষের সাহচর্যের মাধ্যমে নিজের পারিপার্শিক পরিবেশটাকে আদর্শরূপে গড়ে তোলা যরূরী। এজন্যই আদর্শ পরিবার ও আদর্শ সমাজ গঠনের গুরুত্ব এত বেশী। নিজেকে ফিৎনা-ফাসাদ ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার হাত থেকে বাঁচাতেই আদর্শ পরিবার ও সমাজ গড়ার সংগ্রামে আমাদের নিরত হ’তে হয়। এজন্যই আল্লাহ জ্ঞানার্জনের উপর এত বেশী গুরুত্বারোপ করেছেন। কেননা জ্ঞানই অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণার হাত থেকে রক্ষা করে মানুষকে ফিৎনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের শক্তি যোগায়। সঠিক পরিবেশের জন্য ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সন্তান ইসমাঈল (আঃ)-কে কা‘বা গৃহের পার্শ্বে রেখে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদেরকে ফল-ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট বসবাসের জন্য রেখে গেলাম। হে আমাদের প্রতিপালক তারা যেন ছালাত কায়েম করে’ *(ইবরাহীম ৩৭)*।

এমনকি ইসলামে এমন এলাকায় বসবাস করতে নিষেধ করা হয়েছে, যেখানে ঈমান ঠিক রাখা যায় না *(আবুদাঊদ হা/২৬৪৫)*। একই কারণে মুসলমাদেরকে জামা‘আতবদ্ধ থাকতেও বলা হয়েছে। যেন শয়তানের প্ররোচনায় তারা পথভ্রষ্ট না হয়ে যায় এবং অন্তর যেন তাদেরকে প্রবৃত্তির পথে পরিচালিত না করে *(তিরমিযী হা/২১৬৫; ইবনু মাজাহ হা/২৪৯৮)*। আত্মিক প্রশান্তির জন্য জ্ঞানার্জন, সমাজ সংস্কার, জামা‘আতবদ্ধতা প্রভৃতি উপায়ে নিজের চিন্তাধারা ও পরিবেশকে নিরাপদ রাখা অতীব যরূরী।

সর্বোপরি, একজন প্রকৃত ঈমানদার তাঁর তাওহীদী দর্শনের বিশালতায় আত্মার প্রশান্তি খোঁজে। কোন অতীন্দ্রিয়বাদী ধ্যানধারণা, গুরুবাদী দর্শন, পীর-বুযুর্গের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, মোটিভেশনাল স্পিকারের অন্তরজুড়ানো বক্তব্য তার কাছে মুক্তির দিশারী নয়, যদি তা তাওহীদী দর্শনের বিপরীত হয়। অতএব তথাকথিত এসব ভ্রান্ত দর্শন ও চিন্তাধারার প্রতি আকর্ষিত হয়ে আমরা যেন আমাদের মহামূল্য ঈমান হারিয়ে না ফেলি এবং ঈমান আনার পর পুনরায় পথভ্রষ্ট না হয়ে যাই। আমরা যেন আল্লাহ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর প্রদর্শিত পথে চলতে পারি এবং এর মাঝেই আত্মার প্রকৃত প্রশান্তির অনুসন্ধান করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় প্রকল্পে সহযোগিতা করুন!

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে তাবলীগী ইজতেমা ময়দান এবং বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তাবিত 'দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয়'-এর বৃহত্তর ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেখানে উচ্চতর গবেষণা কেন্দ্র, শিক্ষক ও ইমাম প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

অতএব দানশীল ভাই-বোনদেরকে উক্ত বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নে উদার হস্তে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ১ বিঘা, ১০ কাঠা, ৫ কাঠা বা ১ কাঠা জমির মূল্য অথবা সাধ্যমত দান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা

তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড : হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৭১৭
আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

বিকাশ ও নগদ নং : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, রকেট (মার্চেন্ট) নং : ০১৭০৭-৬১৩৬৩৭।

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels@gmail.com

রাজশাহী যোগাযোগ : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, তুহিন বস্ত্রালয়, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

তাওহীদের ডাক Tawheeder Dak মে-জুন ২০২৩ মূল্য : ৩০ টাকা

LIVE

Ahlehadeeth Andolon Bangladesh

Bangladesh.Ahlehadeeth.Juboshangho

Monthly.At.tahreek

কর্মী সম্মেলন ২০২৩

তারিখ : ১৫ই জুলাই, শনিবার, সকাল ৯-টা

স্থান : নওদাপাড়া, রাজশাহী

প্রধান অতিথি

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

সভাপতি

মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭২১-৯১১২২৩